চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 302 Sunday, 1 October, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৩০২ সংখ্যা ❋ ১৩ আশ্বিন, ১৪৩০, রবিবার, ১ অক্টোবর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সোমবার ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। সরকারি ছুটি থাকায় এদিন অনেক কম মেট্রো চলবে শহরে। আপ-ডাউন মিলিয়ে ২৩৪টি মেট্রো ছুটবে ওই দিনে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

আশ্রমিকদের আবেগকে কুমিরের চোখের জল, তাদের আত্মকেন্দ্রীয় এবং বিষদাঁত আছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে জানালেন উপাচার্য। ...বিস্তারিত পাতা ৫

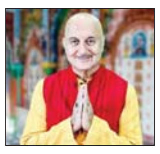
শনিবার শ্রী রামের জন্মভূমিতে গিয়ে ভগবান রামের দর্শন করলেন অভিনেতা অনুপম খের। এরপর তিনি মন্দির নির্মাণের কাজ ঘুরে দেখেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

একটা সময় অফ ফর্মের মধ্যে যেতে হয়েছে বিরাট কোহলিকে। সেই পরিস্থিতিতে ঠিক কী হয়েছিল বিরাটের, এবার সেই নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ক্ষমতা থাকলে আন্দোলন আটকে দেখাক অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ আগামী ২ অক্টোবর ও ৩ অক্টোবর দিল্লিতে তৃণমূলের কর্মসূচি। মূলত ১০০ দিনের টাকা ও আবাস যোজনার টাকার দাবি নিয়ে দিল্লি যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। সঙ্গে যাচ্ছেন বাংলার বহু জব কার্ড হোল্ডারও। এই দিল্লির কর্মসূচি নিয়ে আশঙ্কার কথা আগেও শুনিয়েছেন অভিষেক। শনিবার ভার্চুয়াল বার্তা থেকে আরও একবার সেই কথাই বললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেকের বক্তব্য, ‘‘আমরা ২ তারিখ, ৩ তারিখ যে আন্দোলন করব বলেছিলাম, করব। কারও ক্ষমতা থাকলে আন্দোলন আটকে দেখাক। আর বাংলার একটা মানুষের গায়ে যদি হাত পড়ে দিল্লিতে, একটা আঁচড় যদি পড়ে শ্রমিক কৃষকের উপর। মারলে আমাদের মারবেন, আমাদের সাংসদ-বিধায়কদের গায়ে হাত দেবেন। একটা গরিব মানুষের গায়ে যদি হাত পড়ে ইট কা জবাব পাথর সে কীভাবে দিতে হয় সেটা গণতান্ত্রিকভাবে আগামিদিন মানুষ দেবে।’’ এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গত ১৬ তারিখ তাঁরা কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের দফতরে চিঠি পাঠান। মূলত ৩ তারিখ তৃণমূলের সাংসদদের প্রতিনিধি দল বৈঠক করতে চেয়েছিল মন্ত্রীর সঙ্গে। অভিষেক বলেন, ‘‘গত রাতে উত্তর এসেছে। বলছেন উনি ব্যস্ত, থাকবেন না। আমরা বলেছি ঠিক আছে ধরে নিলাম আপনি ব্যস্ত। আপনার প্রতিমন্ত্রীকে বৈঠক করতে হবে। জবাব আপনাকে দিতেই হবে, টাকা আপনাকে ছাড়তে হবে।’’ বারবার বিজেপি এই ১০০ দিনের কাজ, আবাস প্রকল্পের কাজ নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে। শাসকদলের দুর্নীতিতেই টাকা আটকে বলে দাবি

বিজেপির নেতাদের। তবে অভিষেকের বক্তব্য, ‘‘বিজেপি বলে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি হয়েছে। তাহলে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। ২ হাজার লোক দুর্নীতি করলে আড়াই কোটি মানুষের টাকা আটকে রাখবেন? এটা কেমন বিচার? এত ভয় কীসের?’’ অভিষেকের বক্তব্য, ২০২১ সালের পর প্রতিটা ভোটে বিজেপিকে মানুষ ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই রাগেই এভাবে বাংলার টাকা আটকে বাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের আহ্বান, বাংলার সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যেন এই কর্মসূচিতে শামিল হন। অভিষেক বলেন, ‘‘এটা তৃণমূলের কর্মসূচি নয়, এটা মানুষের কর্মসূচি। মানুষের কর্মসূচিতে কাঁধে কাঁধ মেলাতে চাইলে ২ আর ৩ অক্টোবর মানুষের জন্য রাস্তায় নামুন। বাংলার মানুষের অধিকার যাতে দিল্লি থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি আমাদের হাত আরও শক্তিশালী করুন। আমার পাশে দাঁড়াতে হবে না, মানুষের পাশে দাঁড়ান।’’ দু’দিনের কর্মসূচি কী কী শনিবার তা জানিয়ে দিলেন অভিষেক। এদিন দুপুরে দলের নেতা, কর্মীদের ভার্চুয়াল বার্তা দেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘ফাইট ফর রাইট’ নাম দেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচির। অভিষেক বলেন, ‘‘বাংলার মানুষ তাঁদের অধিকার পাবে, আমি কথা দিচ্ছি।’’ এই দু’দিন দিল্লিতে কী কী কর্মসূচি হবে, আর বাংলাতেই বা কী করবেন নেতারা, তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। অভিষেক এদিন বলেন, ‘‘২ তারিখ আমরা ঘণ্টা দু’য়েক শান্তিপূর্ণভাবে রাজঘাটে বসব। রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, সাংসদরা থাকবেন সেখানে। আমরা যখন রাজঘাটে বসব, পঞ্চায়েতের প্রধানরা গান্ধীজীর মূর্তিতে মাল্যদান করবেন, শ্রদ্ধা জানাবেন। পারলে একটা মোমবাতি জ্বালাবেন। বিকেলে চাইলে শান্তিপূর্ণভাবে মোমবাতি মিছিলও করতে পারেন।’’ বাংলার মানুষের প্রতি সমর্থন জানাতে এই মিছিল বলেই জানান অভিষেক। ৩ তারিখ দিল্লির যন্তর মন্তরে একত্রিত হয়ে একটি সভা করবেন তাঁরা। সকাল ১১টায় এই কর্মসূচি হবে। তা বাংলার প্রতিটা পঞ্চায়েত এলাকায় সরাসরি দেখানো হবে। পঞ্চায়েত প্রধান বা অঞ্চল সভাপতিরা তার দায়িত্বে থাকবেন। অভিষেক বলেন, ‘‘৩ তারিখ প্রতিবাদ সভা করব যন্তর মন্তরে। আমরা রামলীলা ময়দান চেয়েছিলাম ১ লক্ষ মানুষ যাতে থাকতে পারেন, চারদিনের জন্য চেয়েছিলাম দেয়নি। যেখানে অবস্থান বিক্ষোভ করতে চেয়েছি অনুমতি দেয়নি। তবে প্রতিবাদ সভা হবে। আগামিদিন এই লড়াইয়ের দিক নির্দেশিকা দিল্লির মাটি থেকেই ঘোষণা করব।’’

ভুয়ো ডিগ্রির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন, ইউজিসিকে কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ স্বীকৃতিবিহীন ডিগ্রি দেওয়ার বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপ দিল্লি হাইকোর্টের। আসলে এনিয়ে একটা জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল। সেখানে আবেদন করা হয়েছিল ইউজিসির স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ডিগ্রি অত্যন্ত দরকার। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাতে সমতা থাকে সেটার জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এনিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন আবেদনকারী। এবার দিল্লি হাইকোর্ট ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনকে এনিয়ে হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে। কার্যত যে ডিগ্রির কোনও স্বীকৃতি নেই সেটাকে ভুয়ো ডিগ্রি বলেও উল্লেখ করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। তেমন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবার কড়া হচ্ছে হাইকোর্ট। রাহুল মহাজন নামে এক ব্যক্তি এই জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, ইউজিসি ঠিকঠাক ভাবে কাজ করছেন না। এনিয়ে যে নিয়ম রয়েছে সেটারও কোনও ধারাবাহিকতা নেই বলে তিনি দাবি করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রি পাচ্ছেন। কিন্তু সেটা ইউজিসির স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নয়।

এর জেরে সময় নষ্ট হচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টা, অর্থ সব নষ্ট হচ্ছে। তবে এনিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে, আইনের মধ্যে থেকে ইউজিসির একটা নির্দিষ্ট কর্তব্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে পড়াশোনার কাজ চলছে সেটাকে দেখভাল করা। যে সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের আনস্পেসিফায়েড ডিগ্রি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ইউজিসির রয়েছে। এনিয়ে ইউজিসি অ্যাক্টে তারা জরিমানা করতে পারে। তবে এবার হাইকোর্টের এই নির্দেশের পরে শেষ পর্যন্ত ইউজিসি কতটা নড়েচড়ে বসে সেটাই দেখার। কারণ বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় পড়ুয়ারা হাজার হাজার টাকা খরচ করে পড়াশোনা করছেন। কিন্তু সেই ডিগ্রি আদৌ ইউজিসি স্বীকৃত কি না সেটা বোঝা যায় অনেক পরে। ততদিনে যা বিপদ হওয়ার হয়ে গিয়েছে। তবে এবার তাদের জন্য আশার কথা শোনাল দিল্লি হাইকোর্ট।

‘বাড়ি বাড়ি যেতে হবে!’
ডেঙ্গি মোকাবিলায় কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ ডেঙ্গি মোকাবিলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর। ডেঙ্গি নিয়ে নবান্নে হওয়া বৈঠকে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘পায়ের সংক্রমণের জন্য বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না।’’ তবে কালীঘাটের বাড়ি থেকেই ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের বৈঠকে একাধিক দফতরের সচিব ও বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকরা উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করেই সেই বৈঠকে টেলিফোন করে ফোন মারফত যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রে খবর, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিলেন ডেঙ্গি মোকাবিলায়। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, সপ্তাহে সাত দিনব্যাপী ২৪ ঘণ্টা ধরে কাজ করতে হবে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে নজরদারি করতে হবে এবং বাড়িতে বাড়িতে যেতে হবে যাতে কোন প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে। হটস্পট অঞ্চলগুলি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ এদিনের বৈঠকে মুখ্য সচিব সহ বিভিন্ন দফতরের সচিবদের ডেঙ্গি মোকাবিলায়। ডেঙ্গির পাশাপাশি রাজ্যে বর্তমানে দুর্যোগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাতে হবে যেখানে যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে।

ডিভিসি ও ঝাড়খন্ড থেকে যে জল ছাড়া হচ্ছে তার প্রতিনিয়ত নজরদারি করতে হবে। নবান্নে চালু করতে হবে কন্ট্রোল রুম।’’ বর্তমানে দুর্যোগ নিয়ে বৈঠকে টেলিফোন মারফত মুখ্য সচিব সহ শীর্ষ আধিকারিকদের এমনটা নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী বলে নবান্ন সূত্রে খবর। এদিন দুপুর সাড়ে তিনটা থেকে ডেঙ্গি বিষয় নিয়ে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে বৈঠক শুরু হয়েছিল। সেই সময়ই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টেলিফোনে মুখ্য সচিবের সঙ্গে কথা বলেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ টেলিফোন মারফত রাখা হয় বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, ‘‘জল জমা নিয়ে সতর্ক হতে হবে। আপনারা কাজ করছেন ভাল, তবে বাড়িতে বাড়িতে নজরদারি এর কাজটা আরও ভাল ভাবে করুন।’’

প্রথমবার রাজভবনে শপথ অনুষ্ঠান, শপথ নিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ বহু টানাপোড়েন শেষে শপথ নিলেন জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ক। শনিবার রাজভবনে শপথবাক্য পাঠ করলেন বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার রাজভবনে কোনও বিধায়কের শপথ পাঠ হল। তৃণমূল বিধায়কের শপথ-অনুষ্ঠানে নেই বিধানসভার অধ্যক্ষ, পরিষদীয় মন্ত্রী। ভোটে জেতার ২২ হয়। ৩০ তারিখ শপথ নিলেন বিধায়ক। এই শপথ নিয়ে প্রথম থেকেই শুরু হয় টানাপোড়েন। এর আগে গত শনিবার ২৩ তারিখ বিধায়কের শপথপাঠের কথা ছিল রাজভবনে। যদিও রাজভবনের চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছয় ২৫ তারিখ। সেই শপথ হয়নি। এরপর পরিষদীয় মন্ত্রী চিঠি লেখেন রাজভবনে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যপাল বোসকে সে চিঠি লেখেন মন্ত্রী শোভনদেব

দিন পর শপথ গ্রহণ করলেন নির্মলচন্দ্র রায়। এদিন বিধায়ক তাপস রায় নির্মলচন্দ্র রায়কে রাজভবনে নিয়ে আসেন। এদিন ইংরাজিতে শপথবাক্য পাঠ করেন ধূপগুড়ির অধ্যাপক-বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। তাঁর শপথ অনুষ্ঠানে ছিলেন স্ত্রী ও দুই কন্যা। গত ৮ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি উপভোটের ফল ঘোষণা চট্টোপাধ্যায়। দিনের পর দিন বিধায়ক শপথ না নেওয়ায় ধূপগুড়ির মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে উষ্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই তিনি শোভনদেবকে চিঠি লেখার কথা বলেন। সেই চিঠিচাপাটি চলে চলতি সপ্তাহজুড়ে। অবশেষে সেই শনিবারই শপথবাক্য পাঠ করলেন নির্মলচন্দ্র রায়। রাজ্যপালকে এদিন রাজবংশী গামছা উপহার দেন বিধায়ক।

স্বাস্থ্য ভবনে চাকরির নামে ৩ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ, ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ চাকরি হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। মোবাইলে এসএমএস পাঠিয়ে প্রতারণার অভিযোগ। তদন্তে নেমে তিন যুবককে গ্রেফতার করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। এদিনই ধৃতদের তোলা হয় আদালতে। অভিযোগ, চাকরির টোপ দিয়ে নদিয়ার গাংনাপুরের বাসিন্দা রশিদ মণ্ডলের কাছ থেকে কয়েক দফায় তিন লক্ষ ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। বারবার টাকা ফেরতের দাবি জানালেও তা আর ফেরত দেওয়া হয়নি। শেষে পুলিশের দ্বারস্থ প্রতারিত যুবক। সূত্রের খবর, রশিদকে স্বাস্থ্য ভবনের গ্রুপ-ডি কর্মীর চাকরি দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। দফায় দফায় নেওয়া হয় টাকা। টাকা নেয় অশোক রায়, তানভির আলম এবং পাপাই শর্মা নামে তিন যুবক। এরাই মোবাইলে ভুয়ো এসএমএস পাঠিয়ে চাকরি হয়ে গিয়েছে বলে জানান রশিদকে। তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে দফায় দফায় কয়েক লক্ষ টাকা দেন রশিদ। কিন্তু, তখনও তিনি জানতেন না তিনি প্রতারকদের খপ্পরে পড়েছেন। এদিকে দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও চাকরিতে যোগ দিতে পারেননি

নদিয়ার ওই বাসিন্দা। তাতেই তাঁর সন্দেহ বাড়তে থাকে। শেষে ওই তিন যুবকের সঙ্গে ফের কথা বলতে গেলেই বুঝতে পারেন পুরো ঘটনা। টাকা ফেরত চাইলেও তা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরপরই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় তিন যুবককে। এদিন তাদের বিধাননগর আদালতে তোলা হয়। তবে ধৃতরা বড় কোনও প্রতারণা বা দুর্নীতির চক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক কি পিছিয়ে যাবে? শুভেন্দুর কথায় বিভ্রান্তি, জবাব ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ শনিবার বিকেলে ফের ‘সময় বোমা’ ফাটিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভবিষ্যতের ঘটনাপ্রবাহের সন তারিখের পুর্বানুমান করে বলা তাঁর একপ্রকার অভ্যাস। সেই মতো শুভেন্দু দাবি করেছেন, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে লোকসভা ভোট হয়ে যাবে। শুভেন্দু বিজেপির বড় নেতা। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর অত্যন্ত আস্থাভাজন বলে পরিচিত। ফলে শুভেন্দুর এই ঘোষণা শুনে আগ্রহ-কৌতূহলের স্রোত বইতে শুরু করেছে। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠেছে যে, ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট হলে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, সেন্ট্রাল বোর্ড, আইসিএসই পরীক্ষা কি পিছিয়ে যাবে? কারণ, ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট হলে মাইকে প্রচারের ধাক্কায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় সমস্যা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিকল্প একটাই হতে পারে-পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া। ২৫ বছর আগে দেশে শেষবার ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ীর ১৩ দিনের সরকার পড়ে যাওয়ার পর সেই ভোট হয়েছিল দেশে। তার পর থেকে আর কখনও ফেব্রুয়ারি মাসে লোকসভা ভোট হয়নি। ১৯৯৯ সালে লোকসভা ভোট হয়েছিল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। এর পর ২০০৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের পরিবর্তে বাজপেয়ী সরকার ভোট এগিয়ে আনে। এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্বাচন হয়। তার পর থেকে মোটামুটি ভাবে ওই এপ্রিল মাসেই লোকসভা ভোট হয়েছে। তার কারণ, এপ্রিল মাসের আগে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, সেন্ট্রাল বোর্ড, আইসিএসই বোর্ডের পরীক্ষা হয়ে যায়। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষাও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এবার লোকসভা ভোট নিয়ে ইতিমধ্যে নানান জল্পনা শুরু হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট আসন্ন। ওই পাঁচ রাজ্য হল-মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তীসগড়, তেলঙ্গনা ও মিজোরাম। ইতিমধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে যে লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হবে। আর পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট নভেম্বর মাসের পরিবর্তে একটু পিছিয়ে যাবে। তার পর লোকসভা ভোটের সঙ্গেই এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট হবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার আইন কমিশনের পরামর্শ নিচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। এ সবের মধ্যে অবশ্য আরও একটা কিন্তু রয়েছে। প্রতি বছর ১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ বাজেট ঘোষণা হয়। এবার ভোট বছর। তাই পূর্ণাঙ্গ বাজেট ঘোষণা হবে না। ভোট অন অ্যাকাউন্টের ঘোষণা করবে সরকার। এখন প্রশ্ন হল, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ভোট হলে ১ ফেব্রুয়ারি ভোট অন অ্যাকাউন্টের ঘোষণা কী করে হবে? কারণ, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ভোট হলে তার অন্তত ৪৫ দিন আগে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। সেদিন থেকে আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে যাবে। তার পর নতুন কোনও ঘোষণা করতে পারবে না ক্ষমতাসীন সরকার। কিন্তু বাজেট বা ভোট অন অ্যাকাউন্টের কথা না ভেবেই এই বাজারে অনেকে ফেব্রুয়ারিতে লোকসভা ভোট নিয়ে জল্পনা ছড়াতে শুরু করেছেন। শুভেন্দুও এদিন সেটাই করেছেন। এ নিয়ে শিক্ষামহলেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, ‘‘লোকসভা ভোট কবে হবে আমার জানা নেই। তবে আমার ধারণা যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে, তাই লোকসভা ভোট তার পরই হবে।’’ ব্রাত্যর কথায়, কে কী বলছেন, সেটা তিনিই জানেন।

মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘিরে কড়া নির্দেশ পর্ষদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘিরে বিতর্কের আশঙ্কা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় এমন কোনও প্রশ্ন দেওয়া যাবে না যা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে বা বোর্ডের এবং রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে। স্কুলগুলিকে সতর্ক করে চিঠি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। পর্ষদের নির্ধারিত সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন হলে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। স্কুলগুলিকে সতর্ক করে এবার চিঠি পাঠাল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বাইরের কোনও সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে কোনওরূপ পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। পর্ষদের গাইডলাইন মেনেই টেস্ট পরীক্ষা নিতে হবে। শুধু তাই নয় পরীক্ষার হয়ে যাওয়ার পরও মানতে পর্ষদের নির্দেশ। টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শেষ হলেই পর্ষদের ইমেইল আইডিতে পাঠাতে হবে। রাজ্যজুড়ে পর্ষদ অনুমোদিত স্কুল গুলিকে আগাম সতর্কবার্তা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য খরচও বাড়াতে চলেছে বোর্ড। চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ছাত্র পিছু ১০ টাকা করে স্কুলগুলিকে দেবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রত্যেকটি স্কুলকে নোটিস পাঠিয়ে জানিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে? ইন্ডিয়া জোটের ভিতরে-বাইরে এখন এটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই এগোচ্ছে শাসক ও বিরোধী দলগুলি। কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি সরকারকে হঠাতেই তৈরি হয়েছে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া। এই জোট নিয়েই এখন যাবতীয় আলোচনা-জল্পনা। বিরোধী জোটে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা নিয়েই তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে উঠে আসছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নাম। তবে ইন্ডিয়া জোটের বাকি সদস্যরা নীতীশ কুমার-কে প্রধানমন্ত্রীর মুখ হিসাবে মানতে রাজি হবেন কি না, তা নিয়ে বিস্তর সংশয় রয়েছে। গত ৩১ আগস্ট, ১ সেপ্টেম্বর মুম্বইতে ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় বৈঠক হয়েছিল। ওই বৈঠকে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়। একাধিক কমিটি, সাব-কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু পটনা, বেঙ্গালুরু ও মুম্বই বৈঠকের পরও ইন্ডিয়া জোটে মূল প্রশ্ন এটাই যে জোটের প্রধানমন্ত্রী মুখ কে হবেন? ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতারা যৌথ নেতৃত্বের কথা বললেও, নীচু স্তরের নেতা-কর্মীরা নিজেদের দলের নেতার জন্যই ব্যাটিংয়ে ব্যস্ত। ইতিমধ্যেই আরজেডি ও জেডিইউ-র মধ্যে নীতীশ কুমারকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আরজেডি নেতারা ফুলওয়ারি শরিফে চাদর চড়িয়ে নীতীশ কুমারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রার্থনাও করেন। আরজেডি-র জেডিইউকে সমর্থন করতে সমস্যা নেই। তাদের কথা, বিহার থেকে কাউকে প্রধানমন্ত্রী করা উচিত। নীতীশ কুমার যোগ্য প্রার্থী। যদিও ইন্ডিয়া জোটসঙ্গী আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরীবাল আবার বলেছেন যে কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে নয়, এমন এক ব্যবস্থা করা উচিত যেখানে ১৪০ কোটি মানুষই প্রধানমন্ত্রী হবেন। নীতীশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নকে আবার কটাক্ষ করেছেন পুরনো সঙ্গী তথা ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। তিনি বলেন, ‘‘যাদের লোকসভায় একজনও সাংসদ নেই, তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।’’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংও কটাক্ষ করেছেন। অন্যদিকে, আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরীবাল যে দেশের ১৪০ কোটি জনগণকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা বলেছেন, তা বাস্তবে অসম্ভব। অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী মুখ নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন কেজরীবাল। তবে, প্রধানমন্ত্রী প্রার্থীর

বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে না পারাটাই ইন্ডিয়া জোটের বিতর্কের একমাত্র কারণ নয়। এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলোর এখনও সমাধান হয়নি। এরমধ্যে অন্যতম হল আসন ভাগাভাগি। সম্প্রতিই মধ্য প্রদেশে ইন্ডিয়া জোটের যৌথ সমাবেশ ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই বৈঠক বাতিল হয়। এরপরই জোটের পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। আরও একটি সমস্যা হল, জাতিসুমারি নিয়ে জোটের অন্দরে মতবিরোধ। বিভিন্ন রাজ্যেও ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীদের মধ্যে তীব্র বিরোধ চলছে। পঞ্জাব ও দিল্লিতে আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেসের বিরোধ বেধেছে। পঞ্জাবে কংগ্রেস জানিয়েছে, তারা ১৩টি আসনেই প্রার্থী দেবে। দিল্লিতেও ৭টি লোকসভা আসনেই একা লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রস। আপ কংগ্রেসের এই আচরণে বেজায় চটেছে। অন্যদিকে, একই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গেও। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্রমাগত আক্রমণ করছেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সম্প্রতিই মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফর নিয়ে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন। অধীরকে আবার সংযত হওয়ার পাঠ দিয়েছেন এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার। অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোটের বাকি সদস্যগুলির সমস্যা না থাকলেও, তৃণমূল আপত্তি জানিয়েছে জাতিভিত্তিক জনসুমারি নিয়ে। তামিলনাড়ুতেও সনাতন ধর্ম নিয়ে ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিনের বিতর্কিত মন্তব্যের পর কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোটে বেশ কিছু দল, বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ অস্বস্তি বাড়াতে পারে। মূলত সমস্যা কংগ্রেসকে নিয়েই। বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি ছাড়াও একাধিক আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে বিরোধ রয়েছে কংগ্রেসের। ইন্ডিয়া জোটে সামিল হওয়ার পর তাদের সঙ্গেই সমঝোতা করতে হচ্ছে। যেমন, আগে উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে লড়াই ছিল কংগ্রেসের। এখন তারা জোটসঙ্গী। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে জোট বেধেছিল বাম ও কংগ্রেস। এবার লোকসভা নির্বাচনের জন্য তারা তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি নয়। দিল্লি, পঞ্জাবেও আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেসের বিরোধ চরমে। গুজরাটের বিজেপির পাশাপাশি আপের সঙ্গে লড়ছে কংগ্রেস। হিমাচল প্রদেশেও আপ যেভাবে ক্ষমতা বাড়াচ্ছে, তাতে অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস। গোয়াতেও একই অবস্থা। সামগ্রিকভাবে, ইন্ডিয়া জোটের পথ কাঁটায় ভরা। এই মুহূর্তে অনেক সংকট রয়েছে জোটের, এই সংকটগুলি কাটিয়ে উঠতে তাদের অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। এদিকে, লোকসভা নির্বাচনের আগে কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি। তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে-র সঙ্গে জোট ভেঙেছে। পঞ্জাবে অকালি দলকে ছাড়াই লোকসভা নির্বাচনে লড়তে হবে। এরমধ্যে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে শুধু কর্নাটকে। সেখানে জেডিএস এনডিএ জোটে যোগ দিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে শাসক না বিরোধী দল, কারা মাইলেজ পায়, তাই-ই এখন দেখার।

খালেদা জিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক, বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি পরিবারের

ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি খালেদা জিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ৭৮ বছর বয়সী খালেদা জিয়া গত ৫০ দিন ধরে রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি। তাঁর চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিবার। এই জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেলেই খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হবে বলে গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে। তিনি লিভার সিরোসিসে ভুগছেন। পরিবার তাকে জার্মানিতে নিয়ে যেতে চায়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরের হাসপাতালগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার ছোট ভাই মেজর (অব.) সাঈদ ইস্কান্দারকে উদ্ধৃত করে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৫ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আবেদন করা হয়েছে। পরিবার বলছে তাকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করতে হবে। সৈয়দ ইস্কান্দার বলেন, আমরা মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া আশা করছি। খালেদা জিয়ার জরুরি

ভিত্তিতে অত্যাধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। এই চিকিৎসা শুধুমাত্র বিদেশী পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ এ জেড এম জাহিদ হুসেনকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে তিনি গুরুতর অসুস্থ এবং তার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সহ অবিলম্বে উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এটা সম্ভব নয়। লিভার সিরোসিসের কারণে তার হার্ট ও কিডনিতে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সে শ্বাস নিতে পারছে না। পেট সংক্রান্ত সমস্যা বেড়েছে। খালেদা জিয়ার জীবন সঙ্কটজনক। অবিলম্বে খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মির্জা ফখরুল সম্প্রতি ঢাকায় জার্মান দূতাবাসের চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স জ্যান রল্ফ জানোস্কির সঙ্গে দেখা করেন। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পেয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিগগিরই আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। উল্লেখ্য, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ২০১৮ সালের ফেবয়যারিতে কারাবন্দি হওয়ার পর খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। প্রায় দুই বছর জেলে কাটিয়েছেন তিনি। এরপর করোনা মহামারীর জন্য শর্তসাপেক্ষে মুক্তি পান। তারপর থেকে, তার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তার মুক্তির সময় প্রতি ছয় মাস বাড়ানো হয়েছে।

ইন্দোরে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান, উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

ইন্দোর, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর ইন্দোর এখন মেট্রো সিটিতে পরিণত হতে চলেছে। শনিবার বিকেলে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান হয়। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বিকেল ৫ টায় শহরের গান্ধীনগর মেট্রো ডিপোতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ইন্দোর মেট্রো ট্রায়াল রানের পতাকা যাত্রা শুরু করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন নগরোন্নয়ন ও আবাসন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং। জনসংযোগ আধিকারিক মহিপাল অজয় জানিয়েছেন, ইন্দোরে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান হবে ৬ কিলোমিটার। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান ট্রেনটিকে ফ্ল্যাগ অফ করেন এবং ভ্রমণ করেন। গান্ধীনগর ডিপোতে তৈরি গম্বুজে ছয় হাজার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য মানুষ অংশ নেন। জানা গিয়েছে, মেট্রো ট্রেনে তিনটি কোচ থাকবে। এর মোট যাত্রী ধারণক্ষমতা হবে ৯০০ জন। ভবিষ্যতে, ইন্দোরে ২৫টি মেট্রো ট্রেন চলবে, যা প্রায় সাত লক্ষ যাত্রী বহন করবে। স্থানীয় সাংসদ শঙ্কর লালওয়ানি ইন্দোরের জনগণকে উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানটিতে দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছেন, এটি আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে রাজ্যে প্রথম আমাদের শহরে মেট্রো চালু হতে

চলেছে। তিনি বলেন, ইন্দোরে নতুন ইতিহাস লেখা হচ্ছে। এই ইতিহাসের সাক্ষী হতে হবে সবাইকে। এছাড়াও শনিবার বিকেল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী চৌহান ইন্দোরে আয়োজিত একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন। তিনি এখানে মেট্রো ট্রায়াল রানের পতাকা উন্মোচন করেন। এরপর তিনি লাভকুশ মোড়ে আয়োজিত উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী চৌহান নন্দনগরে আইটিআই ভবন এবং মা কঙ্কেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি এমওজি লাইনে অবস্থিত রেডক্রস সোসাইটি পরিচালিত হাসপাতালের উদ্বোধন, প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে ল্যাপটপ বিতরণ, রেট্রোফিটিং স্কুটার বিতরণ এবং অ্যানিস্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধনে অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী এখানে পিপলিয়ানায় আন্তর্জাতিক সুইমিং পুলেরও উদ্বোধন করেন। এরপর ইন্দোর থেকে ভোপালের উদ্দেশে রওনা হন তিনি।

সোমালিয়ায় চায়ের দোকানে আত্মঘাতী হামলা, নিহত সাতজন

মোগাদিশু, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে চায়ের দোকানে আত্মঘাতী হামলায় অন্তত সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। এই চায়ের দোকানটি রাষ্ট্রপতি ভবনের কাছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, সোমালিয়ার রাজধানীতে একটি চায়ের দোকানে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী বিস্ফোরণ ঘটায়। এ হামলায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। পুলিশের মুখপাত্র সাদিক দুদিশে জানিয়েছেন, শুক্রবার মধ্য সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে একটি চায়ের দোকানে বিস্ফোরণ ঘটে। নিহতরা সবাই চা পান করে সময় কাটাচ্ছিলেন। এই দোকানে প্রায়ই সোমালি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এবং বিশিষ্ট নাগরিকরা চা পান করতে আসেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আল-কায়েদা-সংশ্লিষ্ট আল-শাবাব গ্রুপ হামলার দায় স্বীকার করেছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

শনিবার ১৩ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, , ইংরেজী ১ অক্টোবর ২০২৩, ৫৩৭ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৪, সৌর ১৪ আশ্বিন, চান্দ্র ১৭ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৬ আশ্বিন ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ৯ আশ্বিন ১৯৪৫, মৈতে ১৭ লাংবন, আসাম ১৩ আহিন্, মুসলিম ১৬-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৫ হিজরী, সূর্য উদয়- সকাল ০৫৩০০৯ এবং অস্ত- বিকাল ০৫,২১,৫৭। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৬০৯৪৯(৩০) এবং অস্ত সকাল ০৭০৯৪৮(১)। কৃষ্ণ পক্ষ। তিথি দ্বিতীয়া (ভদ্রা) দুপুর ঘ ০০০৯০০ দং ১৬৩৬৫ পর্যন্ত নক্ষত্র অশ্বিনী রাত্রি ১১০৩৫০ দং ৪৩৫৩১০ পর্যন্ত পরে ভরণী করণ গর দুপুর ঘ ০০০৯০০ দং ১৬৩৬৫ পর্যন্ত পরে বণিজ রাত্রি ১১২০৪৪ দং ৪৪৩৫২৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টি যোগ ব্যাঘাত সন্ধ্যা ঘ ০৫২৫০৪ দং ২৯৪৬১৫ পর্যন্ত পরে হর্ষণ অমৃতযোগ দিন ০৬১৭৪২ থেকে - ০৮৪০০৩ পর্যন্ত, তারপর ১১৪৯৫২ থেকে - ০২৫৯৪১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭৪৭৪১ থেকে - ০৯২৪৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১১৫২৫ থেকে - ০১২৭৩১ পর্যন্ত, তারপর ০২১৬২৩ থেকে - ০৫৩০১৪ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৩৪৭০৮ থেকে - ০৪৩৪৩৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৩৪৭০৮ থেকে - ০৪৩৪৩৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩০৪৩৬ থেকে - ০৩৫৩০৯ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০৯৫৭১০ থেকে - ১১২৬০৯ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১২৬০৯ থেকে - ১২৫৫৫৭ পর্যন্ত। কালরাত্রি ১২৫৭১০ থেকে - ০২২৮১১ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৫১৩৩৯৪২ (১৩) ২ পদ, চন্দ্র ০১৫৪৯৪৮ (২) ১ পদ, মঙ্গল ৫২৭২৩৪৯ (১৪) ২ পদ, বুধ ৫১২৭৩৭ (১২) ২ পদ,বৃহস্পতি ০২১২২১৫ (২) ৩ পদ, শুক্র ৩২৭৫৪১৯ (৯) ৪ পদ,শনি ১০৩৪২৩ (২৩) ৪ পদ, রাহু ০৩৪৭৫৮ (১) ২ পদ, কেতু ৬৩৪৭৫৮ (১৪) ৪ পদ,বৃহস্পতি বক্রি,শনি বক্রি, লগ্ন- কন্যা রাশি সকাল ০৬৪৩৩৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৮৫৭৪৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১১১৩৩৩ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০১১৮৫২ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০৩০৫৪৬ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ-কর্মস্থানে নতুন যোগাযোগ আসতে চলেছে। শেয়ার বা লটারিতে এখনই মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ করবেন না। ব্যবসায়ীদের এই সময় বকেয়া টাকা আদায়ের যোগ লক্ষ্য করা যায়।

বৃষ-গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় এই রাশির জাতক-জাতিকাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হবে। ছোট ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পরিচালনায় ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভর করবেন না।

মিথুন-কর্মোন্নতির বাধা এই সময় কেটে যাবে। চাকরি পরিবর্তনের সুযোগ আসবে। সন্তানের কর্মপ্রাপ্তির জন্য মানসিক প্রশান্তি।

কর্কট- শুরুতে কাউকে এমন কোনোও প্রতিশ্রুতি দেবেন না। যা ভবিষ্যতে পূরণ করতে সমস্যায় পড়তে হবে।

সিংহ-এই রাশির জাতক-জাতিকাদের সচেতন থাকতে হবে। ব্যবসায় সাময়িক মন্দাভাব থাকলেও বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন।

কন্যা-কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ার ফলে কর্মোন্নতি। এই সপ্তাহে পেশাগত দিক জাতকের ভালো যাবে। তবে পারিবারিক জীবনে কিছু সমস্যা থাকবে।

তুলা-এই সময় অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুর জন্য উন্নতিতে বাধা। স্বাধীন পেশার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি শুভ।

বৃশ্চিক- শুরুতে পারিবারিক সম্পত্তি থেকে আয় হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের বৈবাহিক সম্পর্কে বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে।

ধনু-আর্থিক লেনদেন নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। কর্মরত মহিলাদের জন্য সপ্তাহটি শুভ।

মকর-মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করার চেষ্টা করুন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়বেন না।

কুম্ভ-এই রাশির জাতক-জাতিকাদের পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় ধীরে ধীরে সময় ভালোর দিকে যাবে।

মীন-এই রাশির গ্রহ সন্নিবেশ অনুযায়ী সপ্তাহের শুরুতে আর্থিক উন্নতি লক্ষ্য করতে পারবেন।

‘এক তারিখ, এক ঘন্টা, এক সাথ প্রচারাভিযানের ঘোষণা’

মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক স্বচ্ছতা হি সেবার অধীনে এক তারিখ, এক ঘন্টা, এক সাথ প্রচারাভিযানের ঘোষণা করেছে। পয়লা অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশনের নয় বছর পূর্তি উদযাপন করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক। এক ঘন্টায় ২৯,০০০-এরও বেশি অনুষ্ঠান পরিবেশিত হওয়ার কথা। এই অনুষ্ঠানগুলি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ওয়ান স্টপ সেন্টার এবং এনআইপিসিসিডি-এর অফিসগুলির মাধ্যমে সংগঠিত হবে। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ইভেন্টে ১৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করবে। পরিচ্ছন্নতা অভিযানটি প্রধানত রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির গ্রামীণ এবং শহর উভয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে। যেমন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বাস স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, সমুদ্র সৈকত, পর্যটন স্থান, নদীর ধারের কাছাকাছি, প্রভৃতি স্থানে। এটি উল্লেখযোগ্য যে স্বচ্ছ ভারত মিশন আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের একটি বড় উদ্যোগ। এটির নাম দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছতা হি সেবা, ২০২৩। অভিযানটি শুরু হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত হওয়ার কথা হবে ২ অক্টোবর। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক পরিচ্ছন্নতার প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা ফলেই এই অভিযান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ক্রমাগত বাড়ছে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা, উদ্বিগ্ন প্রশাসন

রাঁচি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডে ক্রমাগত বাড়ছে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা। যার জেরে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। ইতিমধ্যে, রাজ্যের পূর্ব সিংভূম জেলা ডেঙ্গুর হটস্পট হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে রাঁচি চিকুনগুনিযার হটস্পট। জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত, রাজ্য জুড়ে ১৫৪৩ জন ডেঙ্গু রোগী এবং ২৪০ জন চিকুনগুনিয়া রোগী পাওয়া গেছে। পূর্ব সিংভূম জেলায় এখনও পর্যন্ত ৭৭৩৫ জন সন্দেহভাজন ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৮৯১ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এই জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। যেখানে সাহেবগঞ্জে ২০২, সেরাকেলায. ১০৯, রাঁচিতে ৬৯, হাজারিবাগে ৪৩, দুমকায় ৫১, ধানবাদে ৪০, দেওঘরে ২৭, চাতরায় ১৪, পাকুড়ে ১৬, পশ্চিম সিংভূমে ১৭, সিমডেগায় ৪, খুন্টি-গিরিডিতে ১৯ জন এবং

বোকারো জেলায় ৫ জন রোগী পাওয়া গেছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ২৯৪৮৩৭টি বাড়িতে সমীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৯৩৩টি বাড়িতে ডেঙ্গুর লার্ভা পাওয়া গেছে। জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ৫২০২ সন্দেহভাজন চিকুনগুনিয়া রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২৪০ জনের চিকুনগুনিয়া নিশ্চিত হয়েছে। রাঁচিতে ১২৮১ সন্দেহভাজন রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৬২ জনের চিকুনগুনিয়া নিশ্চিত হয়েছে। যেখানে পূর্ব সিংভূমে ২১৯০ সঃে দহভাজন রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫৬ জনের চিকুনগুনিয়া নিশ্চিত হয়েছে। দেওঘরে ১০ জন, গোড্ডায় ৮ এবং লোহারদাগায় ৮ জন রোগী পাওয়া গেছে। শুক্রবার রাত পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ৪১ জন ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পূর্ব সিংভূমে ১৯ জন, পাকুড়ে পাঁচজন, চাত্রায় সাতজন, ধানবাদে চারজন, দুমকায় তিনজন, হাজারীবাগে একজন এবং সিমডেগায় দুজন রোগী পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুসারে, রাজ্যে ৬০ জন সক্রিয় ডেঙ্গু রোগী রয়েছে।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই ২৪ ঘন্টায় দেশে সুস্থ ৬৩ জন

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ জন, যা আগের দিনের তুলনায় কম। শুক্রবার সারাদিনে কোনও প্রাণহানি হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৪৪ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৬,৩০৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮২ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২৩,৪২৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭১,৫৮৭-তে পৌঁছেছে। এদিকে আবার বিভিন্ন রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে। তার জন্য প্রশাসনের তরফে নানা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকের জন্য ’সংকল্প সপ্তাহ’ কর্মসূচি চালু প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভারত মন্ডপমে দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকগুলির জন্য ’সংকল্প সপ্তাহ’ নামে সপ্তাহব্যাপী একটি অনন্য অনুষ্ঠান চালু করেছেন। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক প্রোগ্রাম পোর্টালও চালু করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধনও করেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন ভারতের সেরা ১০টি কর্মসূচির তালিকায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা হবে। এই কর্মসূচি দেশের ১১২টি জেলার ২৫ কোটিরও বেশি মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। অনুষ্ঠানটির জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির সাফল্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচির ভিত্তি তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, উচ্চাকাঙ্খী ব্লক প্রোগ্রামটি একটি বিশাল সাফল্য নিয়ে আসবে। এর কারণ হল এই প্রকল্পটি নজিরবিহীন, কিন্তু এরজন্য কাজ করা মানুষজনও অসাধারণ। অনুষ্ঠানে ৩ জন ব্লক স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথোপকথনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল স্তরে যারা কাজ করছেন তাদের মনোবল বহুগুণ বেড়েছে। সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সব অংশ ও অঞ্চলের যত্ন নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত দফতরের সচিবদের রাজ্যের দ্রুত উন্নয়ন এবং পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিকে সাহায্য করতে দুটি নতুন নির্দেশ দেন।

বাক স্বাধীনতা আমাদের অন্য কোনও দেশের কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন নেই ঃ কানাডাকে আক্রমণ বিদেশমন্ত্রীর

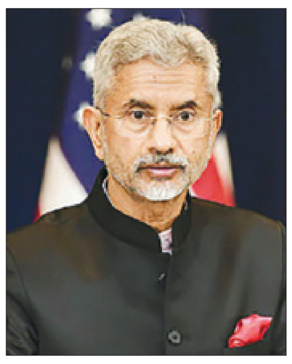

ওয়াশিংটন, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বাক স্বাধীনতা কী, আমাদের অন্য কোনও দেশের কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন নেই। পাঁচদিনের মার্কিন সফরে গিয়ে বিদেশের মাটি থেকে শনিবার কানাডাকে এভাবেই আক্রমণ করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, আমরা গণতন্ত্রে বাস করি। বাক স্বাধীনতা কী, তা আমাদের অন্য কোনও দেশের কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন নেই। আমাদের মনে হয় না বাক স্বাধীনতা কোনও ধরনের হিংসায় উসকানি দিতে পারে না। আমাদের কাছে তা স্বাধীনতার অপব্যবহার, স্বাধীনতা রক্ষা নয়। সান ফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় কনসুলেটে বসে বিদেশমন্ত্রী কানাডায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের খালিস্তানি হুমকি দেওয়া প্রসঙ্গেও কথা বলেন। তিনি বলেন, আপনারা যদি আমার জায়গায় থাকতেন, তবে কী করতেন? যদি আপনাদের দূতাবাসে, আপনাদের রাষ্ট্রদূতদের হুমকি দেওয়া হত, তাহলে আপনারা কী করতেন? খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের মৃত্যু ঘিরেই ভারত ও কানাডার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। সেই প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী আরও জানান, নিজ্জরের মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক ও তার জেরে দুই দেশের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে ভারত ও কানাডা পারস্পরিক আলোচনা করবে। মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিনকেন ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভানের কাছেও তিনি ভারত-কানাডার দ্বিপাক্ষিক দূরত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন বলে জানান। তিনি বলেন, আমরা আলোচনার দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, এমন নয়। তবে আমাদেরও সুযোগ দিতে হবে, যার দিকে আশাবাদী থাকতে পারি। যদি ওরা আমাদের সঙ্গে তথ্য ভাগ করে, তবে আমরাও সেই বিষয়টি দেখতে পারি।

ভোপালের আকাশে বীরত্ব প্রদর্শন ভারতীয় বিমান বাহিনীর

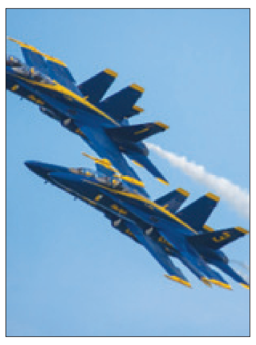

ভোপাল, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় বিমান বাহিনী রাজধানী ভোপালের বাদা তালাবের উপর আজ তাদের বীরত্বের প্রদর্শন করেছে। এয়ার শোতে স্টান্ট প্রদর্শন করল ভারতীয় বায়ুসেনা। শনিবার ভারতীয় বিমান বাহিনী ভোপালের বাদা তালাবের উপর তাদের বীরত্বের নির্দশন দেখিয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনার ৯১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মরণে বাদা তালাবের বোট ক্লাব এলাকায় আকাশে উড়েছে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মাঙ্গুভাই প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ছাড়াও বিমানবাহিনীর আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। এয়ার শো দেখতে সকাল থেকেই বোট ক্লাবে বহু মানুষ ভিড় জমেয়েছিল। শনিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ অনুষ্ঠান শুরু হয়। এয়ার শোতে, তেজস, আকাশ গঙ্গা, চিনুক, রুদ্র, বাদল, শমসের, ত্রিশূল, সারং, জাগুয়ার, সূর্য কিরণের মতো বিমান ও হেলিকপ্টারগুলি তাদের বীরত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রদর্শন করেছে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সারাদেশ থেকে প্রায় ৪০০ পাইলট, বিমানবাহিনীর আধিকারিক সহ বহু কর্মচারী উপস্থিত হয়েছিলেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সংবর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, হগলি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ হরিপাল লোক মঞ্চে অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে পবিত্র শিক্ষক দিবসে হরিপাল এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনা দেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়িকা করবি মান্না, সিডিপিও সায়ন বেরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন। এই মহান শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানে মহান শিক্ষক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর জীবনী নিয়ে আলোকপাত করা হয় ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ,সততা ও নিষ্ঠার মূল্যায়ন আহ্বান জানানো হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি শ্রী রঞ্জন ধারা প্রমুখ।

মহারাজা অগ্রসেনের জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হবে ১৫ অক্টোবর

রাঁচি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মহারাজা অগ্রসেনের জন্মবার্ষিকী পালিত হবে ১৫ অক্টোবর। আগরওয়াল সভা ওইদিন মহারাজা অগ্রসেনের জন্মবার্ষিকী ও বার্ষিক উৎসব উদযাপন করবে। আগরওয়াল সভার সভাপতি নন্দ কিশোর পাটোদিয়া শনিবার জানিয়েছেন, উৎসবটি পয়লা অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৫ অক্টোবর সমাপ্ত হবে। মহারাজা অগ্রসেন ভবনে পয়লা অক্টোবর প্রশ্ন মঞ্চ, একক নৃত্য, যুগল নৃত্য, দলগত নৃত্য ও অভিনব পোশাক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২ অক্টোবর, আগরওয়াল সভার প্রতিষ্ঠা দিবস। এছাড়াও জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মবার্ষিকীও রয়েছে। সেইসব উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং প্রাক্তন মন্ত্রীদের সঙ্গে সমাজের প্রবীণদেরও সম্মানিত করা হবে।

রুশ নির্বাচন কমিশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইংল্যান্ড

লন্ডন, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ইউক্রেনের দখল করা অঞ্চলগুলোতে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে আয়োজিত গণভোটের সঙ্গে জ।তি রুশ কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইংল্যান্ড। শুক্রবার এই নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয় লন্ডন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হাজারেরও বেশি রুশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা দিল দেশটি। ইংল্যান্ডের অভিযোগ ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা হুমকির মুখে ফেলতে এবং দখল করা অঞ্চলগুলো রাশিয়ার অংশ বানাতেই ওই গণভোটের আয়োজন করা হয়েছিল যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাশিয়ার ১১ কর্মকর্তা ও দেশটির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের (সিইসি) ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন নিষেধাজ্ঞায় রয়েছেন, সিইসির প্রধান মারিনা জাখারোভা, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নাতালিয়া বুদারিনা এবং খেরসন আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান আন্দ্রেই আলেকশেঙ্কো। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় ১১ জনের সবার বিদেশে থাকা সম্পদ জব্দ করা হবে। ইউক্রেনের খেরসন, জাপোরিঝঝিয়া, দোনেস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল নিজেদের দখলে আসার পর গত বছর অক্টোবরে সেখানে গণভোটের আয়োজন করে রাশিয়া। এই চার অঞ্চলসহ ২০১৪ সালে দখল করা ক্রিমিয়ায় সম্প্রতি আবারও ভোটের আয়োজন করে দেশটি। ১০ সেপ্টেম্বর ওই ভোট শেষ হয়েছে। এসব গণভোটের জয় পাওয়ার দাবি করেছে ক্রেমলিন।

লাপুংয়ে শুটআউটে নিহত এক যুবক

রাঁচি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার গভীর রাতে ঝাড়খন্ডের লাপুং থানা এলাকার হুলসু গ্রামে দুস্কৃতীদের গুলিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর আহত আরও এক যুবক। তথ্য অনুযায়ী, দুস্কৃতীরা রাজেশ ও সন্দীপের ওপর গুলি চালায়। গুলিতে ঘটনাস্থলেই রাজেশ মারা যায় এবং সন্দীপ গুরুতর আহত হয়। ঘটনার পর আশঙ্কাজন অবস্থায় সন্দীপকে দ্রুত রিমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। শনিবার এসপি মনীশ টপ্পো জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভারী বর্ষণে নিউইয়র্ক সিটিতে বন্যা, জরুরি অবস্থা জারি

নিউইয়র্ক, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রবল বৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। এতে শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক, স্কুল, সাবওয়ে স্টেশনসহ অনেক অঞ্চল তলিয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে শহরটিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। বন্যয় আটকে পড়া মানুষদের উঁচু এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার লাগার্দিয়া বিমান বন্দরের একটি টার্মিনাল বন্ধ রাখা হয়। এছাড়া শহরের অনেক সাবওয়ে, রাস্তাঘাট ও প্রধান সড়ক জলে তলিয়ে গেছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একদিনে প্রায় ৮ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪৮ সালের পরে এটি ছিল রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি। ব্রুকলিনে এক মাসে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তা মাত্র তিন ঘণ্টায় হওয়ায় শহরের এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির প্রধান জলবায়ু কর্মকর্তা রোহিত আগারওয়ালা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার ধরণটি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আমাদের

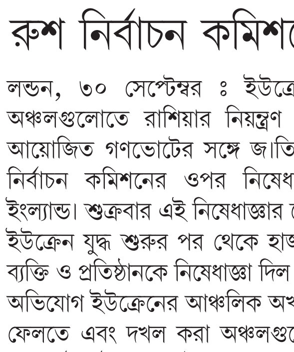

অবকাঠামো যতোটা নিতে পারবে জলবায়ু তার চেয়ে অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হচুল শুক্রবার সকালে নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড এবং হাডসন ভ্যালিতে বন্যার সবচেয়ে ভযাবহ পরিস্থিতির জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। সেখানের বাসিন্দাদের তিনি সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শহরের অবস্থা বিপজ্জনক এবং জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ।

এদিকে বন্যার কারণে বিভিন্ন সাবওয়ে লাইনের পাশাপাশি মেট্রো উত্তর কমিউটার ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথোরিটি। শহরের অন্তত চারটি সাবওয়ে লাইন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আংশিক স্থগিত করা হয়েছে আরও ১২টি লাইন। বিভিন্ন সড়ক বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ। নিউইয়র্কে মূলত সপ্তাহখানেক ধরেই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, নিউ ইয়র্ক সিটিতে এই মাসে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে। আর ১৮৮২ সালের পর থেকে এটি সবচেয়ে আর্দ্র সেপ্টেম্বরে পরিণত হয়েছে।

নবরূপে চারুলতা

বিনয় সিংহ রায়, হগলি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ হুগলির ধনেখালী সিনেমা তলায় গড়ে উঠলো নতুন ভবনে নতুন ভাবে চারুলতা চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র । এই চিকিৎসা কেন্দ্র উন্নত পরিষেবা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ও চিকিৎসা কেন্দ্রটি দক্ষ চক্ষু চিকিৎস দ্বারা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি। প্রতিশ্রুতি দায়িত্ব নিয়ে চারুলতা চুক্তি চক্ষু চিকিৎসালয়ের পক্ষে বলেন অভিক মাঝি । এটি উদ্বোধন করেন আরামবাগ লোকসভার সাংসদ সদস্যা অপরূপা পোদ্দার , ধনেখালির বিধায়িকা অসীমা পাত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ,গত ১৫ ই আগস্ট এই চিকিৎসালয়ের শুভ সূচনা হয়।

ডেঙ্গু বিজয় অভিযানে প্রচারের কাজে প্রত্যেক ওয়ার্ডের সকল রেজিস্ট্রার্ড ক্লাবগুলোকে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে অনুদান

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ডেঙ্গু বিজয় অভিযানে প্রচারের কাজে প্রত্যেক ওয়ার্ডের সকল রেজিস্ট্রার্ড ক্লাবগুলোকে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে অনুদান দেবে হাওড়া পৌরনিগম। এর পাশাপাশি আগামী ৮ অক্টোবর হাওড়া পৌরনিগমের সব ওয়ার্ডে হবে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা র‍্যালি। যাতে ক্লাব সংগঠনগুলো যুক্ত হবে। শনিবার সকালে হাওড়া পৌরনিগমের উদ্যোগে শরৎ সদনে এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, হাওড়ার ক্লাব সংগঠনগুলো সারা বছর ধরেই বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকেন। ডেঙ্গু সচেতনতায় পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত হাওড়ার প্রত্যেক ক্লাবের সহযোগিতা আমরা চাইছি। ডেঙ্গুর প্রচারের কাজে প্রত্যেক ক্লাবকে সাড়ে তিন হাজার টাকা করে অনুদান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা দেব। ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে ক্লাবগুলো পুরনিগমের নির্দেশিকা সম্বলিত ফ্লেক্স তৈরি করবে। তাতে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের নাম উল্লেখ করা থাকবে। এছাড়া আগামী ৮ অক্টোবর গোটা পুরনিগম এলাকায় আমরা একটা কর্মসূচি নিয়েছি যেখানে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ডেঙ্গু সচেতনতা র‍্যালি হবে। ক্লাব সংগঠনগুলো তাতে অংশ নেবে। এছাড়া ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচারে যে ফ্লেক্সগুলো তৈরি করা হবে ক্লাবগুলো তা ডিসপ্লে করবে। ক্লাবে পুজো প্যান্ডেল থাকলে ওই ফ্লেক্সগুলো এমন স্থানে ডিসপ্লে করতে হবে যাতে তা আগত দর্শনার্থীদের নজরে আসে। এছাড়া ডেঙ্গু বিজয় অভিযানে বেস্ট পারফরম্যান্স এর জন্য ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে। মধ্য হাওড়া, শিবপুর, হাওড়া উত্তর এবং হাওড়া দক্ষিণ চার বিধানসভা কেন্দ্র ধরে এরজন্য ফর্ম দেওয়া হবে। তা পূরণ করে জমা দিতে হবে। এদিন হাওড়া পৌরনিগমের উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী প্রস্তাব দেন, যে সমস্ত ক্লাব সংগঠন ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচারে যুক্ত হবেন তাদের পৌরনিগমের উদ্যোগে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। প্রসঙ্গত, হাওড়া পৌরনিগমে ডেঙ্গু বিজয় অভিযান ক্লাবের সঙ্গে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় শনিবার সকালে পুজোর আগে হাওড়ার প্রায় ৪০০ ক্লাব সংগঠকের সঙ্গে নিয়ে ডেঙ্গু মোকাবিলায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ার শরৎ সদনে ১

নম্বর হলো। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরূপ রায়, জেলাশাসক দীপাপ প্রিয়া পি, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, হাওড়ার সিএমওএইচ ডাঃ নিতাই চন্দ্র মন্ডল, হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, পুর কমিশনার ধবল জৈন সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন হাওড়ার সিএমওএইচ ডাঃ নিতাই চন্দ্র মন্ডল বলেন, ডেঙ্গু বেড়েই চলেছে। এর মোকাবিলায় ক্লাবগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি পুরনিগমের ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করছেন। মশার লেবার রুম আমরা নিজেরাই তৈরি করে থাকি। সামান্য জলেই মশার আঁতুড়ঘর। সচেতন হলেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। মশার বংশবৃদ্ধির জন্য আমাদের অসচেতনতাই দায়ী। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, ডেঙ্গু মোকাবিলায় অভিনব এই মিটিং। ডেঙ্গুর প্রকোপ এবার হাওড়ায় অনেক কম। ৪০০ ক্লাবের প্রতিনিধিদের এদিন ডাকা হয়েছে। আমরা আরও সচেতন হলে ডেঙ্গুর প্রকোপ কোথাও বাড়তে না। ক্লাবের কর্মকর্তারা আজকে এসেছেন। তাঁরা যদি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে প্রচার করেন তাহলে আরও ভালো হবে। প্রত্যেক বাড়ির প্রত্যেক সদস্যকে এবিষয়ে সচেতন করতে হবে। এদিন হাওড়া জেলাশাসক দীপাপ প্রিয়া পি বলেন, ডেঙ্গু নিয়ে ঢিলেঢালা মনোভাব দেখালে চলবে না। মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর বা পুরনিগমের স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে আগামী পুজোর দিনগুলোতে আমাদের ভালো কাটবে।

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার কম মেট্রো ট্রেন চলবে শহরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। গান্ধী জয়ন্তীতে সরকারি ছুটি থাকায় সোমবার অনেক কম মেট্রো চলবে শহরে। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ লাইনে উভয় রুটেই অনেক কম মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। সাধারণ দিনগুলিতে দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে ২৮৮টি মেট্রো পরিষেবা চালু থাকে। আগামী সোমবার তা কমে যাবে ২৩৪টি পরিষেবায়। আপ-ডাউন মিলিয়ে ২৩৪টি মেট্রো ছুটবে ওই দিনে। একইভাবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো লাইনেও অনেক কম মেট্রো চলাচল করবে। সাধারণ দিনগুলিতে যেখানে আপ-ডাউন মিলিয়ে ১০৬টি মেট্রো চলাচল করে সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ স্টেশনে, সেখানে ৯০টি মেট্রো চালানো হবে আগামী রবিবার। জোকা-তারাতলা রুটে কোনও মেট্রো চলবে না ওই দিন। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে আপ ও ডাউন উভয় দিকেই ১১৭টি করে মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে সারাদিনে। অন্যদিকে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো লাইনে আপ ও ডাউনে ৪৫টি করে মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। তবে প্রথম মেট্রো ও শেষ মেট্রোর সময়ের ক্ষেত্রে কোনও বদল হবে না। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ ও সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ উভয় রুটেই স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ীই প্রথম মেট্রো ও শেষ মেট্রো চলবে। সকালে দমদম থেকে কবি সুভাষের দিকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে ৬টা ৫০ মিনিটে, দক্ষিণেশ্বর থেকে ছাড়বে সকাল ৭টায়। অন্যদিকে, কবি সুভাষ থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে ৬ টা ৫০ মিনিটে এবং দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে ৬টা ৫৫ মিনিটে। একইরকমভাবে শেষ মেট্রো দক্ষিণেশ্বর থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ২৮ মিনিটে ও কবি সুভাষ (দক্ষিণেশ্বরগামী) থেকে ছাড়বে রাত সাড়ে ৯টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষের দিকে শেষ মেট্রো রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দমদমগামী শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত

৯টা ৪০ মিনিটে।ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো লাইনেও শিয়ালদহ থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে এবং সেক্টর ফাইভ থেকে ছাড়বে সকাল ৭টায়। অন্যদিকে শেষ মেট্রো শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে এবং সেক্টর ফাইভ থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। প্রথম মেট্রো ও শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও বদল না করা হলেও, মাঝে অনেকগুলি মেট্রোই চলবে না। সেক্টোরের দু'টি দিকে পরিষেবার মাঝের ব্যবধানও বাড়বে।

নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ নিম্নচাপের দরুন শনিবার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই। এদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টির জেরে কমবে তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও মঙ্গলবার থেকে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মায়ানমার উপকূলে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত বর্তমানে নিম্নচাপের রূপ নিয়েছে। এর অভিমুখ উত্তর ওডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূল। ফলে শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে পূর্ব মধ্য আরব সাগরে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। যা গোয়া এবং কঙ্কন উপকূলে অবস্থান করছে। তা শক্তি বাড়িয়ে আরও স্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমানে। রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। সোম ও মঙ্গলবারেও বজ্রবিদ্যু সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বুধবারের পর থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে পরিস্থিতি। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৯ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। অর্থা বৃষ্টিপাত একধাক্কায় অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার থেকে হালকা বৃষ্টিপাত বা।তে পারে উত্তরের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার থেকে ফের একবার ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা পার্বত্য এলাকায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগু।ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সোম এবং মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

মডেলের মাধ্যমে অভিনব পাঠদান

অভিজি হাজরা, আমতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের আমতা ১ নং ব্লকের সিরাজবাটি চক্রের আমতা আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয়. ও চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ বিষয়ে সৌরশক্তির পাঠ প্রদান করা হল একেবারে হাতে কলমে মডেলের মাধ্যমে। পাঠদান করলেন প্রধানশিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত। বিস্কুটের পেটি কেটে তৈরী করা হয়েছে একটি ঘরের মডেলে। ঐ মডেলে সৌরশক্তির একটি ছোট সৌর প্যানেল লাগানো হয়েছে যাতে বাস্তবতই সৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ও মডেল- এর ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। আলো জ্বলতে দেখে শিশু ছাত্র ছাত্রীরা খুব আনন্দে পায। মডেলে ব্যাটারিতে সৌর বিদ্যুৎ ধরে রাখার ব্যবস্থাও

আছে। মডেলের মাধ্যমে সৌরশক্তির ধারণা ও গুরুত্ব তারা সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। মডেলটি নির্মিত হয়েছে ছাত্র অর্ঘ্য দলুই এবং দুই শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত ও সৌমেন মন্ডলের সম্মিলিত প্রয়াসে। প্রদীপ বাবু জানালেন, ' সৌরশক্তি বা সোলার এনার্জি- র পাঠদানের সাথে সাথে শিশুদের বোঝানো হয় শক্তি ও সম্পদের অপচয় কিভাবে রোধ করা হবে এবং কেনই বা রোধ করা দরকার। মডেল তৈরীতে কিছু শ্রম ও সময় দিতে হলেও বা কিছু খরচ হলেও মডেলের মাধ্যমে পড়াশোনা ছাত্র ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয় এবং আনন্দ দায়ক হয়। বিষয়টি মনে তাদের সহজে গেঁথে যায়। মডেল তৈরীতে ছাত্র ছাত্রীরাও হাত লাগায়। এতে তাদের হাতে কলমে শিক্ষাও হয়। আমরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মডেলকে টি. এল.এম. হিসাবে ব্যবহার করব'।

পড়ুয়াদের গ্রহ সম্পর্কে জানানোর জন্য বসানো হলো টেলিস্কোপ জয়নগরের একটি স্কুলে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পড়ুয়াদের গ্রহ সম্পর্কে জানানোর জন্য বসানো হলো টেলিস্কোপ জয়নগরে। সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার পড়ুয়াদের বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে জানার জন্য এই প্রথম বসানো হলো টেলিস্কোপ জয়নগর শ্রী কৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।মহাকাশ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে ভারত বর্ষ। চন্দ্রযান ৩ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের মহাকাশ বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষের মহাকাশ বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়।কয়েক কোটি দূরে তারা ও নক্ষত্রদের জগতে নজর রাখছে ভারতের ইসরো। শৈশব থেকে মহাকাশের বিভিন্ন উপগ্রহ সম্পর্কে জানার জন্য এই অভিনব উদ্যোগ নিল সুন্দরবনের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার শিশুদের মহাকাশ সম্পর্কে জানার জন্য বিদ্যালয়ে বসানো হলো টেলিস্কোপ। বিদেশে বিভিন্ন স্কুলে মহাকাশ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করার জন্য টেলিস্কোপ বসানোর কথা আমরা অনেক শুনেছি। ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ সম্পর্কে নানান অজানা তথ্য জানার জন্য পড়ুয়াদের মহাকাশ সম্পর্কে অবগত করা এবং মহাকাশ বিভিন্ন নক্ষত্র ও উপগ্রহের গ্রহের উপর নজর রাখতে সুন্দরবনে এই প্রথম বসানো হলো টেলিস্কোপ। জয়নগরের শ্রীকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টেলিস্কোপ বসালো শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে পড়ুয়ারা নজর রাখতে পারবে মহাকাশে। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, চতুর্থ শ্রেণীর একটি অধ্যায় রয়েছে আমাদের আকাশ সেই অধ্যায় পড়ানোর সময় আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা দেখেছে, পড়ুয়ারা শুধু জানছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। আকাশের যে অজানা তথ্য যে বৃহস্পতি, মঙ্গল, শনি প্রকৃতি গ্রহকে। সৌর মন্ডলের এই সকল গ্রহকে চেনানোর জন্য আমরা বিদ্যালয়ের একটি টেলিস্কোপের ব্যবস্থা করেছি। এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে রাতের পড়ুয়ারা বিভিন্ন গ্রহকে তাদের নিজে চোখে দেখতে পাবে। এর ফলে পড়াশোনার মান আরো উন্নত হবে। নিজের চোখে এ সকল গ্রহকে দেখার পর পড়ুয়ারা সে সকল অধ্যায় খুব অতি সহজে নিজেদের আয়ত্তে আনতে পারবে। এর ফলে পড়াশোনার মন আরো উন্নত হবে। সুন্দরবনের এই প্রথম কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের এই টেলিস্কোপ লাগানোর পর থেকে অভিভাবক অভিভাবিকারা যেমন উফুল্ল তেমনি উফুল্ল ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের এক পড়ুয়া জানায়, এই টেলিস্কোপ এর মাধ্যমে আকাশ দেখতে আমাদের খুবই ভালো লাগে। বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এবং আমাদের স্যারেরা অতি যত্ন সহকারে সৌর মন্ডলের বিভিন্ন গ্রহকে আমাদেরকে দেখায়। আমাদের অভিভাবক অভিভাবিকা রাও রাতে আমাদের নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। আমরা বইয়ের পাতায় বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে পড়েছি কিন্তু নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেক ভালো লাগছে।

সৌরভকে লেখা খোলা চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌরভ গাঙ্গুলিকে লেখা খোলা চিঠি খোলা চিঠিতে আলোড়ন তৈরি হয়েছে নেটনাগরিকদের একাংশে। এই চিঠি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশের এক দিনের মধ্যে, শনিবার বেলা সওয়া দশটায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ৪ হাজার ৩০০, ৬৬০ ও ৭৪২। মন্তব্যের প্রায় সবই সৌরভের বিপক্ষে। সন্ময় লিখেছেন, যে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে যে স্টাইলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর খেললেন সেই ঔদ্ধত্য কার সঙ্গে দেখালেন? ভেবে দেখেছেন?

ভেবে দেখেছেন কার প্রতি দেখালেন? কার প্রতি অবিচার করলেন ভেবে দেখেছেন? নিজের নামের প্রতি? বাঙালি মননে, চিন্তনে যে লার্জার দ্যান লাইফ পোর্ট্রেট আপনি নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সেটাই ভাঙলেন না কি? যে অসংখ্য বাঙালি উত্তম কুমারের পর আপনাকে শ্রেষ্ঠ আইকন বলে মনে করেন তাঁদের কাছে নিজেকে কতটা ছোট করলেন? ভেবে দেখেছেন? কখনও ভেবে দেখেছেন শিল্প তাড়ুয়া, টাটা তাড়ুয়া এক প্রতারক মহিলা অদ্ভুত শঠতায় ব্যক্তিগত ইমেজ গড়তে আপনাকে কি নিপুণ ভাবে ব্যবহার করল? স্পেনের একটি বিফল সফরকে চমকপ্রদ করতে কি সুন্দর আপনাকে ঢাল হিসেবে তিনি ব্যবহার করলেন? আর আপনি কি সুন্দর ব্যবহৃত হলেন দিল্লিকে সবক শেখাতে? ভুলে গেলেন এই প্রতারক মহিলা শাহরুখ খানকে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করেছিলেন, আপনাকে হাতের সামনে পেয়েও করেননি। নাইট রাইডার্স যখন আপনাকে তাড়ালো তখন এই মহিলা একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। মনে পড়ে এসব? নাকি মনে পড়ে না? স্পেনে বললেন ৬ মাসের মধ্যে ৬ হাজার লোক নিয়ে শুরু হয়ে যাবে কারখানা । এয়ারপোর্টে নেমেই ৬ মাসটা ১৬ থেকে ২০ মাস হয়ে গেল। কেন? কি কারণে?

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ব্যারাকপুরে শুরু হয়েছে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান,পরিচ্ছন্নতা অভিযানের প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যারাকপুরের লোকসভা সাংসদ মাননীয় শ্রী অর্জুন সিং সহ ব্যারাকপুরের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড.মমতা কানসে এবং শ্রী প্রবীর পাল, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্যানিটেশন ইন্সপেক্টর, ব্যারাকপুর উপস্থিত ছিলেন।

মা উড়ালপুলে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মৃত এক, আশঙ্কাজনক চার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার মধ্যরাতে মা উড়ালপুলে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনায় গাড়িটি পুরো দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। গ্যাস কাটার দিয়ে গাড়িটি কেটে দেহ বের করে আনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মৃতের নাম জানা যায়নি। বাকি চার জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ পার্ক সার্কাসের দিক থেকে চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। চালক-সহ গাড়িতে মোট পাঁচজন ছিলেন। অনেকেই জানাচ্ছেন, ওই গাড়িটির গতিবেগ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল। সায়েন্স সিটির কাছে টার্নিং পয়েন্টে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। ল্যাম্পপোস্টের ডিভাইডারে ধাক্কা দিয়ে পাশের লেনে গিয়ে পড়ে গাড়িটি। ল্যাম্পপোস্টটিও উপড়ে যায়। গোটা গাড়িটাই দুমড়ে যায়। চালকের দেহ স্টিয়ারিং ও সিটের মাঝে থেঁতলে যায়। প্রাথমিক ভাবে স্থানীয় বাসিন্দারাই ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় থানায়। কিন্তু এতটাই ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল, যে গাড়ি থেকে দেহ ও আহতদের উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। গ্যাস কাটার দিয়ে গাড়িটি কেটে দেহ বার করে আনা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ডিএমজি এবং সিইএসসিও। পুলিশ জানিয়েছে, চালকের মৃত্যু ঘটনাস্থলেই হয়েছে। কাটারের সাহায্যে গাড়িটিকে কেটে বাকি চারজনকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রায় দু'ঘণ্টা পর মা উড়ালপুলের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। আহত ও নিহতের পরিবারের খোঁজ করছে পুলিশ।

প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মায়ের হত্যা কাণ্ডের কিনারা সাত দিনে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ চুরি করতে ঢুকে নজরে পড়ায় খুন। দত্তপুকুরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মায়ের হত্যা কাণ্ডের কিনারা করল পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশের জালে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। খুনের পর সে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের আরও ৫ লক্ষ টাকা দাবি করে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। গত ২৪ সেপ্টেম্বর দত্তপুকুরে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চাযেত্ প্রধান দেবযানী সর্দার মা মেয়ের বা।িতে এসে খুন হন। পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদার বাসিঃদা বেবি রানি সর্দারের সদ্যই অস্ত্রোপচার হয়। বিশ্রাম নিতে মেয়ের বাড়িতে এসেই অঘটন। রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানা থেকে দেহ উদ্ধার হয় তাঁর। সেই সময় ওই বৃদ্ধার পাশেই শুয়েছিলেন তাঁর নাতনি। সে-ই ছিল এই খুনের ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি মোবাইল উদ্ধার করে। সেটি অভিযুক্তরই। শনিবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানান, দত্তপুকুরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মেয়ের বাড়ির ছাদের দরজা দিয়ে অভিযুক্ত বাড়িতে ঢোকে। মূলত চুরি করার পরিকল্পনাই ছিল তার। তবে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে ফেলেন ওই বৃদ্ধা। সে কারণে হাতে থাকা ভারী কোনও বস্তু দিয়ে ওই বৃদ্ধার মুখ থঁতেলে দেয় সে। নাতনির পাশে শুয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। শুধু খুনই নয়, খুনের পর ৫ লক্ষ টাকা প্রাক্তন প্রধানের কাছ থেকে চেয়েছিল অভিযুক্ত। জানা গিয়েছে, ধৃত অনুপ দাস পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। আগেও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে কাজ করেছে সে। সেই সময় মোটের উপর রেইকি করেছিল অভিযুক্ত। তবে অনুপ একাই গোটা অপারেশন চালিয়েছে নাকি এই ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে অভিযুক্তকে জেরা করে আরও তথ্য সামনে আসবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

নৈহাটি, কল্যাণী ঘোষপাড়া এবং কল্যাণী স্টেশন পরিদর্শনে এলেন ডিআরএম শিয়ালদহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ এবং স্টেশন উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টায়, শ্রী দীপক নিগম, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ, আজ (৩০.০৯.২৩) সিনিয়র অফিসার এবং কর্মীদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরিদর্শনে নৈহাটি স্টেশন, কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশন এবং কল্যাণী জংশন স্টেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার সবকটিই অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে।নৈহাটি স্টেশনে পরিদর্শনের সময়, শ্রী নিগম, ডিআরএম, শিয়ালদহ, স্টেশনগুলির নতুন উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেছেন। এর মধ্যে প্যানেল রুম, সঞ্চালন এলাকা এবং স্টেশনে যাত্রী সুবিধার একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি কীভাবে এই সুবিধাগুলিকে বাড়ানো এবং বাড়ানো যায় সে সম্পর্কেও নির্দেশনা প্রদান করেন।একইভাবে শ্রী নিগম কল্যাণী ঘোষপাড়া এবং কল্যাণী জংশন স্টেশনে পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি চলমান উন্নয়ন উদ্যোগের অগ্রগতি, পরিবহণ এলাকা এবং যাত্রী নিরাপত্তা, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করেন। পুরো পরিদর্শন জুড়ে, তিনি অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নেওযার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করেন।

বারুইপুর মহকুমা এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে চলায় শঙ্কিত প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ষাতে মাথাচাড়া দিচ্ছে ডেঙ্গু। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাতেই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলায় শঙ্কিত প্রশাসন। তবে এখনো পর্যন্ত এই জেলায় মতু্যর কোনো খবর মেলেনি। প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।তবে প্রশাসন সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমা এলাকায় চলতি মাসে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৫ জন।এই মহকুমার ৭ টি ব্লক ও তিনটি পুরসভার মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি বারুইপুর, সোনারপুর, জয়নগর ১ নং ব্লক ও রাজপুর সোনারপুর পুরসভা এলাকা। ডেঙ্গু প্রতিরোধে ইতিমধ্যেই নানা পদক্ষেপ গ্রহন করেছে প্রশাসন। এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে।চলছে এলাকা পরিস্কার করার পাশাপাশি মাইকিং। বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন ও এলাকায় মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা দল তৈরি হয়েছে। নিয়মিত এলাকা পরিদর্শন করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ডেঙ্গুর সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন বিডিও সহ পদাধিকারীরা। জ্বর হলে রক্তের নমুনা

পরীক্ষা করা হচ্ছে। দ্রুত যাতে নমুনা পরীক্ষার ফল পাওয়া যায়, তাও দেখা হচ্ছে। পরীক্ষায় ডেঙ্গু ধরা পড়লে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি মশা মারার স্প্রেও ছড়ানো হচ্ছে সর্বত্র। জমা জল, আবর্জনা সরাতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য কর্মীদের। আর এব্যাপার বারুইপুর মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায. আমরা সমস্ত রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। বাড়ি বাড়ি সার্ভে করা হচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়িতে বাড়িতে গিযে. জমা জল ফেলার ব্যবস্থা করছেন। জ্বর হলেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা ডেঙ্গু মোকাবিলায় জন্য সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছি।ডেঙ্গু হলে বা।িতে রেখেই চিকিৎসা করা হচ্ছে। নিয়মিত স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে দেখাশোনা করছে। এলাকার মানুষকে সচেতন করতে আমরা সব রকমের চেষ্টা করছি। মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে সচেতন হতে হবে। নিজের বাড়ির আশেপাশের এলাকা পরিস্কার রাখতে হবে তাহলেই আমরা ডেঙ্গু মুক্ত সমাজ দেখতে পাবো। এরই পাশাপাশি ডেঙ্গু মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরের এক পক্ষকাল ধরে স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে প্রতিটা এলাকায়।

শনিবারও কমল সোনার দাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ধারাবাহিকতা ধরে রেখে শনিবার আরও সস্তা হল সোনার দাম । গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে টানা কমে চলেছে সোনার দাম । ফলে এর আগে গত ২৬ ও ২৭ তারিখ ১০০ টাকা করে দাম কমেছিল ২২ ক্যারেট হলমার্ক সোনার। এরপর গত ২৮ তারিখ গয়নার সোনার দাম কমেছিল আরও ৩৫০ টাকা। গতকালও ৫০০ টাকা কমেছিল সোনার দাম। গতকালকের তুলনায় আজ পাকা সোনার দাম কমেছে ১৫০ টাকা। রিপোর্ট অনুযায়ী, জিএসটি এবং টিসিএস বাদে কলকাতায় ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার বাটের দাম প্রতি গ্রামে ৫৮৩৫ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনা বাটের দাম আজ ৫৮৩৫০ টাকা। এদিকে জিএসটি এবং টিসিএস বাদে আজ কলকাতায় ২৪ ক্যারেট খুচরো পাকা সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৫৮৬৫ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার দাম আজ ৫৮৬৫০ টাকা। গতকালকের তুলনায় আজ পাকা সোনার দাম কমেছে ১৫০ টাকা।

নিউটাউনের একটি পুকুরে দুই নিখোঁজ বালকের মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার সাতসকালে খাস পুকুর থেকে দুই বালকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ছড়াল চাঞ্চল্য। ঘটনা হাতিয়ারা মাঝের পাড়ার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইকো পার্ক থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিল দুই বালক। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করলেও সন্ধান মেলেনি মহম্মদ সোহেব (৭) ও রমজান আলির (১০)। হাতিয়ারা পীর সাহেব মোড়ে এক বাড়িতে ভাড়া থাকত তাদের পরিবার। দুই নাবালকের একজনের বাড়ি নারকেলডাঙা এলাকায় এবং অন্যজনের বাড়ি লেকটাউন থানার দক্ষিণদাঁড়ি এলাকায়। রাতে ইকো পার্ক থানায় পরিবারের পক্ষ থেকে দুই বালকের নিখোঁজে হওয়ার খবর দেওয়া হয়। রাতে পুলিশের পক্ষ থেকে এলাকায় খোঁজে চালানো হলেও খোঁজ মেলেনি তাদের। শনিবার সকালে নিউটাউনের হাতিয়ারা মাঝের পা।ার একটি পুকুরে দু'টি দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। তারা খবর দেয় ইকো পার্ক থানায়। ইকো পার্ক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কীভাবে ওই দুই বালকের মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে ইকো পার্ক থানার পুলিশ।

এক নাগাড়ে বৃষ্টি চলছে হাওড়া জেলায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ আর সেই নিম্নচাপ ও পূর্ণিমার ভরা কটালে জেরে ইতিমধ্যে জলস্তর বেড়েছে জেলার বিভিন্ন নদীতে। আর তার জেরেই নতুন করে উলুবেড়িযার জগদীশপুরে নদী বাঁধের বেশকিছুটা অংশ শনিবার সকালে নতুন করে বসে গিয়েছে। আর তার জেরেই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিঃদাদের। প্রসঙ্গত বেশ কিছুদিন ধরেই উলুবেড়িয়া পৌরসভার জগদীশপুরের নদী বাঁধে দেখা দিয়েছিল ফাটল। সেই সময় প্রশাসনের উদ্যোগে তড়িঘড়ি বাঁধ মেরামত হয়। তবে শনিবার নতুন করে প্রবল বর্ষণ ও ভরা কোটালে বাঁধের বেশ কিছুটা অংশ বসে যাওয়ায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এলাকাবাসীদের মনে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩০২ সংখ্যা, রবিবার, ১৩ আশ্বিন ১৪৩০

অরুণাচল নিয়ে ভারত-চিন বিরোধ

সম্পাদকীয় ১

অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে ভারতের সঙ্গে মত বিরোধ রয়েছে চিনের। আমেরিকার অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়া সফর শেষ করে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনি পিং বেজিং ফিরে গিয়েছেন। পুতিন চিনকে তাদের সেরা বন্ধু বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। সেই কূটনীতকে গ্রহণ করে এবারে চিন অরুণাচল প্রদেশের ওপরে হাত বাড়াতে শুরু করে দিল। চিন অরুণাচল প্রদেশের ১১টি অঞ্চলের নাম বদল করে দিয়েছে। তারপরে ফের তিক্ততা শুরু হল ভারত এবং চিনের মধ্যে। এই ঘটনায় কড়া প্রক্রিয়া প্রকাশ করেছে ভারত সরকার। বলা হয়েছে চিনের এই পদক্ষেপের পিছনে কোনও বাস্তবতা কাজ করছে না। অরুণাচল প্রদেশের ওপরে চিনের দাবি করাকে কেন্দ্র করে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকে। আমেরিকা যেহেতু অরুণাচল প্রদেশকে ভারতের অংশ বলে গ্রহণ করেছে তার জন্য চিন একটু এগিয়ে পদক্ষেপ এগিয়ে রাখতে শুরু করে দিল। তারা এবারে অরুণাচল প্রদেশের ১১টি অঞ্চলের নাম বদলে ফেলল। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরবিন্দ বাগচী মন্তব্য করেছেন চিনের এই সিদ্ধান্তকে একেবারে খরিজ করে দেওয়া হল। এর মধ্যে কোনও বাস্তবতা নেই। অরণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজকে যা আছে ভবিষ্যতেই তাই থাকবে। নাম বদলের মধ্যে দিয়ে চিন অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের অঞ্চল বলে দাবি করে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তার মধ্যে কোনও বাস্তবতা নেই। চিনের পদক্ষেপের ব্যাপারে রাহুল গান্ধি বলেছেন, দু হাজার বর্গ কিলোমিটার জমি চিন ছিনিয়ে নিয়েছে। জায়গার নাম বদল করতে শুরু করেছে চিন। প্রধানমন্ত্রী চুপ করে বসে রয়েছেন। কোনও উত্তর দিচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রীর এতো ভয় কেন? কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খগে বলেছেন, চিন তৃতীয় বার নাম বদলের সাহস ক্ষমতা দেখালো। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গালওয়ানের ব্যাপারে চিনকে মোদিজির ক্লিনচিটি দেওয়ার ফল ভুগত হচ্ছে ভারতকে। চিনের তরফ থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ১১টি অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করেছে সরকার। তাদের সংবাদমাধ্যমে গ্লোবাল টাইমসে প্রকাশ করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের ওই অংশকে জাংনান নামে উল্লেখ করে একে তিব্বতের দক্ষিণ অংশ বলে ঘোষণা দিয়েছে। ১১টি জায়গার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে পাঁচটি পবর্তশৃঙ্গ, দুটি ভূমি অঞ্চল, দুটি আবাসন এলাকা এবং দুটি নদী। চিন এই ঘটনা এবার প্রথম শুরু করছে তা নয়। এর আগেও চিন বেশ কয়েকবার অরুণাচল প্রদেশের নাম পরিবর্তন করেছে। ২০১৭ সালে দালাই লামা অরণাচল সফর করার পর দিন চিন ছটি অঞ্চলের নাম পরির্তন করে। ২০২১ সালে চিন ১৫টি জায়গার নাম পরিবর্তন করেছিল। চিনের সরকারি মুখপাত্র বলেছেন যে সাধারণ মানুষ যাতে অতি সহজেই এই সব অঞ্চলের নাম মনে রাখতে পারে তার জন্যই সহজ করে নাম রাখা হল। নয়াদিল্লিতে চিনের বিদেশ মন্ত্রী কিন গ্যাং উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন সীমান্ত সমস্যাকে মিটিয়ে ফেলা হবে। সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে চিন ভারত আলোচনা আবার শুরু করতে হবে। চিন এবারে নাম বদলের যে কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিনের বিদেশ মন্ত্রী গ্যাংয়ের কথা এখন কাগজে পরিণত হতে শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ক্রমশ কৌশলী হচ্ছেন!

সম্পাদকীয় ২

প্রধানমন্ত্রী ক্রমশ কৌশলী হতে শুরু করেছেন। জি-২০ সম্মেলন এবং কানাডার খলিস্তানপন্থীদের নিয়ে যেরকম কড়া সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে কানাডা সরকারের প্রতিনিধি দিল্লিতে উপস্থিত। কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যাতে নষ্ট না হয় তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে কানাডার বিদেশ মন্ত্রক। এদিকে আমেরিকাও চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে কানাডার সঙ্গে যাতে ভারতের সম্পর্ক ভালো থাকে। এদিকে ব্রিটেন ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে? ফ্রান্স এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে রাজি হচ্ছে না। চিন ও রাশিয়া চুপ করে বসে রয়েছে। রাশিয়ার পুতিন পরিস্কার বলে দিয়েছে যে খলিস্তানপন্থীদের প্রশ্নে ভারতের পাশে থাকবে রাশিয়া। ফলে চিন কোনও কথা বলতে পারছে না। হুঙ্কারের কাজ হয় না। কাজ হয় শান্তনায়। আওয়াজ দিলেই কাজ হয় না। কাজ করতে রাস্তায় নেমে সকলের সঙ্গে হাত ধরতে হয়। সেই হাত ধারাটা একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছিল বিজেপি। হাত ধরে চলার চেষ্টা করেনি বলেই আজকে বিজেপিকে এত বড় ধরনের ধাক্কাকে সামাল দিতে হচ্ছে। ভারতবর্ষের অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে কিন্তু পরাজয় একেবারে নিশ্চিত সেটা আবার প্রমাণ করে দিচ্ছে। জনগণ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তাদের পাশে যদি সরকার বা শাসক দলের নেতারা এসে না দাঁড়ায় তাহলে তাদেরকে সমর্থন করার কোনও মানে হয় না। আম আদমি দলের নেতারা জনগণের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে। সেটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু যাদের শক্তি ছিল। কিন্তু তারা সেই শক্তি নিয়ে অসহায় নাগরিকদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি তাদেরকে একেবারে ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। তাদের আর উঠে দাঁড়ানোর মতো কোনও ক্ষমতা নেই। বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল জনগণ বহু আশা নিয়ে। কিন্তু বিজেপি জনগণের সেই আশাকে পূরণ করতে পারছে না। আম আদমি দলের শক্তি ছিল না। কিন্তু শক্তি ছিল সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলার। সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর ফলে আজকে দিল্লিতে এবং পাঞ্জাবে সরকার গঠন করতে পারলো আম আদমি। বিজেপি এখন সেই অঙ্কটা বুঝতে পারছে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবই সারদা দেবীকে মাতৃরূপে পুজা করেছিলেন। মা সারদা হচ্ছেন জগত মাতা। তিনি কারোর একার মা নন। তিনি সবার মা রূপে পুজিত হচ্ছেন। আসলে মা কিন্তু কারোর একার হয় না। মা হচ্ছেন সবার। তাঁকে ভক্তি করতে হয়। শ্রদ্ধা করতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদাকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর নিজের স্ত্রীকে মাতৃরূপে পুজা করতেন। বছরে একবার মা সারদা দেবীর পা পর্যন্ত জল দিয়ে ধুয়ে দিতেন। এতটা ভক্তি করতেন মা সারদাদেবীকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। ভারতবর্ষ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এই দেশের মা হচ্ছেন সংসারের সেরা ব্যক্তি। তিনি আছেন বলেই সংসার এতো সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময়। মা ত্যাগ করতে জানেন।

আলিপুর বোমা মামলা
অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তি

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

অভিযুক্ত কৃষ্ণজীবন সান্যাল। বয়স প্রায় ১৭ বছর। ১৯০৮ সালের ১৬ মে আলিপুরের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এল বার্লির সমানে স্বীকারোক্তি- প্রশ্নঃ আপনি কি আমাকে বক্তব্য দিতে চান? উত্তরঃ হ্যাঁ। প্রশ্নঃ পুলিশ কী আপনাকে কোনও রকমভাবে অত্যাচার করেছে? উত্তরঃ না। প্রশ্নঃ আপনি কী বিবৃতি দেবেন? উত্তরঃ আমি ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে পড়তাম। লেফেটেন্যান্ট গভর্নর জুলাই মাসে স্কুল দেখতে গিয়েছিলেন এবং প্রায় ১৩৫ জন শিক্ষার্থী স্কুলে যায়নি। কারণ আমরা ফুলার সাহেবকে সেলাম করুন এটা চাইনি। এই কারণে আমি, নরেন বক্সী, গিরিজা কান্ত, মুকুটমণি এবং অনন্তলাল রায় নামে চারজন ছাত্রকে বহিস্কার করা হয়েছিল। প্রশ্নঃ এরপর কী হল? উত্তরঃ আমি রংপুরে ন্যাশনাল স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম। আমি অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর এবং ডিসেম্বর) থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস (মে এবং জুন) পর্যন্ত ছাত্র ছিলাম। সেখান থেকে বাসায় গেলাম। আমি 'নবশক্তি' পত্রিকাতে গিরিডি ন্যাশনাল স্কুলের কথা পড়েছি। এই কথা শুনে আমি নরেন বক্সিকে চিঠি লিখলাম তার সেখানে পড়াশুনা করার ইচ্ছা কিনা। সে সম্মতি দিল। আমি গিরিডিতে পড়তে গিয়েছিলাম। নরেন এক সপ্তাহ পড়ে গেল। আমরা সেখানে শ্রাবণ মাস (জুলাই এবং আগস্ট) থেকে আশ্বিন (অক্টোবর এবং নভেম্বর) পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। এরপরে আমরা পুজোর ছুটিতে বাড়ি চলে আসি। আমরা সেখানে বৈশাখ মাস (এপ্রিল ও মে) মাস পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। পরীক্ষায় উপস্থিত হয়ে পরেশ মল্লিককে চিঠি দিয়েছিলাম যে আমি কলকাতায় যাচ্ছি। পরেশের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রংপুরে। চিঠি লেখার পরে আমি নরেন বক্সীর সাথে কলকাতায় আসি এবং সেখানে পৌঁছে ৪৪-৩ হ্যারিসন রোডের একটি মেসে প্রায় ২ এবং ৩ ঘণ্টা ছিলাম। পরেশচন্দ্র মল্লিক সেখানে আসেন। আমি আর নরেন এর সঙ্গে মানিকতলা গার্ডেনে গিয়েছিলাম। আমি সেখানে ১৫ দিন থাকি এবং পরে দিনরাত সেখান থাকতাম। প্রশ্নঃ সেখানে কারা ছিলেন ? উত্তরঃ উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, বিভূতিভূষণ, ইন্দু প্রমুখ। এই সব ব্যক্তিরা শচীন, পরেশ উল্লাসকর, প্রফুল্ল চাকীরা সেখানে সব সময়ে থাকতো। অন্যরাও মাঝেমধ্যে সেখানে থাকতেন। প্রশ্নঃ সেখানে কি ঘটেছিল? উত্তরঃ বারীন ঘোষ আমাকে গীতা পড়াতেন এবং উপেন ব্যানার্জি আমাকে উপনিষদ পড়াতেন। বারীন রুশ-জাপান যুদ্ধের কথাও পড়াতেন। উল্লাসকর দত্ত ২ দিন বিস্ফোরক বিষয়ক বক্তৃতা দেন। প্রশ্নঃ উল্লাসকর যখন বিস্ফোরক নিয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন তখন আপনারা কতজন উপস্থিত ছিলেন? উত্তরঃ তখন সবাই বাগানে উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্নঃ এই ব্যক্তিদের কী উদ্দেশ্য ছিল? উত্তরঃ গীতা ও উপনিষদ শেখা এবং দেশের শক্তি ও মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখা। প্রশ্নঃ বাগনে কিছু দেখেছেন? উত্তরঃ ঘরের ভিতর একটি লম্বা বন্দুক দেখেছি। প্রশ্নঃ আপনি যখন সেখানে অবস্থান করছিলেন তখন কেউ কি কোনও কাজ করার জন্য জায়গা ছেড়েছিলেন? উত্তরঃ প্রফুল্ল চাকী বারীনের সাথে বেড়িয়েছিলেন। ওরা চলে যাওয়ার চারদিন পর আমি আমি বাসায় ফিরে এলাম। নির্মলের সঙ্গে একদিন ভবানীপুরে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানে পুরুষদের থাকার জন্য একটি বাড়িতে দেখার চেষ্টা করছিলেন। একটি বাড়ি পাওয়া যায় কিন্তু তা কাজে লাগে না। সাক্ষর এল বার্লি, ১৬.০৫.১৯০৮।

২৩ জুন অভিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইকে ৩৩৭ সিআর.পি. কোড ধারায় ক্ষমা করা হয়, ২০৯ সিআর.পিসি কোড ধারায় মুক্তি লাভ করলেও তবুও তাঁকে হেফাজতে রাখা হবে ক্রাউনের সাক্ষী হওয়ার জন্য। যদিও ২২ জন অভিযুক্তদের সাক্ষ্য ক্রাউন পরীক্ষা করেছে ১৯ মে থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। যখন তদন্ত শেষ হল তখন ১৯০৮ সালে ১৫ আগস্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিত আদেশগুলি দিয়েছিলেন। পরীক্ষিত সাক্ষী নং ২২২ আর কোনও সাক্ষী উপস্থিত ছিল। এই পর্যায়ে প্রসিকিউশনে কৌসুলি যে তাঁর কাছে আরও কিছু প্রমাণ রয়েছে যা আদালতে উপস্থাপন করতে ইচ্ছুক। উল্লেখিত দুই ধরনের প্রমাণ (১) চিঠিপত্রের অনুবাদ, বই, প্রতিবেদন, পাণ্ডুলিপি, যুগান্তর, নবশক্তি, বন্দেমাতরম এবং সন্ধ্যা সংবাদপত্র সহ ফাইলগুলি। (২) এই বিচার শুরু হওয়ার পরে যে সব অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি করে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তা এখনও এসে পৌঁছায় নি। সেখানে কিছু প্রেসের ইতিহাস, সন্ধ্যা অফিসে বন্দেমাতরম ও যুগান্তর ছাপা হওয়ার প্রমাণ আছে। প্রস্তাব করা হয় যে এই সব প্রমাণ আদালত সন্তুষ্ট হলে প্রমাণগুলি অভিযুক্তদের সম্মুখে উপস্থিত করে তাদের ইতিবাচক সম্মতি গ্রহণ করে আদালতে পেশ করা হবে। প্রথম প্রকার সাক্ষ্যের ব্যাপারে অভিযুক্ত যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তার ওপরে ভিত্তি করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। সাক্ষ্য প্রমাণ বিলম্ব হলেও তা প্রমাণ হিসাবে অভিযুক্ত স্বীকার করে নিয়েছে। অভিযুক্তরা প্রমাণ স্বরূপ সাক্ষ্য দিয়েছে। বিলম্ব করার কোনও আর প্রয়োজন নেই। উচ্চ আদালাত এ বাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে প্রমাণ স্বীকার করা হবে কিনা। প্রসিকিউশনর কৌশলী এতে সন্তুষ্ট হওয়া প্রমাও রেকর্ড করা হবে না। কৌসুলী অভিযোগের উদাহরণ দিয়ে আদালতকে জ্ঞাত করেছে এবং খুন করার জন্য বারীন্দ্রকুমারকে অভিয়যুক্ত হিসাবে যথাযথ বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। আমি তাকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা স্থগিত করছি যে তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিশ বিচারের আশা করছেন কিনা। অভিযোগ জানানোর পর তাঁকে জবাব দিতে বলা হবে। আরও প্রমাণ রয়েছে তার জন্য সময় দিতে হবে। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারা তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার পরে আর কোনও বিবৃতি প্রমাণ করতে চান কিনা। তাদের কেউ আর বিবৃতি দিতে চান না। ১৯ আগস্ট পর্যন্ত মামলা স্থগিত থাকলো প্রস্তুত না হলে পূর্ব নোটিশ দেওয়া হবে। সাক্ষর এল বার্লি। ২৩ জুন, ১৯০৮।

১৯.০৮.১৯০৮ বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে জানানো হয়েছে তাকে হত্যার প্ররোচনার দেওয়ার জন্য বিচার করা হবে এবং তবে তাঁর কাছে ব্যাখ্যাও করা হয়েছে যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে তাঁর বিচারের অধিকার যদি দাবি করেন তবে হাইকোর্টে তাঁর বিচার হবে। যদি তা না হয় তাহলে দায়রা আদালতে তাঁর বিচার হবে। তিনি বলেছেন সেই অধিকার তিনি দাবি করেন না। অভিযুক্ত ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২৭, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩ এবং ১২১, ১২১এ এবং ১২৩ আইপিসি ধারার অধীনে ৩৪টি অভিযোগে অভিযুক্ত এবং দায়রা আদালতের দ্বারা বিচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আসামিরা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তাদের বোঝানো হয়েছিল যে ২১১ সিপিসি ধারার অধীনে আগামি কালের মধ্যে তাদের সাক্ষীদের একটি তালিকা দিতে হবে আদালতে। সাক্ষর এল বার্লি, ১.০৮.১৯০৮।

২৬.০৮.১৯০৮ প্রসিকিউশনের তরফ থেকে একটি আবদন করা হয়েছে যাতে ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুত ৩০ জন অভিযুক্তকে সেকশন ১২১,১২১ও এবং ১২৩ আইপিসি অধীনে বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে হত্যা অপরাদ সংগঠিত করার অপরাধে দোষী চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছিল যে সেই অপরাধের জন্য তাঁকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে অপরাধের জন্য উপস্থিত করা উচিত নয়। এটা সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না। একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও যখন দেওয়া হয়েছে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির অপরাধের জন্য তখন সাধারণ অপরাধের বিচার করার চেয়ে প্রথম ধরনের বিচার রাখাই উচিত। এই মামলার সাথে জড়িত প্রিন্সিপাল

একই রকম চোর ডাকাততে একটি দোষী ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকলে তাকে সেই অপরাধের জন্য দলসহ বিচার করার চেয়ে আলাদা করে বিচার করা হয়ে থাকে। তবে একই সময়ে উভয়ের বিচার করা প্রথা ঠিক নয়। এই ক্ষেত্রে যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণও পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি গুরুতর অপরাধ করেছেন তা প্রথমেই সেই বিচার করা উচিত। সাধারণ ষড়যন্ত্রের জন্য পরবর্তীকালে তাঁর বিচার হতে পারে এটি কোনও বাধা নয়। এতে কোনও বাধা না থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে সাদারণ ষড়যন্ত্রের মামলা বিচার হতে পারে। নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র কাজের জন্য অন্য কোনও অভিযুক্তদের বিচার করা হতো তাহলে তাদেরকে এই ধরনের কাজের জন্য বিচার দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিতাম। কিন্তু সেখানে এটা নেই। পাঁচটি প্রকাশ্য কাজের মধ্যে তিনটি ফরাসি অঞ্চলে হয়েছিল। এই অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের বিচার করা যাবে না। একজন অভ্যিুক্তদের জড়িত করে নারায়ণগড়ে মামলায় স্বীকারোক্তিদের কোনও স্বচ্ছ প্রমাণ নেই। মজঃফরপুরে বারীন্দ্র কুমার ঘোষই একমাত্র ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে এমন সব প্রমাণ রয়েছে তাতে দোষী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য প্রথমে বারীন্দ্র কুমার ঘোষের বিচার হওয়া উচিত। যদিও এত বিচার হওয়ার পরে ষড়যন্ত্রের উদাহরণ দিয়ে বিচার করার ইচ্ছা হয় তাহলে তাকে এমন বিচার থেকে বিরত রাখার কিছুই নেই। তাঁকে এখন ১২১, ১২১এ, এবং ১২৩আই পিসি ধারার অধীনে বিচার করার জন্য অঙ্গীকার করতে অস্বীকার করছি। সাক্ষর, এল বার্লি, ২৬.০৮.১৯০৮।

২.০৯.১৯০৮ হাইকোর্ট বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে ডিসচার্জ করার নির্দেশ দিয়েছে অথবা তাঁকে ১২১, ১২১এ এবং ১২৩ আইপিসি এর অধীনে বিচার করার জন্য নিবেদন করা হচ্ছে। তাঁর বিচারের জন্য সোপর্দ করা হবে। তাঁকে জানানো হয়েছে ১২১, ১২১এ, এবং ১২৩ আইপিসি এর অধীনে চার্জ করা হচ্ছে তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিশ হিসাবে বিচার দাবি করেন কিনা তিনি বলেছেন তা করার দরকার নেই। তাঁকে ১২১, ১২১এ, বেং ১২৩ আইপিসি ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। দায়রা আদালত এই বিচার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাক্ষর এল বার্লি, ০২.০৯.১৯০৮। যখন আদালতের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের বিচারের জন্যপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল তখন আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে দ্বিতীয় ব্যাচ বলে গ্রহণ করে নিয়ে মামলার প্রাথমিক তদন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে করা হয়েছিল। এই ব্যক্তিরা হলেন- দেবব্রত বোস, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর মল্লিক, জ্যোতিন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য, বালকৃষ্ণ হরিকেনে, প্রভাসচন্দ্র দেব, চারু চন্দ্র রায় এবং হরিদাস দাস। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়। সরকার মোট ৫৫ জন সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিয়ে ছিল। ১২১,১২১এ, এবং ১২৩ আইপিসি ধারার অধীনে ৪, ৮, ৯ (যাদের খালাস করা হয়েছিল) ব্যাতিত সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে দায়রা আদালতে তাদের বিচারের জন্য ১৯০৮ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর দিন স্থির হয়েছিল। এখই ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত থাকবেন।

(ক্রমশ...)

স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে সাংবাদিকদের ভূমিকা

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলার সাংবাদিক প্রতিমা ঘোষ তাঁর কিছু 'স্মৃতি, কিছু সাদা-কালো ছবি' প্রবন্ধে লিখেছেন, ''১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছিলেন। তাঁকে হঠাৎ করে ফিরে যেতে হয়েছিল- সেই সময়ে পাকিস্তানের হঠাৎ আক্রমণের পরে পুরোপুরি বড়োরকমের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায়।...১৯৭২ সালের গোড়া দিকে ইন্দিরা গান্ধি ও শেখ মুজিবুর রহমানে নৈশভোজ ও বক্তৃতা হয়েছিল কলকতার রাজভবনে। যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল কলকাতা থেকেই।'' বাঙালি সাংবাদিক সনৎ মুখার্জি তখন আগরতলায়। তিনি তাঁর রচিত ' আগরতলায় ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধে লিখছেন,''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ত্রিপুরার মানুষ সেখানকার অগণিত শরনার্থীদের দু-হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। একটি হিসাব থেকে জানা যায়, সেই সময় ১৫.৫৬ লক্ষ জনসংখ্যার রাজ্য ত্রিপুরায় ১৬ লক্ষের বেশি পূর্ববঙ্গীয় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৭১ এর জুন মাসে পরিস্থিতি ঘারালো হয়ে উঠলে, 'ভিসনিউজ' এবং 'লাইফ' সময়ে চারটি বিদেশি সংবাদসংস্থার চার সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল ভয়াবহ শরনার্থী সমস্যা বিষয়ে খোঁজখবর করার জন্য আগরতলায় আসেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা নিয়েও তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদন পাঠানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।.. ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে, ঠিক ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানি সামরিক জুন্টা তাদের কুখ্যাত 'অপারেশন সানলাইট' অভিযান শুরু করে। এই রক্তাক্ত অভিযানে তারা নির্দয়ভাবে বহু শিক্ষক, ছাত্র, পুলিশ, সেনাকর্মী, পথচারী, রিকশাওয়ালা-সহ জাত, ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করে।'' সাংবাদিক বিবেকানন্দ রায় তাঁর রচিত 'আকাশবাণী ও বাংলাদেশের জন্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন,'' সংবদ বিভাগ রাত ১০ টা ১৫ মিনিটের এক নিউজ রিল অনুষ্ঠান 'সংবাদ বিচিত্রা' সম্প্রচার করত।'' এই সম্প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন উপেন তরফদার এবং তাঁর সহযোগী শেখর গুপ্ত। সব এডিটর হিসাবে কাজ করতেন নির্মল সেনগুপ্ত। সেরা সাংবাদিক ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সংবাদ শোনার জন্য সেই সময়ে কলকাতার শ্রোতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো। ১৯৭২ সালে সাংবাদিক দেবদুলালকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন করেছেন সাংবাদিক রবীন্দ্র কুমার শীল। কলকাতায় হন্দিরা গান্ধি রাজভবন সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। ইন্দিরা গান্ধির হাতে একটি কাগজ তুলে দেওয়ার পরই আর তিনি অপেক্ষা না করে দ্রুত সাংবাদিক বৈঠক থেকে বের হয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলে উঠলেন, ''আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।'' প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের কর্নেল রিখি। তিনি পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণের মুক্ত যশোরে সাংবাদিকদের একটি দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তও বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে বহু সংবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি 'ওয়ার করেসপন্ডেস' ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে বাঙালি সাংবাদিকদের ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করলে চলবে না। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে খরব সংগ্রহ থেকে শুরু করে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন করে তাঁরা ক্রমাগত প্রচারের কাজ করে গিয়েছিলেন। বহু সাংবাদিক আবার সীমান্ত পার হয়ে গিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুসন্ধান করে খবর দিতে থাকে। বাংলাদেশের শরনার্থীদের দুর্দশার খবর প্রকাশ পেতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সংবাদপত্রে। বলা যেতে পারে সেনা বাহিনীর মতো বাঙালি সাংবাদিকেরা কলম নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিল পশ্চিমী পাকিস্তান সেনাদের বিরুদ্ধে। যে সব সাংবাদিকেরা সেই সময়ে দিনরাত জেগে খবরে পশ্চিমী পাকিস্তানের অত্যাচারের কথাকে খবর আকারে প্রকাশ করতে শুরু করে ছিল তা বিশ্ব খবরে পরিণত হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বিবিসি থেকে শুরু করে ভয়েস অব আমেরিকা। তারাও পাকিস্তান সেনাদের অত্যাচারের খবর এবং সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের শরনার্থীদের কথা ফলাও করে প্রকাশ করতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে সাংবাদিক শঙ্কর দাশগুপ্ত তাঁর রচিত 'বাংলাদেশের সঙ্গে অবিস্মরণীয় কিছুদিন' বিস্তারিতভাবে সব কিছুকে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ''১৯৭১ সালে মার্চের থেকেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হল অস্থিরতা। সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও পাক কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসককুল শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামি লিগকে ক্ষতা হস্তান্তরে অসম্মত হল। পূর্ব পাকিস্তানে জ্বলে উঠল আগুন, আর সেই আগুনের আঁচ এসে লাগল পাকিস্তানি বেতার সম্প্রচারে। সব কিছুর পিছনে ভারতের উস্কানি- এই মূলমন্ত্রকে উপজীব্য করে পাক বেতারে সমস্ত ভারতীয় ভাষা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানি সংখ্যালঘুদের ভাষা বাংলা ভাষায় দিনরাত চলতে লাগল কুৎসিত প্রচার। পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে আর আমার ওপর চাপ বাড়ছে।'' (স্মৃতি সত্ত্বা, পৃষ্ঠা-১২) পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকেরা সেদিন কিন্তু ভালো করে ঘুমাতে পারেনি। চোখের পাতাকে এক ররতে পারেনি। সব সময়ে খবর সংগ্রহ করার দিকে নজর রাখতে শুরু করেছিল। সাংবাদিক শঙ্কর দাশগুপ্ত আরও লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমি শাসকদের দমননীতি উত্তোরত্তর বেড়ে চলে, ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হল স্বাধীনতাকামীদের বিদ্রোহ দমনে। একইসঙ্গে চলতে থাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর- সব বেতার কেন্দ্র থেকে নানাভাবে বহির্বিশ্বকে দেখানোর চেষ্টা- সব ঠিক হ্যায়। (ক্রমশ...)

কলকাতার ঐতিহ্য শিখ গুরুদ্বার

কলকাতায় শিখ গুরুদ্বার অনেকগুলি আছে। তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধি রোডে শিখ সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গুরুদ্বার। মন্দিরের একতলায় প্রার্থনাকক্ষের প্রবেশদ্বারের ডানদিকের দেওয়ালে একটি বিজ্ঞপ্তি পটে উল্লেখ করা আছে যে গুরু নানক ১৫১০ সালে বর্তমান গুরুদ্বার স্থালে সঙ্গত করেছিলেন। পুরীতে তীর্থযাত্রার করার সময়ে এখানে তিনি নেমেছিলেন। গুরুদ্বারটি অতি সাধারণ অবস্থায় ছিল। পরে এটি বড় আকারে তৈরি করা হয়। ছোটা গুরুদ্বার রয়েছে বাগমারিতে। এই গুরদ্বারে ১৬৬০ সালে শিখ ধর্মের নবম গুরু তেগ বাহাদুর গুরু নানকের স্মৃতি বিজরিত স্থান পরিদর্শন করার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সেই সময়ে একজন শিখ যুবক গুরু তেগ বাহাদুরকে এই বাগ বা বাগানটি দিয়েছিলেন গুরুদ্বার নির্মাণ করার জন্য।

পরবর্তীকালে এই বাগেই নির্মাণ করা হয় গুরুদ্বার। বেশ কয়েক বছর আগে গুরুদ্বারে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল এবং তার ফলে গুরুগ্রন্থের স্থলটি অপবিত্র আকার ধারন করে। মামলা মোকদ্দমার কারণে গুরুদ্বারটি পুনরায় নির্মাণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বিহারী গুরুদ্বার রয়েছে কটন স্ট্রিটে। এখানে পাঞ্জাবর শিখেরা রয়েছে। তারা কটন স্ট্রিটে ব্যবসার করে এবং গুরুদ্বারকে রক্ষা করা জন্য উদ্যোগ নেয়। এই গুরুদ্বারের সঙ্গে একটি স্কুলও রয়েছে। সেই স্কুলটির নাম হচ্ছে নানক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। এখানে একজন বিহারী শিখ শিক্ষক ছিলেন। আরও দুটি গুরুদ্বার রয়েছে নারকেল ডাঙ্গা ডাকঘরের পাশে এবং মদনমোহন স্ট্রিটে। বিহারী গুরুদ্বারে দীপ এবং ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাস্তা ফেরত চেয়ে দরবার বিশ্বভারতীর, আশ্রমিকদের বিষদাঁত আছে, মন্তব্য উপাচার্যর

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ আশ্রমিকদের আবেগকে কুমিরের চোখের জল, তাদের আত্মকেন্দ্রিক এবং বিষদাঁত আছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে জানালেন উপাচার্য । রাস্তা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আশ্রমিকদের কাঠগোড়ায় দাঁড় করালেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। রাজ্য সরকারের পূর্তবিভাগের রাস্তা বিশ্বভারতীকে ফেরত না দিতে অনুরোধ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্রমিকদের আপত্তির চিঠি পৌঁছনোর খবর পেয়ে উপাচার্য এবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন। শনিবার এই মর্মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি পাঠিয়ে উপাচার্য বলেন, সর্বেক্ষণ বিভাগের নির্দেশ ক্রমে শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন রোডের (শান্তিনিকেতন পোস্ট অফিস থেকে কালিসায়র) নিয়ন্ত্রণ বিশ্বভারতীর হাতে না দিলে অনিয়ন্ত্রিত ভারি যানচলাচলে উপাসনাগৃহ সহ ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার ক্ষতি হবে। পাশাপাশি, উপাসনাগৃহের কাছে টোটো জটলায় মন্দিরের শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। এমতাবস্থায় ওই রাস্তার নিয়ন্ত্রণ বিশ্বভারতী ফিরে না পেলে ইউনেস্কোর ওয়ার্লড হেরিটেজ তকমা চলে যাবে। সেক্ষেত্রে শুধু বিশ্বভারতী নয়, বাংলা থেকে এই বিশ্ব গৌরব তকমা চলে যাবে। আর তখনই তথাকথিত রবীন্দ্রানুরাগীরা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে উপাচার্যকেই দায়ী করবেন। এই আশ্রমিকরা আত্মকেন্দ্রিক। তাঁরা বিষদাঁত বের করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি করবে যেমনভাবে তারা এযাব ক্ষতি করে চলেছে। একমাত্র প্রার্থনার সময় বিশ্বভারতী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। আশ্রমিকদের চলাচলে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে না। উপাসনা গৃহের কাছে টোটো পার্কিংয়ের জায়গা হয়েছে। ভাইব্রেশন ছাড়াও, শব্দ ও বায়ু দূষণ ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার ক্ষতি করছে। একমাত্র লিভিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বভারতী এই বিরল সম্মান বাংলারও। তা অক্ষুন্ন রাখতে গেলে এই রাস্তা ফেরত পাওয়া জরুরি। যদিও উপাচার্যর আগের একই চিঠির প্রেক্ষিতে আপত্তি জানান প্রবীণ আশ্রমিকরা। আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, চারিদিকে পাঁচিল তুলে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আশ্রমিকদের উনি জঞ্জাল বলেন। হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর একবার আশ্রমিকদের ডেকে কোন পরামর্শ নেন নি। উপাচার্যর সবাই শত্রু। আশ্রমিক শত্রু, বোলপুরের বাসিন্দা শত্রু, প্রশাসন শত্রু। এভাবে চললে কি করে চলবে? উপাচার্যর ভারী যান চলাচলের যুক্তি ঠিক নয়। রাজ্য সরকার রাস্তার উপর হাইট ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। সাতফুটের উপর কোনো ভারী গাড়ি যেতে পারে না। আশ্রমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধর একই অভিযোগ করে সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, আমার মতে ওই রাস্তা রাজ্যসরকারের ফেরত দেওয়া উচিত নয়।

মাটির দেওয়াল ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু ৩ শিশুর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মাটির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল তিন শিশুর। শনিবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহের বোড়ামারায় নেমেছে শোকের ছায়া। মৃতরা প্রত্যেকে একই পরিবারের সন্তান। শনিবার সকালে তিনটি শিশু বাড়ির সামনে খেলা করছিল। সেই সময় আচমকাই মাটির দেওয়াল ধসে পড়ে। চাপা পড়ে যায় তিনজনেই। তাদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করা হয়। বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে জানান। মৃতেরা হল বছর পাঁচেকের রোহন সর্দার, মাত্র চার বছর বয়সি নিশা সর্দার এবং বছর তিনেকের অঙ্কুশ সর্দার। তাদের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। রাতভর বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়ালে ধস নামে বলেই জানান পরিবারের লোকজন। সাতসকালে এমন ঘটনায় এলাকায় নেমেছে কান্নার রোল। তিন খুদের প্রাণহানি যেন মানতে পারছেন না কেউ।

পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দিনহাটায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দিনহাটায়। এলাকায় লাঠিচার্জ করার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক টোটো চালকের। স্থানীয় সূত্রে খবর দিনহাটার নোটকাবাড়ি এলাকায় একটি টোটোর সঙ্গে একটি স্করপিওর সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় টোটো চালকের। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ওই স্করপিও টিকে আটক করে পুলিশে খবর দিলে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত দেহটি উদ্ধার করে এবং ঘাতক গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ যে স্করপিও টি টোটোটিকে ধাক্কা মেরেছিল সেই স্করপিও এর মধ্যে বহু গাঁজা এবং বিভিন্ন মাদক ভর্তি ছিল। দুর্ঘটনার পর পাচারকারীরা সেই মাদকদ্রব্য গুলির উদ্ধার করার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়ে তারা পালিয়ে যায়। অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জমায়েত হলে পুলিশ তাদের উপর লাঠিচার্জ করে। গ্রামবাসীদের অনুমান যেহেতু পাশেই ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত তাই ওই স্কোরপিওতে করে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সেই মাদক পাচার করার উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা গাড়িতে মাদকদ্রব্য থাকার কথা দাবি করলেও এই বিষয়ে পুলিশ কোনো মন্তব্য করেনি। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য জানান, দিনহাটার নোটকাবাড়ি এলাকায় একটি স্করপিও এবং একটি টোটো রিক্সার মধ্যে সংঘর্ষে টোটো চালক শাহিদুল মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। ঘাতক গাড়ির চালকের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিতে অংশ নিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিতে অংশ নিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। শনিবার সকালে ঝাড়ু কোদাল হাতে নিয়ে শহরের বাবুপাড়া এলাকায় করলা নদীর ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে নেমে পড়েন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারা দেশ জুড়ে পালন করা হচ্ছে সেবা পক্ষ। জলপাইগুড়ি শহরে ঝাড়ু কোদাল হাতে সাফাই অভিযানে নামলেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর সেবা পক্ষ পালন করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। শনিবার দুর্যোগ আবহাওয়ার মধ্যেই সাফাই অভিমানে নামেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। বিজেপি নেতাদের সঙ্গে নিয়ে এদিন জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়া এলাকায় সাফাই অভিযান চালান সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়। সাংসদ বলেন, শহরের নোংরা আবর্জনা ভালো করে সাফ করা হচ্ছে না। এজন্য আমরা আজ এই এলাকা সাফাই করলাম।

দূরারোগ্যবেধিতে আক্রান্ত দুই দুঃস্থ মহিলাকে সহযোগিতা করলো জেলা বিজেপি নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ দূরারোগ্যবেধিতে আক্রান্ত মালদা শহরের দুই দুঃস্থ মহিলাকে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে লক্ষাধিক টাকার অনুদান হিসেবে সহযোগিতা করলো জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। শনিবার সকালে ইংরেজবাজার পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যাঙ্ক কলোনি এলাকায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ওই দুই মহিলার বাড়িতে যান উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু । তাঁর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ মালদার বিজেপির জেলা সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের দলীয় কাউন্সিলর কৃষ্ণ নাথ প্রমুখ। ব্যাঙ্ক কলোনি এলাকার বাসিন্দা বুলু সাহা দাস এবং কবিতা রায় লালা এই দুই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত। তাদেরকেই প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৩ লক্ষ টাকা এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা চেক দিয়ে সহযোগিতা করা হয়। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ডের বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। প্রধানমন্ত্রীর আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পটিও ঠিকভাবে কার্যকরী করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অসুস্থ দুঃস্থ মানুষেরা পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহযোগিতা পাবেন । এদিন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এই আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে। আমরা চাই গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষ আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পের প্রত্যেকে অন্তর্ভুক্ত হোক। তার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। এদিন ব্যাংক কলোনী এলাকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দুঃস্থ ওই দুই মহিলাকে ৩ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার চেক দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।

খড়গ্রাম থানার পুলিশের সহযোগীতায় ভারসাম্যহীন যুবককে বাড়িতে ফিরে পেলেন পরিবার

দুরন্ত বার্তা, খড়গ্রাম, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড়া থানার এক ব্যাক্তি গত সাত দিন ধরে নিখোঁজ ছিল। অবশেষে খড়গ্রাম থানার পুলিশ প্রশাসনের সহযোগীতায় সেই ভারসাম্যহীন যুবককে তুলে দেওয়া হল পরিবারের সদস্যদের হাতে। জানা গেছে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত খয়রামারী অঞ্চলের আনুয়ার সেখ নামের এক বাসিন্দা নিখোঁজ হয়ে যান গত সাত দিন আগে। নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর অনেক সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি তাকে। পরে সাগরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন আনোয়ার সেখ। যার কারণে প্রথমে নাম পরিচয় বলতে পারেননি। মানুসিক ভারসাম্যহীন আনুয়ার সেখের

অবশেষে খোঁজ পাওয়া যায় খড়গ্রাম থানায় শুক্রবার সন্ধ্যায়। খড়গ্রাম থানার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়, খড়গ্রাম থানার ওসি সৌম্য দে সাগরপাড়া থানার ওসি শুভাশিস ঘোষালকে জানানো হলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাগরপাড়া থানার পুলিশ। অবশেষে শনিবার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দিল খড়গ্রাম থানার পুলিশ শনিবার দুপুরে। পরিবারের সদস্য আনারুল ইসলাম বলেন এক সপ্তাহ ধরে খুব চিন্তায় ছিলাম । অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি। আজকে খুব ভালো লাগছে থানার ওসি স্যার তদারকি করে খবর পাঠিয়ে আমাদের হাতে ছেলেকে তুলে দেওয়া হল। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মানসিক ভারসাম্যহীন আনোয়ার সেখ কে ফিরে পেয়ে বেশ খুশি প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা ।

দুর্গা প্রতিমা গড়ে নজর কেড়ে চলেছে একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া অর্ঘ্যদীপ দাস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ নিজের হাতে দুর্গা প্রতিমা গড়ে কয়েক বছর ধরে নজর কেড়ে চলেছে ইংরেজবাজার শহরের বিশ্বনাথ মোড় এলাকার একাদশ শ্রেণীর এক পড়ুয়া অর্ঘ্যদীপ দাস। তার নেশা মাটির প্রতিমা তৈরি করা। ৪ বছর বয়স থেকে মাটি নিয়ে খেলার ছলে পুতুল তৈরি শুরু। যখন ক্লাস ফোরের ছাত্র, তখন থেকেই মাটির মূর্তি তৈরির গড়ার শখ চাপে। নিজের হাতে প্রতিমা গড়ে নিজেই পুজো করে সে। এর আগে শুধু মাটির ছোট প্রতিমা গড়েছে সে। বছর চারেক ধরে রীতিমতো প্রায় ৪ ফুট উচ্চতার প্রতিমা তৈরি করছে। অর্ঘ্যদীপ আগের অভ্যস মতোই এখনও প্রতিমা গড়ার পাশাপাশি নিজেই পুজো করে। এজন্য পুজোর মন্ত্রও মুখস্থ করতে হয়েছে। বাবা নীলেন্দু দাস পেশায় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং মা পলি সরকার দাস গৃহবধূ। তাঁরাও ছেলের মূর্তি তৈরির বিষয়টি পূর্ণ সমর্থন করে থাকেন।

প্রায় ১১ দিন পর অবশেষে বাগান খুলে যাওয়ায় খুশি শ্রমিকেরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ ছিল রাজগঞ্জের সুখানি টি প্রজেক্ট। প্রায় ১১ দিন পর অবশেষে বাগান খুলে যাওয়ায় খুশি শ্রমিকেরা। জানা গিয়েছে, শ্রমিক মালিক অসন্তোষের জেরে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর লকআউট নোটিস জারি করে রাজগঞ্জের সুখানি টি প্রজেক্ট বাগান কর্তৃপক্ষ। ফলে পুজোর আগে বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছিল প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিক।শুক্রবার জলপাইগুড়ি শ্রম দপ্তরে এক বৈঠকের মাধ্যমে দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে মালিকপক্ষ শনিবার সকাল থেকে বাগান খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত মত আজ সকাল থেকে বাগান খুলে দেওয়া হয়। বাগান খুলে যাওয়ায় সকালে কাজে যোগ দেয় শ্রমিকরা। পুজোর আগে বাগান খুলে যাওয়ায় খুশি শ্রমিকেরা। এই বিষয়ে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা তপন দে জানান, মালিক ও শ্রমিকের অসন্তোষের জেরে বাগানটি মালিকপক্ষ লকআউট ঘোষণা করেছিল। পুজোর আগে শ্রমিকদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তাদের কথা ভেবে গতকাল শ্রম দপ্তরের আলোচনার মাধ্যমে এই বাগান খোলার সিদ্ধান্ত হয়। আজ বাগান খুলে যাওয়ায় খুশি সকলে।

বেকারত্ব ঘুচাতে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ভরসা এমএ পাশ কৌশিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ এমএ পাশ করেছেন। বিভিন্ন চাকুরীর পরীক্ষায় বসেছেন। কিন্তু মিলছেনা চাকুরী। এদিকে পরিবারে অনটন। বাবা অসুস্থ তাই আগের মত কাজ করতে পারছেন না। তাই সংসার চালাতে বাবার পেশাকে বেছে নিলেন এমএ পাস যুবক। বাবার সঙ্গে প্রতিমা তৈরি করছেন। বেকারত্ব ঘুচাতে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ভরসা কৌশিকের। বাবার মৃৎশিল্পের কারখানায় প্রতিমা তৈরি করছেন এমএ পাশ কৌশিক। এই বছর একাধিক বড় বড় ক্লাবের প্রতিমা তৈরি করছেন। চাকুরীর আশায় না থেকে সংসার চালাতে পুরোপুরি মৃৎশিল্পের কাজে নেমে পড়েছেন কৌশিক। ছোট বেলা থেকেই পড়াশোনার ফাঁকে অল্প অল্প করে কাজ শিখেছে বাবার কাছে। ইচ্ছে ছিল প্রতিমা তৈরীর কাজ শেখার। এই কাজ তার ভালো লাগে। তাই তো সংস্কৃত বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ইচ্ছে রয়েছে সংস্কৃত বিষয়ে শিক্ষকতা করার। পাশাপাশি সখ হিসাবে প্রতিমা তৈরির কাজ করার। পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর পঞ্চায়েতের বাজারপাড়া এলাকায় বাসিন্দা বিমল পাল একজন বিখ্যাত মৃৎশিল্পী। বাবার হাত ধরেই কাজ শিখেছেন কৌশিক পাল। বংশের পরম্পরাকে টিকিয়ে রাখতেই দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে শুরু করেছে। বাবা বিমল পাল ছেলেকে এই শিল্পকলা শেখান। কারণ তিনি আগে থেকেই সজাগ হযেছিলেন। ভবিষ্যতে কি হবে তিনিও জানেন না। তাই ছেলেকে এই বিদ্যা শিখতে বলেন। তবে ছেলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। তাই তিনিও চাইছেন ছেলের একটি চাকুরী। ছেলেকে কষ্ট করে লেখা পড়া শিখিয়েছেন ভাল কিছুর আশায়। তাই বাবা বিমল পাল চাইছেন ছেলের চাকুরী। বেশ কিছু প্রতিমা তৈরীর কারিগরদের সহযোগিতা নিয়েই এখন বাবা ও ছেলে দেবী দুর্গার মূর্তি গড়ছেন। বাবা অসুস্থ তাই চলতি মরশুমে ছেলের কাঁধেই দাযিত্বভার বেশি পড়েছে। তবে প্রতিমা তৈরি করলেও কৌশিক এখনো অপ্রান লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে একটি সরকারি চাকরির জন্য। তার জন্য প্রতিমা তৈরীর পাশাপাশি নিয়মিত চলছে প্রস্তুতি।

পর্যটন মরশুমে দার্জিলিংয়ের কাছে ফের লাইনচ্যুত টয়ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পর্যটন মরশুমে দার্জিলিংয়ের কাছে ফের লাইনচ্যুত হলো টয়ট্রেন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। শনিবার সকালে ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ের দিকে যাচ্ছিল জয়রাইড। মাঝপথে সেটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। টয়ট্রেনে বেশ কয়েকজন পর্যটক ছিলেন। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। যাত্রীরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন। তবে এদিন ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েন তাঁরা। এদিকে এদিন সকাল থেকে উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায়ও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, রবিবার থেকে হালকা বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে উত্তরের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার থেকে ফের একবার ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকায়। এদিন খবর পেয়ে ঘটাস্থলে পৌঁছায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষ। বৃষ্টির মধ্যেই ট্রেনটিকে ফের লাইনে তুলে যাত্রা শুরু করা হয়েছে।

Office of the Prodhan
BENIAGRAM GRAM PANCHAYAT
Vill-Srirampur, P.O-Beniagram, P.S-Farakka, Dist-Msd, 742202

Sl No.	NIT No.	Description of NIT	Fund	Application last date
1	05/BNGP/2023-24 06/BNGP/2023-24	E NOTICE INVITING TENDER	15 CFC 2022-23	09-10-2023 up to 3.00 PM

Details information is available from the office notice board.
Sd/- Prodhan
Beniagram Gram Panchayat

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender
Ref: 1.DHLYN/15 th _GRANT/13/2023-2024
The Chairman Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission:- 07.10.2023 up to 18.00 PM. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website www.dhuliyanmunicipality.org
Sd/-Chairman
Dhuliyan Municipality

OFFICE OF THE CHITMU GRAM PANCHAYAT
At-Pogro, PO-Khatanga, PS-Kotshila, Dist.- Purulia, 723213.
Memo. No. 238/CGP/2023-24 Dated: 27/09/2023
Notice
Pradhan, Chitmu Gram Panchayat, invites E-Tender as follows: NIeT No.- 04(e)/CGP/2023-24 dt.27.09.2023, for 4 nos. scheme (Tender ID 2023_ZPHD_580336_1 to 2023_ZPHD_580336_4 within the jurisdiction of Chitmu Gram Panchayat under Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 05.10.2023 up to 6-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in
Corrigendum
In reference to this office Memo No-232/CGP/2023-24, dated: 23/09/2023 and NIT No:-02/CGP/2023-24 it is notified for general information to all concerned that the said Tender is hereby cancelled due to wrong NIT No and mismatch Memo No. and fresh Tender has been done against this NIT No:-02/CGP/2023- 24. NIT No:-03/CGP/2023-24, Date:-29/09/2023. Date of Sale of tender form:- On any working day from 30/09/2023 to 06/10/2023. Last date of dropping of sealed Tender form:- On or before 09/10/2023. Date of opening of Tender: 10/10/2023 (at 12.30PM)
Sd/- Pradhan
Chitmu Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHITMU GRAM PANCHAYAT
At-Pogro, PO-Khatanga, PS-Kotshila, Dist.- Purulia, 723213.
Memo. No. 237/CGP/2023-24 Dated: 27/09/2023
Notice
Pradhan, Chitmu Gram Panchayat, invites E-Tender as follows: NIeT No.- 03(e)/CGP/2023-24 dt.27.09.2023, for 10 nos. scheme (Tender ID 2023_ZPHD_579069_1 to 2023_ZPHD_579069_10) within the jurisdiction of Chitmu Gram Panchayat under Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 05.10.2023 up to 6-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Chitmu Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE
TENDER AUTHORITY -SHIMULPUR GP, BLOCK & PS-GAIHTATA, NORTH 24 PGS
E-TENDER ID
(1)2023_ZPHD_572257_1
(2)2023_ZPHD_572304_1
(3)2023_ZPHD_572334_1
(4)2023_ZPHD_572383_1
(5)2023_ZPHD_572453_1
(6)2023_ZPHD_572524_1
(7)2023_ZPHD_572575_1
(8)2023_ZPHD_572613_1
(9)2023_ZPHD_572645_1
Document Download / Sale End Date-06.10.2023 at 5.00PM Bid Submission End Date-06.10.2023 at 5.00PM Bid Opening Date(Technical) :-09- Oct -2023 11:00 AM For Details please visit:-www.wbtenders.gov.in For more information Please contact to the undersigned
SD/-The Pradhan
SHIMULPUR GRAM PANCHAYAT

উত্তর পূর্ব রেলপথ
ডি ওয়াই মুখ্য ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, এন.ই. রেলপথ, গোরখপুর, ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে ''খোলা'' ই-টেন্ডারের আহ্বান জানাচ্ছেন অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) নিম্নলিখিত কাজের জন্য। টেন্ডার নোটিস নংঃ ইএল-এমডাব্লুএস-জিকেপি-২০২৩-২৪-১১, টেন্ডার নম্বর এবং কাজের বিবরণঃ ইএল-এমডাব্লুএস-জিকেপি-২০২৩-২৪-১১, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একজস্ট ব্লোয়ার পাখার প্রতিস্থাপন এলএইচবি এসি কোচের লাভাটোরির জন্য, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুরে। আনুমানিক দরঃ ৪৯,৬৪,৪০৪ টাকা, ই.এম.ডি মূল্যঃ ৯৯,৩০০ টাকা, টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্যঃ ০.০০ টাকা, দরপত্র গ্রহণের চিঠি পাওয়ার পর কাজ পরিপূরণের সময়সীমাঃ ১২ মাস। ই-টেন্ডার অনলাইনে ২০.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা অবধি গ্রহণ করা হবে। বিড জমা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয় রেলের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in তে পাওয়া যাবে।
ডি ওয়াই মুখ্য ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার
CPRO/EL-160 (ডাব্লু / এস) গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট খাবেন না

গোসাইগাঁও ও গোলোকগঞ্জের কলোনিতে টাইপ- II কোয়ার্টার নির্মাণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১১৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ২৭-০৯-২০২৩। [illegible] http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

যোগবাণী স্টেশনের সফট আপগ্রেডেশন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল_ডিএন_০৬_২০২৩-২৪/কে, তারিখঃ ২৮-০৯-২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রতিস্থাপন, মেরামতী এবং বিদ্যমান ট্রলি সিডিউলের মানসম্পন্নকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং [illegible] www.ireps.gov.in-তে সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।
ASN-129/2023-24
@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE KALYANPUR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING E-TENDER
E-NIT NO. 12 OF 2023-24
Memo No. 115/KAL/15th F.C./2023-24
Dated: 29/09/2023
E-NIT NO. 11 OF 2023-24
Memo No. 116/KAL/15th F.C./2023-24
Dated: 29/09/2023
E-NIT NO. 10 OF 2023-24
Memo No. 114/KAL/15th F.C./2023-24
Dated: 29/09/2023
The Pradhan, Kalyanpur Gram Panchayat invites e- Tender for the works under Nandakumar Block. Intending Bidders may access detailed information and respond from e- procurement portal of Government of West Bengal at https://www.wbtenders.gov.in on and from 30.09.2023 at 17.00 Hours to 09.10.2023 at 17.00 hours.
Sd/- Pradhan,
Kalyanpur Gram Panchayat.
Kalyanpur, Nandakumar, Purba Medinipur

Office of the Salboni Panchayat Samity, Salboni, Paschim Medinipur
E-TENDER NOTICE
NIT No. 557/EO/Salboni PS/e-NIT 2023-24 Dtd.- 29/09/2023 & NIT No. 558/EO/Salboni PS/e-NIT 2023-24 Dtd. 29/09/2023
e-Tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity for 13 Works under Salboni Panchayat Samity. For details please visit: www.wbtenders.gov.in
Bid Closing date: 06.10.2023 & 13.10.2023
Sd/- Executive Officer,
Salboni Panchayat Samity

নিউ কোচবিহারে ৮০ টি বিছানাযুক্ত আরপিএসএফ ব্যারাকের নির্মাণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গ্রীড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে [illegible]
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Saharjora Gram Panchayet
Shitla,Barjora,Bankura
e-NIT No.-06/SGP/23-24, Dated-29/09/2023
All details of Schemes, Schedule dates and terms & condition can be obtained from www.wbetender.gov.in and Saharjora Gram Panchayet Office.
Sd/- Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-10/2023-24(3 rd Call)(Tender ID-2023_ZPHD_581357) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 8 no works. Last date of documents download & bid submission in 9 th October 2023 at 18:30. For details please visit website: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

DUBRARAJPUR GRAM PANCHAYAT
P.O- BON DUBRAJAPUR* BLOCK- SIMLAPAL*DIST- BANKURA
Notice Inviting e -Tender
Dubrajpur Gram Panchayat has invited 2 (two) nos of NIeT on 29/09/23. Vide NIT No- 09/DGP/23-24 vide Memo No-195/23-24 in11(Eleven) nos. works. NIT No-10/DGP/23-24 Vide Memo No-196/23-24 in 13 (Thirteen) nos. works. Last Date documents and Bid submission is 05/10/23. For details please visit website www.wbtenders.gov.in
sd/-
Pradhan
Dubrarajpur Gram Panchayat

খাওয়া-দাওয়া

পুজোর দিনে ফিট থাকতে আপনার চাই ত্রিফলা! উপকারিতা কি জেনে নিন

পুজোর আর বাকি দু হপ্তা। শেষ মুহূর্তের কেনাকাটি চলছে পুরোদমে। কিন্তু কেবল পোশাকের চমক নয়, শরীরের ফিট' থাকাটাও উৎসবের দিনগুলোয় একান্তই দরকার। তবে কেবল সেই জন্যই নয়, এই ইঁদুরদৌড়ের যুগে ব্যস্ততার মাঝে ফিট থাকতে কে না চায়। আর এই ফিট থাকার ক্ষেত্রে আপনার কাছে আশীর্বাদ' হয়ে দেখা দিতে পারে ভারতীয় আয়ুর্বেদের গুরুত্বপূর্ণ এক ওষধি। এর নাম ত্রিফলা । আমলকি, হরিতকি ও বহেরার মিশ্রণ। এই তিন ধরনের ফল শুকিয়ে চূর্ণ করেই তৈরি হয় ত্রিফলার মিশ্রণ। এই ত্রিফলা রাতারাতি আপনাকে যেমন ফিট করে তুলতে পারে, তেমনই ঝরিয়ে দিতে পারে মেদ। আসুন জেনে নেওয়া যাক। প্রথমে আলাদা করে তিন ফলের গুরুত্ব। আমলকিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। শরীর থেকে দূষিত পদার্থ টেনে বের করে দিতে এর জুড়ি নেই। রোগ প্রতিরোধ শক্তিও বাড়ায় আমলকি। এদিকে বহেরা হাড় ও পেশির জোর বাড়ায়। অন্যদিকে কোলস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে দারুণ ভাবে। এর জুড়ি নেই। কমায় ওজন। এমনও বলা হয়, ক্যানসারের ক্ষেত্রেও ত্রিফলা চূর্ণ কাজ দেয়। কমায় মানসিক স্ট্রেস।

হরিতকিতেও রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। পেট ভালো রাখে। এই তিন ফলের মিশ্রণ শারীরিক ও মানসিক ভাবে দারুণ উপকারী। ডায়াবেটিস, হাই কোলেস্টেরল এবং উচ্চ রক্তচাপের সমস্যার মোকাবিলায় ত্রিফলা চূর্ণ জলে ভিজিয়ে রাখুন সারা রাত। এক কাপে এক চামচই যথেষ্ট। পরদিন সকালে সেই জল খেয়ে নিলেই কেল্লা ফতে। রোজকার অভ্যাসে রাখুন ত্রিফলা চূর্ণ। ফলাফল টের পাবেন নিজেই।

মুরগির মাংস দিয়েই তৈরি হবে সুস্বাদু ধোকার ডালনা!

বাঙালির রান্নাঘরে সারা বছরই চলে ভূরিভোজের উৎসব। নিত্যনতুন খাবারের স্বাদ পেতে রান্না নিয়ে চলে নানা পরীক্ষা। চেনা খাবারগুলোকেই

অনেক সময় আমরা একটু অন্যভাবে বানানোর চেষ্টা করে থাকি। তাই আজ রইল তেমনই এক রেসিপি। নিরামিষের অতি জনপ্রিয় পদ ধোকার ডালনা। সাদা ভাতের সঙ্গে ধোকা থাকলে আর কিচ্ছু লাগে না! এবার এই নিরামিষ পদকেই আমিষের মতো রান্না করে দেখুন। বানিয়ে ফেলুন চিকেন ধোকার ডালনা। রইল প্রণালী।

উপকরণ-দেড় কাপ চিকেন কিমা, আধ কাপ ছোলার ডাল, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গোটা জিরে, পঁয়োজ কুচি, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, গরম মশলা গুঁড়ো, এক চামচ ঘি, রান্নার জন্য সর্ষে তেল।

প্রণালী-ছোলার ডাল জলে ধুয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর মিক্সিতে পিষে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন। চিকেন কিমা ভাল ভাবে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। এর পর মাংসের কিমার মধ্যে ডালের পেস্ট, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, চিনি দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে নিন।

কড়াইয়ে পরিমাণমতো সর্ষে তেল গরম করে গোটা জিরে ফোড়ন দিন। এতে পঁয়োজ কুচি, কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে চিকেন ও ডালের মিশ্রণটি দিয়ে দিন। ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। ঢাকা দিয়ে মাংস সেদ্ধ করে নিন। শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। তারপর একটা বড় প্লেটে ঢেলে ধোকার আকারে কেটে নিন।

কড়াইতে বেশি করে তেল গরম করে ধোকার টুকরোগুলি লালচে করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। ফোড়ন থেকে সুগন্ধ বেরোলে পঁয়োজ কুচি, টম্যাটো কুচি দিয়ে ভাজুন। এর পর আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে দিন। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, নুন, চিনি এবং সামান্য জল দিয়ে মশলা কষিয়ে নিন।

মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে পরিমাণমতো জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক পর ঝোল ফুটে উঠলে ভেজে রাখা চিকেন ধোকাগুলি দিয়ে দিন। আবার ঢাকা দিন। রান্নাটা মাখা মাখা হলে ভাল। তাই বেশি ঝোল রাখবেন না। নামানোর আগে উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে দিন। সাদা ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন চিকেন ধোকার ডালনা।

জংলি মাস' খেতে চান? জেনে নিন লোভনীয় রেসিপি

কম তেলে চিকেন মালাই হান্ডি'? স্বাদ-পুষ্টি দুটোতেই ভরপুর

প্রথমেই জেনে নিন জংলি মাস' তৈরি করতে কী কী উপকরণ দরকার? খুব কম জিনিসেই রাঁধতে পারবেন।

মাটন- ৩৫০ গ্রাম, দেশি ঘি- ১ কাপ, রসুন- ১টি, নুন- স্বাদমতো, শুকনো লঙ্কা- ৫-৬টি, হলুদ, তেজপাতা- ১টি, ধনে গুড়ো- ১ চাচামচ, গোলমরিচ- ১ চাচামচ, এলাচ- ৩টি, স্টার অনিজ- ১টি, জয়িত্রি- ১টি, টক দই- ২ টেবিল চামচ, জল- ১ লিটার।

প্রণালী- প্রথমেই একটি পাত্রে ঘি গরম করুন। তাতে শুকনো লঙ্কা আর রসুনের কোয়া এবং সমস্ত গোটা মশলা ফোড়ন দিন। অল্প আঁচে ২ মিনিট স্যতে করে ঠান্ডা করুন। এবার এই মিশ্রণ পেস্ট করে নিন। অন্যদিকে কড়ায় আবার ঘি দিয়ে গরম করে তেজপাতা ফোড়ন দিন এতে মাটন দিয়ে নুন-হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো সব দিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে নিন। ঢাকনা দিন। মিনিট দুয়েক ওভাবে রেখে মশলার পেস্টটা দিয়ে কষান ভাল করে। তেল ছেড়ে এলে তাতে জল দিয়ে প্রেসার কুকারে দিয়ে দিন। নামিয়ে পরিবেশন করার আগে আরেকবার ১ চামচ ঘি দিন। কিন্তু মাথায় রাখবেন এই ৩৫০ গ্রাম মাটন ১ কাপ ঘিতেই রান্না হবে। বেশ লাল, গা মাখা হবে দেখতে।

চিকেন মালাই হান্ডি' নাম শুনলেই অনেকের ধারণা খুব হয়তো তেল-ঝাল, মশলা দিয়ে বানানো খাবার। তবে একেকজন একেকরকমভাবে রাঁধেন। কিন্তু জানেন কি, কম তেলেও রাঁধা যায় এই পদ! কীভাবে বানাবেন দেখে নিন-

১) প্রথমেই চিকেনে নুন এবং

লেবুর রস আর গোলমরিচ দিয়ে একসঙ্গে ম্যারিনেট করে অন্তত ৩০ মিনিট রাখুন।

২) এবার ১ চামচ সাদা তেলে ২টো পেঁয়াজ কুচি আর ৫-৬টা কাজু হালকা করে ভেজে নিন। পেঁয়াজ লাল না হলেও চলবে। এর সঙ্গে ৩-৪টি কাঁচা লঙ্কাও দিতে হবে। এবার এই ভাজা ঠান্ডা করে নিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করে নিন।

৩) এবার ২ চামচ সাদা তেল গরম করে তাতে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। এবার এতে ১ টেবিল চামচ আদাবাটা আর ১ টেবিল চামচ রসুনবাটা দিয়ে কষাতে হবে। একটু ভাজা হয়ে এলে মিক্সিতে পেস্ট করা ওই কাজুর পেস্টটা দিন। আবার মিনিট কয়েক কষাতে হবে।

৪) তারপর কষা মশলায় ম্যারিনেট করা চিকেন, জিরেগুড়ো, নুন, ধনেগুড়ো, গোল মরিচ এবং অল্প গরম মশলাগুড়ো দিয়ে সব কষতে হবে ১০ মিনিট ধরে। একটু তেল ছেড়ে এলে বুঝবেন কষানো হয়ে গিয়েছে। এবার জল দিয়ে অল্প আবার একটু কষে ঢাকা দিয়ে চিকেন সেদ্ধ করে নিতে হবে,

৫) সেদ্ধ হয়ে এলে ৩-৪ চামচ দই আর কসুরি মেথি আবার ঢাকা দিয়ে আঁচ কম করে ঝোল শুকিয়ে নিন গা-মাখা হলেই তৈরি আপনার স্বাদে-পুষ্টিতে ভরপুর চিকেন মালাই হান্ডি'। রুটি-ভাত দুটোর সঙ্গেই ভাল লাগে খেতে।

ঝটপট বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু প্যানকেক

সকলেরই পছন্দের খাবার প্যানকেক। বিশেষত খুদেদের কাছে তো খুবই জনপ্রিয় একটি খাবার প্যানকেক। খুব অল্প সময় আর অল্প উপকরণেই বানানো যায়। আজ আপনাদের জন্য রইল কলা এবং ওটস দিয়ে তৈরি প্যানকেকের রেসিপি। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমন স্বাস্থ্যকরও। সকাল ও বিকেলের জলখাবারে, অথবা বাচ্চার টিফিনে সহজেই বানিয়ে দিতে পারেন।প্যানকেকের উপকরণ- এক কাপ ওটস, ২টো কলা, একটি ডিম, আধা কাপ দুধ, এক চা চামচ বেকিং পাউডার, ২ টেবিল চামচ সাদা তেল, ১ চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, ৩ টেবিল চামচ ম্যাপেল সিরাপ, ২ টেবিল চামচ মিল্ক চকোলেট, ১ টেবিল চামচ আখরোট কুচি।প্যানকেক তৈরির পদ্ধতি-মিক্সিতে খোসা ছাড়ানো কলা, দুধ, ডিম, ওটস, ভ্যানিলা এসেন্স এবং ম্যাপেল সিরাপ - সব একসঙ্গে মিহি করে পিষে নিন। একেবারে মিহি ব্যাটার তৈরি করতে হবে। এবার একটি পাত্রে এই ব্যাটার ঢেলে তাতে বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিন। গ্যাসে নন-স্টিক প্যান বসান। তাতে অল্প তেল দিয়ে. গরম হতে দিন। তেল গরম হলে প্যানে এক হাতা ব্যাটার দিয়ে গোল করে চারপাশে ছড়িয়ে দিন। একদিন ভাল ভাবে ভাজা হয়ে গেলে, আরেক পিঠ উল্টে দিন। এই ভাবে উল্টেপাল্টে দুই দিক গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিন। অন্য একটি প্যানে মিল্ক চকোলেট নিয়ে গলিয়ে নিন ভাল ভাবে। প্লেটে প্যানকেকগুলি একটার ওপর একটা সাজিয়ে নিন। তার উপর আখরোট কুচি এবং গলানো চকোলেট ছড়িয়ে দিন। ম্যাপেল সিরাপ বা মধু সহযোগে পরিবেশন করুন কলা ওটস প্যানকেক।

রাম জন্মভূমিতে অনুপম খের, ঘুরে দেখলেন মন্দির নির্মাণের কাজ

অযোধ্যা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার শ্রী রামের জন্মভূমিতে গিয়ে ভগবান রামের দর্শন করলেন অভিনেতা অনুপম খের। এরপর তিনি মন্দির নির্মাণের কাজ ঘুরে দেখেন। এদিন তিনি কনক ভবন ঘুরে দেখেন। এই সময় তিনি ভিডিও কলের মাধ্যমে তাঁর বৃদ্ধা মাকেও মন্দিরের দর্শন করান। সেলফিও তুলেছেন তিনি। অনুপম খের সাংবাদিকদের বলেন, এই ভূমি অত্যন্ত পবিত্র। এই স্থানের প্রতিটি কণায় ভগবান রাম বিরাজমান। আমি সারা ভারতে এবং সারা বিশ্বে বসবাসরত সনাতন ধর্মের অনুসারীদের অযোধ্যায় এসে শ্রী রামের দর্শন করার জন্য আবেদন করছি। তিনি বলেন, আজ তিনি সমস্ত সনাতন ধর্ম অনুসারীদের কল্যাণের জন্য ভগবান রামের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছেন। যারা সনাতনে বিশ্বাস করে না তাদের জন্যও আমি প্রার্থনা করেছি। ভগবান রাম সকলের মঙ্গল করুক। অযোধ্যায় দর্শন পুজো শেষে অনুপম খের লখনউয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

উত্তর পূর্ব রেলের যাত্রীদের সুবিধার্থে, ০১ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে বাস্তবায়িত উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের নতুন সময়সূচী

গোরখপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ রেল যাত্রীদের সুবিধার্থে, ০১ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে বাস্তবায়িত উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের নতুন সময়সূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ -নতুন যানবাহন চলাচল -- ২২৫৪৯২২৫৫০ গোরখপুর-লখনউ-গোরখপুর বন্দে ভারত সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (সপ্তাহে ছয় দিন)- ২০৯৬১২০৯৬২ উধনা-বেনারস-উধনা সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস- ১২৯৪৫১২৯৪৬ ভেরাভাল-বেনারস-ভেরাভাল সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। ট্রেনের রুট সম্প্রসারণ-- ১২৫৩৭১২৫৩৮ মুজাফফরপুর-বারাণসী-মুজাফফরপুর দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের রুট প্রয়াগরাজ রামবাগ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, ১৪৭২৩১৪৭২৪ ভিওয়ানি-কানপুর-ভিওয়ানি কালিন্দী এক্সপ্রেসের রুট প্রয়াগরাজ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই ট্রেনটি এখন নতুন নম্বর ১৪১১৬১৪১১৫ দিয়ে চলবে। ১২৩১৯১২৩২০ এর রুট এক্সটেনশন কলকাতা-আগ্রা ক্যান্ট-কলকাতা সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস গওয়ালিয়র পর্যন্ত, ১৪৮৫৪১৪৮৫৩ যোধপুর-ভারনাসি-জোদহপুর ট্রাই-ওয়েইকু-টিআরআই-ওয়েইক, ১৪৮৬৪১৪৮৬৩-জোদো-জোদপুর -৬৩-৬৩৮৬৩ বারা-জোদপুর -৬৩-৬৩৬৩ যোধপুর-বারানসী সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস এবং ১৯১৬৭১৯১৬৮ আহমেদাবাদ-বারানসী-আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস (সপ্তাহে চার দিন চলমান) এর রুট বারাণসী সিটি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।ট্রেনের সাময়িক স্টপেজ-- বিলাসপুর স্টেশনে ১২০৯১১২০৯২ দেরাদুন-কাঠগোদাম-দেরাদুন এক্সপ্রেসের অস্থায়ী স্টপেজ, বস্তি স্টেশনে ২২৫৩৩২২৫৩৪ গোরখপুর-যশবন্তপুর-গোরখপুর এক্সপ্রেসের অস্থায়ী স্টপেজ, ১৫২০৩১৫২০৪ এক্সপ্রেস স্টপেজ টেম্পোরারি স্টপেজ, এমবাউন্ডারউনি স্টেশনের টেম্পোরারি স্টপেজ। ৭১৫ গুরসাহাইগঞ্জ স্টেশনে ১৯৭১৬ জয়পুর-কামাখ্যা-জয়পুর এক্সপ্রেসের অস্থায়ী স্থগিত, ২২৯২১২২৯২২ গুরসাহাইগঞ্জ স্টেশনে বান্দ্রা টার্মিনাস-গোরখপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস এক্সপ্রেসের অস্থায়ী থামা, ২২৫২৯২২৫৩০ পাটলিপুত্র-পাটলিপুত্র-৪মনা এক্সপ্রেস-৪মনাউক এক্সপ্রেস, ১৫ ২০৩ ১৫২০৪ বারাউনি-লখনউ জং-বরাউনি এক্সপ্রেস এবং ১৫৯০৯১৫৯১০ লালগড়-ডিব্রুগড়-লালগড় এক্সপ্রেসের একমা স্টেশনে অস্থায়ী স্টপেজ, ১৫০২৮১৫০২৭-এর অস্থায়ী স্টপেজ - পাটলিপুত্র- গোরখপুর এক্সপ্রেস। রাজাপট্টি স্টেশনে ১৫০৮০১৫০৭৯ গোরখপুর-পাটলিপুত্র-গোরখপুর এক্সপ্রেস এবং ১৫১১৩১৫১১৪ গোমতীনগর-ছাপড়া কাছারি-গোমতীনগর এক্সপ্রেসের অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। তুলসীপুর স্টেশনে ২২৯২২২২৯২১ গোরখপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস-গোরখপুর এক্সপ্রেসের অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হয়েছে, ১৫২৩১১৫২৩২ বরাউনি-গোন্দিয়া-বরাউনি এক্সপ্রেসের অস্থায়ী স্টপেজ এবং ২০৯৪১২০৯৪২ বান্দ্রা টার্মিনাল-কেন্দ্রাজি টার্মিনাল-গহান্দ্রা এক্সপ্রেস দেওয়া হয়েছে। রামকোলা স্টেশনে ১৫১১৩ গোমতীনগর-ছাপড়া কাছারি এক্সপ্রেসের স্টেশন এবং অস্থায়ী হল্ট দেওয়া হয়েছে। উপরের নতুন টাইম টেবিলে ১১০টি ট্রেনের গতি বাড়ানো হয়েছে, যার কারণে ১২৫২ মিনিট ভ্রমণের সময় বাঁচানো হয়েছে।

পুলওয়ামা এবং অনন্তনাগে দুটি সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ধ্বংস নিরাপত্তা বাহিনীর

পুলওয়ামা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার নিরাপত্তা বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা এবং অনন্তনাগ জেলায় সন্ত্রাসবাদীদের দুটি ঘাঁটিতে অভিযান চালিয়ে তা ধ্বংস করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বাহিনী অভিযান চালায়। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর ৪২ আরআর এই অভিযান কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা অনন্তনাগ জেলার নাগবাল জঙ্গল এবং পুলওয়ামা জেলার গুলশানপোরা ত্রাল বনাঞ্চলে অনুসন্ধান অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের দুটি ঘাঁটি শনাক্ত করে সেটিকে ধ্বংস করে। একটি ঘাঁটি নাগবাল জঙ্গলে ও অপরটি গুলশানপোরা ত্রাল বনাঞ্চলে ছিল বলে জানিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী।

বেআইনী দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযানে বুলডোজার

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ রাজধানী আগরতলা শহরকে যানজট মুক্ত করতে ফের উচ্ছেদ অভিযানে নামল আগরতলা পুর নিগরে টাস্ক ফোর্স। শনিবার আগরতলা শহরের শকুন্তলা রোডে নিগমের তরফে উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের তরফে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই ছিল। এদিন সকালে নিগমের টাস্ক ফোর্স ও সাফাই কর্মীদের নিয়ে নিগমের আধিকারিকরা শহরের শকুন্তলা রোড এলাকায় বেআইনিভাবে দখল করে রাখা জায়গা পুনরুদ্ধারে অভিযান চালানো হয়। রাস্তার পাশে বেশকিছু অস্থায়ী ঠেলা তুলে নেওয়া হয় বুলডোজার চালিয়ে। তাছাড়া বড় বড় দোকানের সামনে ফুটপাত দখল করে যসব পসরা সাজিয়ে রাখা হয়েছিল সেগুলিও তুলে ফেলা হয়। সকাল সকাল দোকান খোলে ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেছিল এমনি চলল পুর নিগমের বুলডোজার। ব্যবসায়ীদের তরফে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সফল হননি। তাদের দাবী সামনেই পূজো। এই মুহূর্তে নিগম এমনটা না করলেও পারত। বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর রোজগারে টান পড়বে। প্রসঙ্গত, গত ২৫ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন করে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানিয়েছিলেন, শহরের যেসব এলাকায় ব্যবসায়ীরা বেআইনীভাবে জায়গা দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের তিনদিনের মধ্যে ব্যবসায় সামগ্রী সরিয়ে নেয়ার জন্য। সতর্ক বার্তা দিয়েছিল আগরতলা পুর নিগম। তিনদিন পর পুর নিগম উচ্ছেদ অভিযানে নামবে। যেমন কথা তেমন কাজ। নিগম চালিয়ে দিল বুলডোজার। উল্লেখ্য, আগরতলা শহরের বেশ কিছু এলাকায় ইতিপূর্বে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।

রাজস্থানের জয়পুরে যুবক খুনের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা, মোতায়েন প্রচুর পুলিশ

জয়পুর,৩০ সেপ্টেম্বর ঃ রাজস্থানের জয়পুরে এক যুবককে খুনের ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, শুক্রবার গভীর রাতে রাজস্থানের জয়পুরের সুভাষ চক এলাকার গঙ্গাপোলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন প্রচুর পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি এসটিএফের একটি দলও মোতায়েন করেছে। উত্তেজিত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে খুনিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে পারকোটা এলাকার বড়ী মোড় থেকে রামগঞ্জ মোড় পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। এলাকায় উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শনিবার সকালে সুভাষ চক এলাকায় পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ডিসিপি, এডিসিপি ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের মোতায়েন করা হয়। কিষাণপোলের বিধায়ক আমিন কাগজি এবং আদর্শ নগরের বিধায়ক রফিক খান এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে ঘটনাস্থলে যান। প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা

পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানা গেছে। পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) উমেশ মিশ্র অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ জানায়, জয়পুরের রামগঞ্জের বাসিন্দা ১৮ বছর বয়সী ইকবালের একটি বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়। শুক্রবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ইকবাল জয়সিংপুরা খোর থেকে বাইকে করে বাড়ি আসছিলেন। তখন গঙ্গাপোলের রাওয়াল জি কা বাগ এলাকায় এক যুবকের সঙ্গে ইকবালের বাইকের ধাক্কা লাগে। দুটি বাইকের সংঘর্ষের পর বাইক আরোহী দুই যুবকের মধ্যে গালিগালাজ হয়। তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের সঙ্গে ইকবালের কথা কাটাকাটিও হয়। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন ইকবালকে মারধর শুরু করে। ইকবালকে লাঠি দিয়ে মারতে থাকে কিছু লোক। সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইকবালকে আশঙ্কাজনক অবস্থায়. এসএমএস হাসপাতালের ট্রমা ওয়ার্ডে ভর্তি করলে ইকবালের মৃত্যু হয়। ইকবালের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর শনিবার রাস্তায় উত্তেজিত জনতা জড়ো হয়। পরিস্থিতির অবনতি দেখে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

উদয়পুরে নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে যুবকের কুড়ি বছরের কারাদন্ড

উদয়পুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত প্রতিবেশী যুবককে বিভিন্ন ধরায় সর্বোচ্চ কুড়ি বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করলেন গোমতী জেলার স্পেশাল জজ। গত ২৬ শে জুলাই ২০২১ সালে রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ফোটামাটি এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে নিজাম মিয়া এলাকার এক নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করে একাধিকবার।পরবর্তী সময়ে নাবালিকা কন্যাটি অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়ির লোকজনরা মেয়েটিকে নিয়ে চিকিসকের কাছে যায়। নাবালিকা তখন গর্ভবতী। সেখানে নাবালিকা কন্যাটি সব খুলে বলে। পরবর্তী সময়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। মেয়েটির ভাই রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় মামলা দায়ের করেন অভিযুক্ত নিজাম মিয়ার বিরুদ্ধে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে আসামি নিজাম মিয়াকে গ্রেফতার করে। রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় মামলার মম্বর ৪৬২১। মামলা হয় আইপিসির ৫০৬৩৪২৩৭৬(২) এবং পক্সো আইনে ৬ ধারায়। মামলা নিয়ে আসামীকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করে। দীর্ঘ দিন ধরে আদালতে মামলাটি চলার পর আদালত ১৯ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহন করে। শনিবার গোমতী জেলার স্পেশাল জজ আশুতোষ পান্ডে আসামী নিজাম মিয়াকে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৪২ নম্বর ধারায় ছয় মাসের জেল, সাথে ৫০০ টাকা অর্থ দন্ড অনাদায়ে ১৫ দিন জেল। ৫০৬ ধারায় এক বছরের জেল সাথে একহাজার টাকা অর্থ দন্ড অনাদায়ে এক বছরের জেল এবং পক্সো আইনে কুড়ি বছরের জেল, সাথে দশ হাজার টাকা অর্থ দন্ড অনাদায়ে ছয়মাসের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেন। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী পল্টু দাশ। মামলাটির তদন্তকারী অফিসার ছিলেন এস আই সুমিতা কাপালি।

এলএইচবি কোচ সহ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচল শুরু

মালিগাঁও, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীদের জন্য সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ট্রেন নং. ১৫৬৩৪১৫৬৩৩ (গুয়াহাটি-বিকানের-গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটির কোচগুলি আধুনিক এলএইচবি (লিংকে হফমেন বুশ) কোচে রূপান্তর করা হয়েছে, যা অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সজ্জিত। অসম সরকারের পরিবহণ, আবগারী ও মস্য পালন মন্ত্রী শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে পতাকা নাড়িয়ে এলএইচবি রেকের এই ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য কার্যালয় ও ডিভিশন থেকে বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন করে রূপান্তরিতত এলএইচবি ট্রেন নং. ১৫৬৩৪ (গুয়াহাটি-বিকানের জং.) এক্সপ্রেসটি গুয়াহাটি থেকে প্রত্যেক শনিবারে ১০.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং ট্রেন নং. ১৫৬৩৩ (বিকানের জং.-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেসটি ০৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ থেকে বিকানের জং. থেকে প্রত্যেক বুধবারে ১০.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিবে। ট্রেনটি ৪৩ ঘণ্টায় ২৩২৮ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করবে। যাত্রা পথে ট্রেনটি কামাখ্যা, নিউ বঙাইগাঁও জং., নিউ আলিপুরদুয়ার জং., নিউ জলপাইগুড়িজং., কাটিহার জং., মোকামা, কানপুর সেন্ট্রাল, আগ্রা ফোর্ট, জয়পুর জং., দেগানা জং., মিরতা রোড হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনটিতে ১টি এসি

২ টিয়ার, ৫টি এসি ৩ টিয়ার, ১২টি স্লিপার, ১টি সেকেন্ড ক্লাস ও ১টি প্যান্টি, কারের পাশাপাশি ২টি পাওয়ার কার সহ ২২টি এলএইচবি ডিজাইনের কোচ থাকবে। এখানে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুরক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সহ এলএইচবি কোচগুলি আরও প্রশস্ত ও আরামদায়ক হওয়ার সুবিধা রয়েছে। হাইড্রোলিক শক অ্যাবজর্বার ও উন্নত সাসপেনশন সিস্টেম থাকা এলএইচবি কোচগুলি প্রচলিত রেকগুলির তুলনায় যাত্রীদের জন্য উন্নতমানের রাইডিং অভিজ্ঞতা ও আরাম নিশ্চিত করে। প্রত্যেকটি কোচে মডিউলার ইন্টারিওর রয়েছে, যা সিলিং ও লাগেজ রেক এবং প্রশস্ত জানালার আলোর ব্যবস্থাকে একীভূত করে। প্রত্যেকটি এলএইচবি কোচে কন্ট্রোল ডিসচার্জ বাথরুম সিস্টেম ও বায়ো টয়লেট রয়েছে, আইসিএফ কোচের তুলনায় যা পরিবেশ অনুকূল। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণকে নিরাপদ, দ্রুত ও অধিক আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়ে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং এই ক্ষেত্রে গুয়াহাটি-বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের আধুনিক এলএইচবি রেকে রূপান্তর করাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

Name Change

I, TAHIR HUSSAIN MISTRI (old name) S/O ARSAD ALI MISTRI Presently residing at 95/57/14, Dwarik Jangal Road, PO-Hizinagar, PS-Naihati, Barrackpore-743135 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)TAHIR HUSSEN MISTRI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/09/2023. TAHIR HUSSAIN MISTRI and TAHIR HUSSEN MISTRI all are same and one identical person.

Name Change

I ASHRAFUL MANDAL, S/O AFCHHAR MANDAL, R/O KUSHABERIA, BARBARIA, P.S. DHANTALA, NADIA, PIN-741501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHAFUL MANDAL, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/09/2023. ASHAFUL MANDAL AND ASHRAFUL MANDAL SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I AFACHAR ALI MANDAL, S/O ABDUL CHATTAR MANDAL, R/O KUSBARIA, NADIA, PIN-741501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFCHHAR MANDAL, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/09/2023. AFCHHAR MANDAL AND AFACHAR ALI MANDAL SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD RASHED (OLD NAME),SON OF MD JAFAR RESIDING AT 2/H/2 HATI BAGAN ROAD, ENTALLY, Kolkata 700014.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD RASHID(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/09/2023.THAT MD RASHED AND MD RASHID SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, FAJLU SEKH (old name) S/O HASEN SEKH Presently residing at Vill-Magura Naskar Pukur, PO-Gandhabaduli, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs(S), Pin-743503 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)FAZLUR SEKH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/09/2023. FAJLU SEKH and FAZLUR SEKH both are same and identical persons.

Name Change

I, NOOR KHATOON (old name) W/O AKTHAR HOSSAIN MONDAL Presently residing at V-180, Karbala Road, PS-Rajabagan, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NOOR KHATOON BIBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/09/2023. NOOR KHATOON and NOOR KHATOON BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, TENZIN WOSEL (old name) S/O WANGDI BHUTIA Presently residing at MIRIK KRISHNA NAGAR ,WARD NO 5, MIRIK, DARJEELING-734214 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TENZIN WOSEL BHUTIA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/09/2023. TENZIN WOSEL and TENZIN WOSEL BHUTIA both are same and one identical person.

Name Change

I, RENU GHOSH (old name) W/O TARAK GHOSH Presently residing at 14, KALI TEMPEL ROAD, PS-KALIGHAT KOLKATA -700026 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RENUBALA GHOSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/09/2023. RENU GHOSH and RENUBALA GHOSH both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Ahtesham Ali Ali (old name) S/O Md Ashraf Ali Presently residing at 62T, Tiljala Road near Kids Care School, Kolkata-700045 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD. AHTESHAM ALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 21/09/2023. Mohammad Ahtesham Ali Ali and MD. AHTESHAM ALI both are same and one identical person.

Name Change

I, SAMSUL ALAM (old name) S/O MD ABDUR RAUF Presently residing at SHONEPUR KASHIPUR SONPUR SOUTH 24TH PARGANAS PIN 700135 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD SAMSUL ALAM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/09/2023. SAMSUL ALAM and MD SAMSUL ALAM both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I **Parimal Majumder** son of Late Bisweswar Mazumder residing at B/1 F 22 10303 Bidhannagar main road Kolkata 700067 and **Parimal Mazumder** are one and identical person henceforth I shall be known as **Parimal Mazumder** for all purpose as per affidavit no : 2414.

NAME CHANGE

I **Pratyay Mazumder** son of Parimal Mazumder residing at B/1 F 22 10303 Bidhannagar main road Kolkata 700067 beside Bidhan Nagar tram depot and **Pratyay Majumder** are one and identical person henceforth I shall be known as **PRATYAY MAJUMDER** for all purpose as per affidavit no : 2413.

রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উন্মত্ত যুবকের দাপাদাপি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উন্মত্ত যুবকের দাপাদাপির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো রোগী, নার্স ও কর্তব্যরত চিকিৎসকদের মধ্যে। অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ঢুকে চিকিৎসক ও নার্সদের হুমকি দেয় এক যুবক। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন হাসপাতালের সিসিইউ ইউনিটের চিকিৎসক ও নার্সরা। বিষয়টি জানিয়ে রাতেই ওই যুবকের বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে শনিবার গ্রেফতার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে হানিফ শেখ নামে এক যুবক মদ্যপ অবস্থায় হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ঢুকে পড়ে। সেখানে চিকিৎসারত এক রোগীর সঙ্গে দেখা করতে যায় সে। কিন্তু ভিজিটিং আওয়ার না থাকায় সেখানে থাকা কর্মরত চিকিৎসক তাকে রোগীর সঙ্গে দেখা করতে দিতে রাজী হননি। এরপর সে সিসিইউতে থাকা চিকিৎসক ও নার্সদের লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ধরে। এবং জোর করে সিসিইউ এর মধ্যে থাকা রোগীর সঙ্গে দেখা করে। আচমকায় সিসিইউয়ের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ধরায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সেখানে থাকা কর্মরত চিকিৎসক ও নার্সেরা। বিষয়টি তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানান। রাত্রি দেড়টা নাগাদ হাসপাতালের এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায় রামপুরহাট থানার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঈশ্বরবাবু বলেন, আমি নিজে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করি। এভাবে হাসপাতালের মধ্যে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়লে কাজ করা অসম্ভব। এদিন হানিফ শেখ নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের বাড়ি রামপুরহাট পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে আমাদের নেতৃত্বকে আটকানোর চেষ্টা করছেঃ অরূপ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ওরা তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে। তাই ওরা ট্রেন বাতিল করে কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে আমাদের নেতৃত্বকে আটকানোর চেষ্টা করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে দিল্লির রাজপথ জুড়ে আগামী ২ এবং ৩ অক্টোবর প্রতিবাদ দৃপ্ত হবে। মন্তব্য রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরূপ রায়ের। শনিবার দুপুরে হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে অরূপ রায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার প্রতি বঞ্চনা করছে। ১০০ দিনের মজুরির টাকা বন্ধ, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ, বাংলা থেকে যে রেভিনিউ নিয়ে যাচ্ছে তার চল্লিশ শতাংশ টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র রাজ্যকে। প্রায় লক্ষ কোটি টাকা বাকি কেন্দ্রের কাছে। কিন্তু সেই আদায়ে আন্দোলনকে রুখে দিতে চাইছে কেন্দ্র। ট্রেনে সেখানে যেতে বাধা, রামলীলা ময়দানে আন্দোলনের পারমিশন দিচ্ছে না। কিন্তু এভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো যাবে না। এদিন অরূপ রায় আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ২.৬৫ কোটি জবকার্ড হোল্ডার রয়েছেন। এরা জীবন ও জীবিকার জন্য ১০০ দিনের কাজের উপর নির্ভরশীল। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য গত ২ বছর ধরে বিজেপি সরকার এদের টাকা আটকে রেখেছে। ২১ জুলাই স্থির হয় যে এর বিরুদ্ধে দিল্লিতে প্রতিবাদ হবে। দিল্লিতে তাঁদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে চেয়ে সারা রাজ্য থেকে লোক এখানে এসেছেন। এরজন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ ট্রেন অগ্রিম সিকিউরিটি ডিপোজিট দিয়ে বুকিং করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার ভয়ে ট্রেন ছাড়ার কয়েক ঘন্টা আগে সেই ট্রেন বাতিল করে দিয়েছে। এমন ঘটনা মোদী সরকারের প্রথম নয়, এর আগে দিল্লিতে ১ লক্ষ মানুষের জন্য অস্থায়ী শিবিরের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা, কৃষি ভবনের বাইরে বিক্ষোভের অনুমতি বাতিল, পঞ্চায়েত মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের বাড়ির বাইরে অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি প্রত্যাখ্যান সহ বিভিন্ন আন্দোলন হয় প্রত্যাখান, না হয় বাতিল করা হয়েছে। একদিকে যখন ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন সংসদ ভবন তৈরি করা হয়েছিল, ৮ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ভিভিআইপিদের জন্য নতুন বিমান আনা হয়েছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বিজেপি সরকার আবাস যোজনা প্রকল্পের প্রায় ৮,১৪১ কোটি টাকা, ১০০ দিনের প্রকল্পের ৭ হাজার কোটি টাকা বকেয়া করে রেখেছে। শুধু তাই নয় রাস্তা, জল, মিড ডে মিল এবং সর্বশিক্ষা মিশনের জন্য টাকা বকেয়া রয়েছে। বিজেপি ভয় পেয়েছে। সেইজন্য যেহেতু ৩ তারিখ দিল্লিতে কর্মসূচি আছে সেহেতু ওইদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হয়েছে। কার সঙ্গে কার সেটিং রয়েছে তা ২০২১ সালে দেখা গিয়েছে। ২০১৯ সালে দেখেছি বামেদের সব ভোট বিজেপির কাছে চলে গিয়েছে। যার ফলে এতগুলো সিট পেয়েছে। বামেদের ভোট বিজেপির দিকে চলে যাওয়ার কারণে তারা অনেক ভোট পেয়েছে যা আগে কখনও ছিলনা। কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত হওয়ার পরও মাত্র ৭ হাজার ভোট পেয়েছে। সিপিএমের বাকি ভোট বিজেপির কাছে চলে গিয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় বিজেপির সঙ্গে সিপিএমের কতটা সেটিং রিয়েছে। এই কারণে বাংলার মাটি থেকে সিপিএম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দল পয়সা দিয়ে ট্রেন ভাড়া নিয়েছিল। রেল পয়সা নেওয়ার পরেও সেই ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ দ্বিচারিতা এবং এর থেকে প্রমাণিত হয় এরা তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে। এই কারণে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এটা নির্বাচনের ইস্যু নয়। এটা গরিব মানুষের জন্য মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই। গরিব মানুষদের কেউ বঞ্চিত করলে তৃ্যণমূল কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে লড়াই করবে। বাংলা থেকে যে রেভিনিউ আদায় করে নিয়ে যায় এর ৪০ শতাংশ টাকার অধিকার বাংলার। এরা বাংলার সরকারকে টাইট দিতে চাইছে, বিপদে ফেলতে চাইছে।

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষুব্ধ জেলাশাসক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে চরম ক্ষুব্ধ হলেন পূর্ব বর্ধমানের নতুন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ নম্বর ব্লকে রাস্তা পরিদর্শনে যান জেলাশাসক। সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। তিনি এলাকার বেশ কয়েকটি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি তিনি যান মীরপুর থেকে রামচন্দ্রপুর কালিতলা পর্যন্ত ১.৭ কিলোমিটার পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি নতুন রাস্তা দেখতে। নতুন রাস্তার হাল দেখে তিনি ক্ষোভ উগড়ে দেন। তিনি বিডিও অনিশা যশ ও দায়িত্বে থাকা বাস্তুকারকে রীতিমত ধমক দেন। কার্যতই দেখা যায় অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে পথশ্রীর রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। রাস্তায় ব্যবহার করা বালির গুনমান যেমন খারাপ তেমনি পিচের ভাগ অত্যন্ত কম। জেলাশাসক রাস্তার পিচ খুঁড়িয়ে তা নিজের হাতে নিয়ে গুঁড়ো করে দেখিয়ে দেন কতটা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরী হয়েছে। রাস্তার ম্যাপ সহ পরিমাপের সামগ্রী দেখতে চেয়ে তা না পেয়ে জেলা শাসক উপস্থিত বিডিও ও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা ভাবলেন আমি রাস্তা পরিদর্শনে এসে হুশ করে গাড়ি নিয়ে চলে যাবো। জেলাশাসক একদম প্রস্তুতি নিয়েই গিয়েছিলেন শনিবার রাস্তা পরিদর্শনে। কোদাল দিয়ে পিচ রাস্তা খুঁড়ে জেলাশাসককে দেখানো হয় রাস্তার হালহকিকত। এতেই চক্ষু চড়কগাছ জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝির। তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন। তিনি তাদের সমস্যার কথার পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগও শোনেন। জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট আধিকারিক তথা বিডিকে নির্দেশ দেন আবার রাস্তা নতুন করে তৈরি করতে। কয়েকদিন আগে জেলা প্রশাসনের বাস্তুকার সহ আধিকারিকরা রাস্তা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এর আগে এলাকার ভূমিপুত্র তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার রাস্তার কাজের মান নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

জাতিগত সহিংসতা মামলায় ১৩ অক্টোবর সিউড়ি বিশেষ আদালতে তিন সপারিষদ উপাচার্যর হাজিরা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ জাতিগত সহিংসতা মামলায় হাইকোর্টে রক্ষাকবচের মেয়াদ বা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি পেল বিশ্বভারতীর উপাচার্য সহ আরও বাকি তিনজনের। অর্থা তিন অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ কোন কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে না, এই আদেশ তো আগেই ছিল। পাশাপাশি, এই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল। তবে ১৩ অক্টোবর সিউড়ি বিশেষ আদালতে বিদ্যুৎবাবুদের হাজিরা দিতেই হবে। বাদী পক্ষের আইনজীবী শেখর বসুর সওয়ালে সিউড়ি স্পেশাল কোর্টে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সহ মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত ঘোষ ও তন্ময় নাগের ব্যক্তিগত হাজিরার আবেদন জাস্টিস শুভ্রা ঘোষ বাতিল করে দেন। অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে সিউড়ি স্পেশাল কোর্টে হাজিরা দিতেই হবে। বিবাদীপক্ষের আইনজীবী শুভময় ভট্টাচার্য্য জানান, আদালত বলেছে, আইনের চোখে সবাই সমান। তাই বাদিকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। এক্ষেত্রে ইগোর কোনো জায়গা নেই। উল্লেখ্য, মামলার ৫৫ দিনের মাথায় আদালতে ১৪৪ পাতার চার্জশিট জমা দেন তদন্তকারী অফিসার স্বপনকুমার চক্রবর্তী। গত ২৮ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে এই জাতি বিদ্বেষ মামলাটি ওঠে। রেগুলার বেঞ্চের জজ জাস্টিস তীর্থঙ্কর ঘোষ সম্প্রতি জলপাইগুড়ি বেঞ্চে চলে যাওয়ায় মামলাটি জাস্টিস শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে ওঠে। বাদি পক্ষের আইনজীবী চার্জসিট খারিজ করার পক্ষে সওয়াল করেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন। কারণ তার মক্কেল বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সহ বাকি তিনজনের রক্ষা কবচ বা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ তিন অক্টোবর উঠে যাচ্ছে। ফলে পুলিশ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে পারে। জাস্টিস শুভ্রা ঘোষ চলতি বছরের ৩০ নভেম্বর অবধি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করে জানান এই মামলার বাকি বিষয় স্থায়ী বেঞ্চ শুনবে। বিবাদীপক্ষের আইনজীবী শুভময় ভট্টাচার্য্য বলেন, চার্জসিট জমা হয়ে যাওয়ার পর, বিদ্যুৎবাবুদের এফ আইআর খারিজ করা মামলা বাতিল করা হোক। যদিও বাদি পক্ষ চার্জসিট বাতিল সঙ্ক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের একটি মামলা উদ্ধৃত করে এফ আই আর খারিজ মামলা চালিয়ে যেতে চায়, বলে আদালতকে জানায়।

কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াই যেন কাল হয়ে উঠেছিল বধূর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াই যেন কাল হয়ে উঠেছিল নববধূর। আবার মেয়ে হওয়ার আশঙ্কায় পাঁচ মাসের অন্তসত্ত্বা গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। প্রথমদিকে, দেহটি পোস্টমর্টেম না করিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। খবর জানাজানি হতেই পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পোস্টমর্টেম করার পর ওই গৃহবধূর মৃতদেহটি তার বাপের বাড়ির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জোরপূর্বক মাটি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। যদিও সমস্ত ঘটনা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত আকারে দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত শাশুড়ি সুলতানা খাতুন ও ননদ মুসকান খাতুন পলাতক রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগে কাঁটিহার জেলার আজিম নগর থানার চান্দপুর গ্রামের বাসিন্দা নাজির আলমের মেয়ে রেশমা খাতুন(২২)- এর বিয়ে হয় বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দা নুরুল আলির ছেলে সুভান আলির সঙ্গে। বিয়ের সময় মেয়ের বাবা নাজির আলম সাধ্যমতো দামী সামগ্রী ও যৌতুক দিয়েছিলেন। তবে পাত্র পক্ষ আরো দুই লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিক বাবার পক্ষে ওই টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য রেশমার উপর চলত অত্যাচার, এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। বিয়ের বছর খানেক পর রেশমার কোলে আসে এক কন্যা সন্তান। কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ায় খুশি হয়নি শ্বশুর বাড়ির পরিবার। অভিযোগ, তারপর থেকেই গৃহবধূর ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। জুটত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা। শুধু তাই নয়, ওই গৃহবধূকে বাবার বাড়ি থেকে দুই লক্ষ টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন স্বামী ও শ্বশুর। টাকা না নিয়ে আসলে তার পরিনতি হবে মারাত্মক বলে হুমকি দিতেন শ্বশুরবাড়ি লোকেরা। পরিশেষে মৃত্যু হয় গৃহবধূর। রেশমার মা জাকেরা খাতুন বলেন, মুসলিম শরিয়ত মতে তিন বছর আগে তার মেয়ের বিয়ে হয় বাংরুয়া গ্রামে। বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে বাইক, আসবাবপত্র, গয়না ও নগদ অর্থ দিয়েছিলেন ছেলেকে। দেড় বছর আগে মেয়ের কন্যা সন্তান হয়েছে। মেয়ের পুত্র সন্তান না হয়ে কেন কন্যা সন্তান হল? এই জন্য স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করতো। তার মেয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করে নিয়েছিল। এরই মাঝে তার মেয়ে আবার পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বামী, শ্বশুর ও দেওরের ষড়যন্ত্রে আমার মেয়েকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে শাশুড়ি ও ননদ।' এই মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত তদন্ত চেয়ে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছেন মেয়ের পরিবার। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছেন। এদিকে মৃতদেহ পুনরায় কবর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাপের বাড়ির এলাকায় শেষকৃত্য করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবেন ওই গৃহবধূর মা বলে জানা গেছে।

আধুনিকতার যুগে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যশালী তাঁত শিল্প

বিকি মান্না, হুগলি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ সামনেই শারদোৎসব। কাশফুলের সমাহার ইতিউতি জানান দিচ্ছে, আর বেশি দিন নেই। কয়েক সপ্তাহ পরেই বাংলার মানুষ মেতে উঠবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে। খুশিতে ভরে উঠবে কচিকাঁচা থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা। নতুন নতুন জামাকাপড় পরে প্রতিমা দর্শনের অনাবিল আনন্দ। এটা গেল একটা দিক। এবার একটু অন্য দিকে খোঁজ নেওয়া যাক। নতুন নতুন পোশাক যাঁরা তৈরি করছেন, তাঁদের সবাই ভালো আছেন তো? বাংলার নারীর কাছে শাড়িই হচ্ছে একমাত্র পোশাক, যার প্রতি তাঁরা আজীবন দুর্বল। আর এই শাড়ির মধ্যে তাঁত একটি উজ্জ্বল নাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাজার বছরের পুরনো তাঁত শিল্প প্রায় উঠতে বসেছে। এই রাজ্যে নদীয়া ও হুগলি জেলার তাঁত প্রায় জগৎবিখ্যাত ছিল এক সময়। বিশেষত হুগলির ধনিয়াখালি, আঁটপুর ও বেগমপুরের তাঁতের আলাদা কদর ছিল শাড়িপ্রেমীদের কাছে। কিন্তু এই

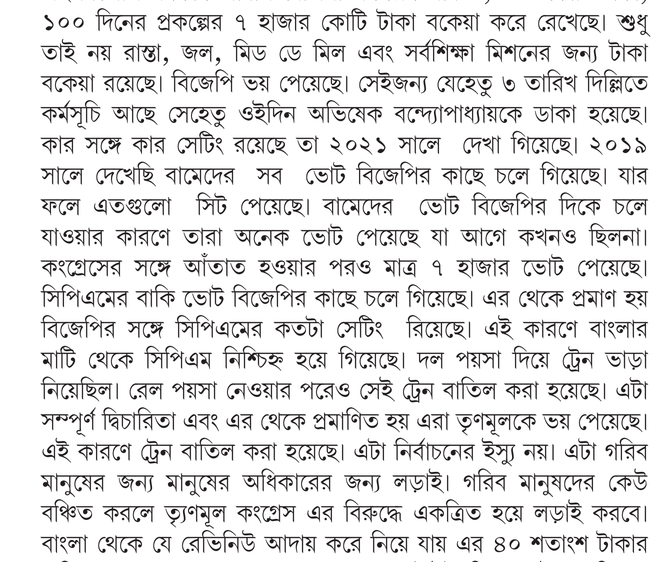

আধুনিকতার যুগে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যশালী তাঁত শিল্প। কেমন আছেন সেই সব তাঁত শিল্পীরা? যাদের এক সময় ইংরেজরাও দমাতে পারেনি ম্যাঞ্চেস্টারকে তুলতে গিয়ে। করুণ অবস্থা শিল্পীদের। হুগলি জেলার প্রাচীন জনপদ বেগমপুর। শ্রীরামপুর মহকুমার চণ্ডীতলা থানার অধীনে এই প্রাচীন জায়গা তাঁত শিল্পের জন্য এক সময় সুবিখ্যাত ছিল। বিশেষ করে হালকা এবং উজ্জ্বল বলে এই বেগমপুরি তাঁতের বরাবরই একটা কদর রয়েছে। কিন্তু আগামী দিনে আদৌ এই বেগমপুরি শাড়ি থাকবে কিনা, তা নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। বেগমপুরের তাঁতিপাড়ায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে যেতেই উঠে এল শিল্পীদের করুণ অবস্থা। সামনেই দুর্গাপুজো। কিন্তু তাঁদের মুখে হাসি নেই। অধিকাংশ শিল্পী প্রবীণ। তাঁদের উত্তরসূরি কেউ আর তাঁত বোনে না। কারণ তাতে করে পেট ভরে না। তাই তাঁরা পার্শ্ববর্তী ডানকুনি শিল্পাঞ্চলে কলকারখানায় কাজ জোটাতে ব্যস্ত। বাস্তব অভিজ্ঞতা বড়ই করুণ আর করবেই বা কেন? বাস্তব অভিজ্ঞতা যে বড়ই করুণ। মহাজন কাঁচামাল দিয়ে যায়, বৃদ্ধ তাঁতি তাঁর সহধর্মিণীকে পাশে রেখে তাঁত বুনে যান। একটি ১২ হাত শাড়ি তৈরি করতে লাগে ২ দিন। মজুরি ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। শেয়ার বাজারের মতো রেট ওঠানামা করে। দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে দৈনিক রোজগার ৮০ কি ৯০। এতে কি সংসার চলে? কিন্তু কে দেখবে? কে করবে এর সমাধান? শিল্পীদের একটাই দাবি, মজুরি বৃদ্ধি। কিন্তু সে তো অরণ্যে রোদন। এক সময় যে এলাকায় ৩৫ হাজার তাঁত চলত, রাস্তার দু'দিকের বাড়ি থেকে ভেসে আসা সুমধুর খটাখট আওয়াজে চারদিক গমগম করত, এখন মেরেকেটে ৫০০ তাঁত চলে কিনা সংন্দেহ। তবুও ঘষে যাওয়া চশমা মুছে, তাঁরা বুনে চলেছেন, খটাখট খটাখট..। কী বললেন প্রবীণ শিল্পী? এখানকারই এক প্রবীণ শিল্পী বলছিলেন, শাড়ির বাজার খুবই খারাপ। সুতোর দাম বেড়ে গিয়ে কাপড়ের দাম বেড়েছে। কিন্তু লক ডাউনের আগে মজুরি যা পেয়েছি, এখন তা আরও কমে গেছে। যে কাপড়টা ২৩০ টাকা মজুরি পেয়েছি, সেটা আজকে ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকা মজুরি। একটা কাপড় বুনতে ২ দিন করে সময় লাগে। সপ্তাহে ৪ টের বেশি বোনাই যায় না। আমাদের বয়স হয়ে গেছে। যারা একটু বেশি বোনে, তারাও ৫ টার বেশি পারে না। তাঁর আক্ষেপ, এখন আর নতুন করে কেউ তাঁত বোনে না। সব কারখানায় কাজ করতে চলে যাচ্ছে। তাঁত চালাতে পারছে না বলেই দলে দলে ডানকুনি বা দুর্গাপুর রোডে কাজে চলে যাচ্ছে। তাঁত শিল্প কি উঠে যাবে? ওই প্রবীণের সাফ জবাব, উঠে যাবে মানে? উঠে তো গেছে। অকাল বিশ্বকর্মা - এখানে তাঁতিদের এতই কর্মব্যস্ততা ছিল যে কারিগরি দেবতা বিশ্বকর্মা পুজোও তাঁরা পিছিয়ে শীতকালে করতেন। কারণ দুর্গাপুজোর ঠিক এক মাস আগে বিশ্বকর্মা পুজো তাঁরা ঠিকমতো করতে পারতেন না। তাই দুর্গাপুজোর পর বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করতেন। সেই থেকে এই বেগমপুর এলাকায় অকাল বিশ্বকর্মা পুজো হয়ে থাকে, যা এই বাংলায় কোথাও হয় না। সেই হুগলির ম্যাঞ্চেস্টারের সুদিন কি আবার কোনও দিন ফিরে আসবে কোনও সোনার কাঠির ছোঁয়ায়? সময় এর উত্তর দেবে।

মহাবীরস্থান ও ডি আই ফান্ড বাজার নতুন করে সংস্কার করা হবে, জানালেন গৌতম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মহাবীরস্থান ও ডি আই ফান্ড বাজার নতুন করে সংস্কার করা হবে,জানালেন গৌতম শনিবার ফের টক টু মেয়রের মধ্য দিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মেয়র গৌতম দেব। এদিন মোট ২২ টি ফোনের সদুত্তর দেন তিনি। রাস্তা সারাই, অবৈধ নির্মান সহ একাধিক অভিযোগ সুরাহার আস্বাস দেন তিনি। পাশাপাশি এদিন মেয়র জানান, শহরের বেশ কয়েকজন নাগরিক ঐতির্যবাহী ডি আই ফান্ড মার্কেট ও মহাবীরস্থান মাছ ও সবজি বাজারের সংস্কারের কথা জানিয়েছেন। তাদের অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে খুব দ্রুত এই দুটি বাজারকে পুনরায় নতুন করে সংস্কার করা হবে।

মাটিগাড়ায় নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনায় নতুন মোড়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মাটিগাড়ায় নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনায় নতুন মোড়। আদালতে প্রথমে নিজের দোষ স্বীকার করলেও আজ পঞ্চমবারের মত ফের ধৃত আব্বাসকে আদালতে পেশ করা হলে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করলো সে। এদিন আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নিজেকে নির্দোষ বলে জানায় অভিযুক্ত আব্বাস। আমি কিছু করিনি। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে এবং আমার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। সকলের সামনে সত্য জানাবো এমনটাই জানায় আব্বাস। প্রসঙ্গত, গত ২১ আগস্ট মাটিগাড়ায় নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর খুনের ঘটনা ঘটে। ৬ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ আব্বাসকে। ঘটনার পর এক মাস পেরিয়ে গেছে। আজ পঞ্চমবারের জন্য আব্বাসকে আদালতে পেশ করা হয়। এদিন বিচারকের সামনে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে আব্বাস।

খাবারে বিষক্রিয়ায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল শিশুর

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ খাবারে বিষক্রিয়ায় গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক শিশু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছে দুই শিশুর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ইসলামপুর থানার গরহনডাঙ্গা এলাকায়। বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে তিন শিশু। পরিবারের লোকজন তাদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে গিয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়। বাকি দু জনের চিকিৎসা চলছে। বাসিন্দারা বলছে স্কুল থেকে ফেরার পর অসুস্থ হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি ওই তিন শিশু স্কুলেই আসে নি। গোটা ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সদ্যোজাতর মৃত্যুর অভিযোগে কাঁথির বেসরকারি হাসপাতালে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বিনা চিকিৎসায় সদ্যোজাতর মৃত্যুর অভিযোগে শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির বেসরকারি হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান স্বজনহারারা। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কাঁথি থানায় অভিযোগ করেছে শিশুর পরিবার। বেসরকারি হাসপাতাল বন্ধের দাবি তুলেছেন তাঁরা। সদ্য সন্তানহারা মায়ের দাবি, জন্মের পর শিশুকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। অভিযোগ, তারপর থেকে শিশু স্তন পান করতে পাচ্ছিল না। চামচে করে সদ্যোজাতকে দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। খুদের জ্বর আসে। শিশু ক্রমশ নিস্তেজ হতে পড়তে থাকে। বারবার চিকিসকের খোঁজ করেন সদ্যোজাতর মা। তবে তা সত্ত্বেও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলেই অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় শিশুর। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে শিশুর পরিবারের লোকজন। নার্সিংহোম ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্বজনহারারা। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কাঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবারের লোকজন। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER NO-10/2023-24/KGP, Dated: 29.09.2023
Bid submission end date-07.10.2023 – 6pm. Bid open Date(Technical)-
10.10.2023 – 10am. For more details information visit: www.wbtenders.gov.in
and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER NO-09/2023-24/KGP, Dated: 29.09.2023
Bid submission end date-07.10.2023 – 6 pm. Bid open Date(Technical)-
10.10.2023 – 10AM. For more details information visit: www.wbtenders.gov.in
and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

E-Tender Notice

Pradhan, Hantal Anantabati G.P under Jagatballavpur Block, Howrah invites e-Tender Reference No. HAGP/NIeT/28/2023 Dated 29/09/23, HAGP/NIeT/29/2023 Dated 29/09/23, HAGP/NIeT/30/2023 Dated 29/09/23, HAGP/NIeT/31/2023 Dated 29/09/23, HAGP/NIeT/32/2023 Dated 29/09/23, HAGP/NIeT/33/2023 Dated 29/09/23, HAGP/NIeT/34/2023 Dated 29/09/23. Last date of submission of Bid-09/10/2023 up to 3.00 P.M. For more information visit https://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Hantal Anantabati G.P.

UTTAR JHAPORDAH GRAM PANCHAYAT, DOMJUR, HOWRAH
E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Uttar Jhapordah Gram Panchayat, Domjur, Howrah for the following works:- 1) Ref Tender No WBZP/UJGP/NIT-14/23-24, Tender ID 2023_ZPHD_581199_1, 2) Ref Tender No WBZP/UJGP/NIT-15/23-24, Tender ID 2023_ZPHD_581262_1. Bid submission start Date:-30/09/2023 at 10:00 AM. Bid submission end Date:-09/10/2023 at 1:00 PM. Bid opening (Technical) date:-11/10/2023 at 1:00 PM. Details are available in: https://wbtenders.gov.in & Office Notice Board.

Sd/-Prodhan
Uttar Jhapordah Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ (ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সো/সিপিডব্লুডি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **এনআইটি নং: ১৭৭_২০২৩-২৪, কাজের বিবরণ:** ... **আনুমানিক ব্যয়: ১,৬০,৪৬,৫৭৯.৭৭ টাকা। বায়নামূল্য: ২,৪৫,২০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমা: ১২ মাস। টেন্ডার ফর্মের মূল্য: শূন্য।** ... **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ১৮.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ...

HWH-275/2023-24

@EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সিগন্যাল এবং টেলিকমের কাজগুলি

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নিয়ন্ত্রণ আবশ্যকীয় বৈদ্যুতিক সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা

... www.ireps.gov.in ...

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAMPANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S. - FRESERGANJ COASTAL, Dist-South 24 Parganas
Memo No.-186(1)/FGP/2023, Date:-29/09/2023
Notice Inviting e-Tender NO.-07/(2023-2024)

Sealed Tender is invited by the Pradhan On behalf of Artho-o-Parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful, bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online): 30/09/2023 at 6:00 PM. Both Technical and financial bid submission starting date(online): 30/09/2023 at 6.30 PM. Both Technical and financial bid submission closing date(online): 10/10/2023 at 01:30 PM. Date of opening of technical Proposals (Online): 12/10/2023 at 02:30 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

Indpur Gram Panchayat
P.O- Indpur, Dist- Bankura

The Pradhan, Indpur Gram Panchayat is hereby invites sealed e-Tenders from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e NITs, e-NIT No. 13, 14 and 15 of 2023-24, Dated: 29/09/2023. Last date of submission of bid-07.10.2023 at 6pm.Technical bid opening date: 10.10.2023 at 12 pm. All Information is available www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Indpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "Installation of steel tubular pole along with arrangement of street light at Ward 08 & 20 under Cooch Behar Municipality" vide Tender Id : 2023_MAD_582475_1 Submission end date - 09/10/23 Details information will be available from the website –
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/- Chairman,
Cooch Behar Municipality.

GOSWAMI MALIPARA GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O-Goswami Malipara
P.S-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305

E-Tender are invited by the Prodhan, Goswami Malipara Gram Panchayat. Tender title: (1) GMGP/94/2023-2024, (2) GMGP/95/2023-2024 Date- 29/09/2023 Bid submission Start date: 29/09/2023 at 18:00 Hrs. Bid Submission end date: 6 th October 2023 12:00 Hrs. Bid Opening Date: 7 th October 2023 at 3:00 Hrs. Any other information may be had from the office of the undersigned on any working day or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Goswami Malipara Gram Panchayat

এটাই হয়তো আমার শেষ বিশ্বকাপ

ওয়ার্ম আপ ম্যাচের আগে বললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন

গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ শেষ মুহূর্তে সুযোগ টিমে পেলে কেমন লাগে? তাও আবার বিশ্বকাপের টিমে! এই প্রশ্ন হয়তো বার বার শুনতে হচ্ছে ভারতীয় তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। টিম ইন্ডিয়ার তারকা অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল বিশ্বকাপের আগে চোট পাওয়ায়, শেষ মুহূর্তে সুযোগ পেয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ৩৭ বছর বয়সী ভারতীয় অভিজ্ঞ স্পিনারের কি এটাই শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে? ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে ওয়ার্ম আপ ম্যাচের আগে অশ্বিন বলেছেন, ''এটাই হয়তো ভারতের হয়ে আমার শেষ বিশ্বকাপ হতে পারে।'' বিশ্বকাপ যুদ্ধ শুরুর আগে আর কী বললেন অশ্বিন? ২০২২ সালের জানুয়ারিতে শেষ বার ওডিআইতে খেলেছিলেন অশ্বিন। তারপর আর সুযোগ পাননি। অবশ্য বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপ ম্যাচের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলল ভারত, তাতে সুযোগ পেয়েছিলেন অশ্বিন। জস বাটলারের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপ ম্যাচে নামার আগে দীনেশ কার্তিক গুয়াহাটিতে থাকা রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে জিজ্ঞাসা করেন বিশ্বকাপের টিমে সুযোগ পাওয়া নিয়ে। রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে প্রি-ম্যাচ সাক্ষাৎকারে ভারতের তারকা ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিক জিজ্ঞাসা

করেন, মাস তিনেক আগে তাঁকে যদি কেউ বলতেন তিনি বিশ্বকাপে খেলবেন, তা কি বিশ্বাস করতেন? উত্তরে অশ্বিন বলেন, ''আমি তা শুনলে বলতাম আমার সঙ্গে কেউ মজা করছে। জীবন অনেক চমকে ভরা। আমি সত্যি বলছি এই জায়গায় থাকব, আশা করিনি। এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, তাই আজ আমি এখানে। টিম ম্যানেজমেন্ট আমার উপর আস্থা রেখেছে। এই ধরণের টুর্নামেন্টে চাপ সামলে এগিয়ে যাওয়াটাই আসল। সবদিক থেকে ভালো জায়গায় আছি। আশা করি চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারব। হয়তো এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। তাই চাপমুক্ত থেকে টুর্নামেন্টে খেলাই আমার মূল লক্ষ্য।'' আন্তর্জাতিক এক দিনের ক্রিকেটে এখনও অবধি ১১৫টি ম্যাচে খেলেছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাতে নিয়েছেন ১৫৫টি উইকেট। এবং ব্যাট হাতে করেছেন ৭০৭ রান।

হানঝাউতে সোনায় নজর নীরজের

হানঝাউ, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসে ভারতের পদক সংখ্যা ১০০ হবে তো? একের পর এক পদক যেভাবে দেশকে দিচ্ছেন ভারতের অ্যাথলিটরা, তাতে ১০০ পদক খুব বেশি দূরে নয়। ভারতের জ্যাভলিন সুপারস্টার নীরজ চোপড়া হানঝাউতে সোনায় ফোকাস করছেন। চোট নিয়ে বেশি ভাবতে চান না তিনি। হানঝাউ গেমস ভিলেজ থেকে নীরজ বলেন, ''সুইৎজারল্যান্ডে রিহ্যাব এবং অনুশীলন করেছি। তারপর এখানে এসেছি। আমি আশা করি ১০০ শতাংশ দিতে পারব। এবং এশিয়ান গেমস খেতাব ধরে রাখতে পারব।'' নিজের চোট নিয়ে নীরজ বলেন, ''চোট নিয়ে এখনও অল্প চাপ রয়েছে। গত বছরও তেমনটা হয়েছিল। আবারও হল। এই বিষয়ে আমাকে যত্ন নিতে হবে এবং তারপর প্যারিস অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অবশ্য অ্যাথলিটদের সঙ্গে এই ধরণের জিনিস ঘটে। বিশেষ করে যাঁরা শীর্ষ পর্যায়ে লড়াই করে। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের সময় লড়তে হয়েছে আমাকে। তারপরও আমি সেরা থ্রো করার চেষ্টা করেছিলাম।''

এশিয়ান গেমসে সোনা জিতলেন বোপান্না-ঋতুজা

হানঝাউ, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে ফাইনালে পা রেখেছিলেন চিনা তাইপের জুটি। ফাইনালের শুরুতেও সেই ঝলকই দেখাচ্ছিলেন সাং হাও হুয়াং-এন শাও লিয়াং। মনে হচ্ছিল ভারতীয় জুটি হয়তো রুপোতেই থেমে যাবেন। শেষ পর্যন্ত তা হল না। প্রথম সেটে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত টেনিসের মিক্সড ডাবলসে সোনা জিতলেন রোহন বোপান্না-ঋতুজা ভোসলে। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় টেনিস প্লেয়াররা বরাবরই প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। এ বার সেটা দেখা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত বোপান্নার হাত ধরে সোনা এল টেনিস থেকে। হুয়াং আর লিয়াং শুরু থেকেই আগ্রাসী টেনিস খেলার চেষ্টা করেন। প্রথম সেটটা বোপান্না-ঋতুজা হেরেছিলেন ২-৬। কিন্তু দ্বিতীয় দারুণ কামব্যাক করেন ভারতীয় মিক্সড ডাবলস জুটি। ৬-৩ জেতেন দ্বিতীয় সেট। যে ছন্দ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন বোপান্না, সেটাই পেয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় সেটে। টাইব্রেকারে আর বিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি। ১০-৪ জিতে নেন ম্যাচ। এ বারের এশিয়ান গেমসের টেনিস থেকে ভারতের প্রথম সোনা। এশিয়ান গেমস থেকে সব মিলিয়ে নবম সোনা। শুক্রবারই ভারতের দুই ছেলে রামকুমার রামানাথন-সাকেত মেইনানি

ছেলেদের ডাবলসের ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু রুপোতেই থামতে হয়েছিল তাঁদের। চিনা তাইপের জুটির কাছে হেরে গিয়েছিলেন রাম-সাকেত। সেই আক্ষেপ মেটানোর পাশাপাশি বদলাও নিলেন বোপান্না-ঋতুজারা। লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতির পর ভারতীয় টেনিসের মুখ হয়ে উঠেছেন বোপান্না। গত কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিক সাফল্য পাচ্ছেন। উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠে চমকে দিয়েছিলেন। ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠে বুঝিয়ে ছিলেন, ৪৩ বছর বয়সটা তাঁর কাছে স্রেফ সংখ্যা। এশিয়ান গেমসে ছেলেদের ডাবলসে হেরে গিয়েছিলেন আচমকাই। তার পরও যে সোনার স্বপ্ন ছাড়েননি, মিক্সড ডাবলসে প্রমাণ করে দিলেন। গত বার জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ডাবলসে জিতেছিলেন সোনা। এ বার মিক্সড ডাবলসে। বোপান্না মানেই যেন সোনার স্বপ্ন।

জন্মদিনে সোনার সেলিব্রেশন হল না, রুপোতেই থামলেন সরবজ্যোৎ-দিব্যা

হানঝাউ, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ চিনের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন শুটার র‍্যাঙ্কিং জিয়্যাং একদিকে। অন্য দিকে বাকু বিশ্বকাপে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে জিতেছিলেন সোনা বোয়েন জ্যাং। চিনের এই দুই অভিজ্ঞ এবং চাপের মুখে পারফর্ম করতে পারা শুটারদের বিরুদ্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল ভারতের। শুরুতে চাপ তৈরি করলেও ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে সোনার বদলে রুপোতেই থামলে হল ভারতের সরবজ্যোৎ সিং ও দিব্যা থাদিগোল সুব্বারাজকে। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টের যোগ্যতা পর্বে শীর্ষে ছিলেন দুই ভারতীয়। সরবজ্যোৎ সিং তিন সিরিজের পর ২৯১ পয়েন্ট স্কোর করেছিলেন। দিব্যা থাদিগোল সুব্বারাজ ২৮৬ স্কোর করেন। মোট ৫৭৭। চিনের ও ইরানের শুটারদের পিছনে ফেলে এক নম্বরে শেষ করার ফলে সরাসরি সোনার লড়াইয়ে নামার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন ভারতের দুই ছেলে-মেয়ে। শেষ পর্যন্ত স্বপ্নপূরণ হল না। তবে চিনকে সোনা জিততে হল লড়াই করে। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড ইভেন্টের ফাইনালে শটের কোনও সীমা নেই। ১৬ পয়েন্ট যে টিম আগে

পৌঁছয়, চ্যাম্পিয়ন হয় তারাই। প্রথম দুটো সিরিজে ৪-০ এগিয়ে যায় ভারতীয় জুটি। পরের সিরিজ টাই হয়। চতুর্থ সিরিজ আবার চিনের অ্যাথলিটরা জেতেন। পঞ্চম সিরিজের পর ৭-৩এ পৌঁছে গিয়েছিলেন ভারতীয় শুটাররা। ষষ্ঠ সিরিজে আবার চিন ফেরে লড়াইয়ে। সপ্তম সিরিজে প্রবল ভাবে ফিরে আসেন চিনা শুটাররা। স্কোরলাইন ৭-৭ করে ফেলেন। অষ্টম সিরিজে ভারতীয়রাও দুরন্ত কামব্যাক করেন। সরবজ্যো ও দিব্যা ৯-৭ এগিয়ে যান এই সিরিজে। নবম সিরিজে আবার ১১-৭ করে ফেলেন ভারতীয় জুটি। দশম সিরিজে চিন পাল্টা লড়াইয়ে ফেরে। স্কোর করে ৯-১১। ১১ ও ১২তম সিরিজ জিতে চিন ১৩-১১ করে ফেলে চিন। চাপের মুখে সরবজ্যোতের শট কিছুটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। ১৩তম সিরিজে ১৩-১৩ হয়ে যায়। ১৪তম সিরিজও টাই, ১৪-১৪ পয়েন্ট দুই টিমের। ১৫তম সিরিজটা ১০.৩ মেরেছিলেন। সরবজ্যোৎ মনোঃসংযোগ ধরে রাখতে পারেননি। ৯.৯ পয়েন্ট মারেন। ২২ বছরের সরবজ্যো ইতিমধ্যেই সোনার স্বাদ পেয়ে গিয়েছেন হানঝাউ গেমসে। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের টিম ইভেন্ট থেকে সোনা পেয়েছেন অর্জুন সিং চিমা, শিবা নারওয়ালের সঙ্গে। ব্যক্তিগত ইভেন্ট থেকে পদক আসেনি। সেই আক্ষেপ মিক্সড ডাবলসে মেটাতে চান পঞ্জাবের ছেলে। ঘটনা হল, আজই আবার জন্মদিন সরবজ্যোতের। সোনা দিয়ে জন্মদিনের সেলিব্রেশনের সুযোগ পেলেন না। বেঙ্গালুরুর মেয়ে দিব্যার প্রথম প্রেম ছিল বাস্কেটবল। সেখান থেকে শুটিংয়ে চলে আসেন তিনি। কোচ মঞ্জুনাথ পাটগরের হাতে পড়ার পর ধীরে ধীরে সাফল্যও পেতে শুরু করেন। ২০২২ সালে ১০ মিটার পিস্তলে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। ২০২৩ সাল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। ভোপালে চলছিল জাতীয় ট্রায়াল। সেই সময় হঠাৎই দুর্ঘটনার মুখে পড়েন তিনি। চোট তো পেয়েইছিলেন। চোখের দৃষ্টি সামান্য ঝাপসাও হয়ে যায়। মিশরের কায়রোতে ছিল বিশ্ব মিট। তার আগে এমন দুর্ঘটনাও তাঁকে থামাতে পারেনি। দিব্যা ওই অবস্থাতেই নামেন ট্রায়ালে। ভারতীয় টিমে জায়গাও করে নেন। সরবজ্যোতের সঙ্গে তাঁর জুটি এর আগেও সাফল্য পেয়েছে। গত মে মাসে বাকু বিশ্ব মিটে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ডাবলস ইভেন্টে সোনা জিতেছিল ভারতীয় জুটি।

তিনবার পিছিয়ে পড়েও সাফল্য, স্কোয়াশে পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা সৌরভ-অভয়দের

হানঝাউ, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ গত একটা দশক ধরে বিশ্ব স্কোয়াশ দাপিয়ে বেড়িয়েছে পাকিস্তান। এশিয়ান গেমস হোক আর বিশ্বকাপ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। পাকিস্তানের প্লেয়াররাই বরাবর সাফল্য পেয়েছেন। কখনও সখনও সেই হিসেব উল্টে দিয়েছে ভারত। কিন্তু টিম ইভেন্টে পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা? সেই মহাসাফল্য অধরাই ছিল এতদিন। তাও মুঠোয় পুরে ফেলল ভারতীয় স্কোয়াশ টিম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টিম ইভেন্টে দুরন্ত সোনা জিতল সৌরভ ঘোষাল, অভয় সিং, মহেশ মানগাওকররা। ক্রিকেট আর হকিতেই ভারত-পাকিস্তানের ধুন্ধুমার যুদ্ধ বেশি দেখা যায়। খেলা বদলে গেলেও যে রোমাঞ্চ, উত্তেজনা কমে না, স্কোয়াশ কোর্টে তাই দেখল এশিয়াড। পাকিস্তানকে হারিয়ে সোনা জয়ের পর রীতিমতো উৎসব শুরু হয়ে

যায় ভারতীয় শিবিরে। সেলিব্রেশন করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন অভয় সিং। চরম উত্তেজক হয়ে গিয়েছিল স্কোয়াশের সোনার ম্যাচ। তিন সেটের ম্যাচে প্রথমেই পাকিস্তানের নাসির ইকবালের কাছে হেরে গিয়েছিলেন মহেশ। ৮-১১, ৩-১১, ২-১১ ফল যে ভারতের মনোবলে ধাক্কা দিয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখান থেকেই ভারতকে ম্যাচে ফেরান বাংলার সৌরভ। মহম্মদ অসিম খানকে দাঁড়াতেই দেননি তিনি। ১১-৫, ১১-১, ১১-৩এ জিতে যান তিনি। সৌরভের হাত ধরেই স্কোর ১-১ করে ভারত। তারপর ঐতিহাসিক জয় অভয় সিংয়ের। বেস্ট ফাইভের প্রথম গেমটা জিতেছিলেন ১৯ বছরের নুরজামানের বিরুদ্ধে। পাক স্কোয়াশ প্লেয়ারের দাদু আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিলেন একসময়। তাঁর নাতি যে দুরন্ত কিছু করতে পারেন, তা হয়তো শুরুতে ভাবেননি অভয়। সেই নুরই ভারতের সোনা প্রায় কেড়ে নিচ্ছিলেন। নুরের দুরন্ত ব্যাকহ্যান্ডের জন্যই দ্বিতীয় গেমে আর দাঁড়াতে পারেননি অভয়। হেরে যান ৯-১১। পরের গেমটাতেও নুরের জয়গান। ভারতীয় অ্যাথলিটের বিরুদ্ধে তিনি জেতেন ১১-৭। এখান থেকেই দুরন্ত প্রত্যাবর্তন অভয়ের। চতুর্থ গেমটা ১১-৯ জেতেন। ব্যাকহ্যান্ডে খেলালে নুর পয়েন্ট তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, বুঝতে পেরে ফোরহ্যান্ডে ফোকাস করেন। নুরের বয়স কম, তাই ভুলও করলেন কিছু। অভয় ১১-৯ জিতে ২-২ করেছিলেন সেটটা। শেষ গেমে ভারতীয় প্লেয়ার ১২-১০ জেতেন। তার পরই শুরু হয়ে যায় উৎসব। অভয় কেঁদে ফেলেন সোনা জিতে। স্কোয়াশ থেকে একটা সময় আর প্রাণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না অভয়। ভেবেছিলেন স্কোয়াশ থেকে সরে দাঁড়াবেন। সেখান থেকেই ঘুরে যায় তাঁর ভাবনা। কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় টিমে সুযোগ পাওয়াটাই তাঁকে অন্য রকম ভাবে শুরু করায়। ২৫ বছরের সেই অভয়ের গলাতে এ বার সোনার পদক। ২০১৪ সালে এশিয়ান গেমসের টিম ইভেন্ট থেকে সোনা জিতেছিল ভারত। মহেশ সে বারও ছিলেন ভারতীয় টিমে। তবে ওই টিমেরও মুখ ছিলেন সৌরভ। গত এক দশক ধরে ভারতীয় স্কোয়াশকে একার কাঁধে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাংলার ছেলে। ৩৭ বছরের সৌরভ ঘোষাল আরও একবার দেখালেন, স্কোয়াশের মতো ফিটনেসের খেলায় তাঁকে পিছনে রাখা সম্ভব নয়। এশিয়ান গেমসে বাংলার প্রাপ্তি কী দাঁড়াল? তিনটে সোনা এখনও বাংলার ঝুলিতে। মেয়েদের ক্রিকেটে সোনা জিতেছে ভারত। টিমের অন্যতম মুখ তিতাস সাধু দুরন্ত পারফর্ম করেছিলেন ফাইনালে। ইকুয়েস্ট্রিয়ানের টিম ইভেন্ট থেকে এসেছে বিরল সোনা। বালিগঞ্জের অনুশ আগরওয়াল ছিলেন ওই টিমের সদস্য। এ বার সৌরভ ঘোষাল। ব্যক্তিগত ইভেন্টেও সোনা ফলাবেন কোনও বাঙালি?

প্যারিস অলিম্পিক কোটা ও এশিয়াডে পদক নিশ্চিত লভলিনা-প্রীতির

হানঝাউ, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ বছর ১৯ এর ভারতীয় বক্সার প্রীতি পাওয়ার ১৯তম এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন। শুধু তাই নয়, প্যারিস অলিম্পিকের কোটাও অর্জন করেছেন প্রীতি। কাজাখস্তানের বক্সার জাইনা শেকেরবেকোভাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন প্রীতি। অবশ্য শুধু প্রীতি পাওয়ারই নন মেয়েদের বক্সিংয়ে ৭৫ কেজি বিভাগে শেষ চারে পৌঁছে গিয়েছেন ভারতীয় তারকা বক্সার লভলিনা বরগোহাইনও। তিনি পেয়েছেন অলিম্পিক কোটাও। একদিকে লভলিনা পদক নিশ্চিত করলেও ভারোত্তোলনে হতাশ করলেন টোকিও অলিম্পিকে রুপো পাওয়া মীরাবাঈ চানু। ১৯ বছরের প্রীতি এশিয়ান গেমসে বক্সিংয়ে মেয়েদের ৫৪ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে কাজাখস্তানের বক্সাকরে ৪-১ ব্যবধানে হারান। কাজাখস্তানের বক্সার জাইনা তিন বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। তাঁকে হারাতে খুব বেগ পেতে হয়নি প্রীতিকে। তিনি প্যারিস অলিম্পিকের কোটা অর্জন করা দ্বিতীয় ভারতীয় বক্সার হয়েছেন। অন্যদিকে টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পাওয়া লভলিনা বরগোহাইন প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের বক্সিংয়ে ৭৫কেজি বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার সেওং সুয়েওনকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। একইসঙ্গে লভলিনাও পেয়েছেন প্যারিস অলিম্পিকের কোটা। টোকিও অলিম্পিকে রুপো পাওয়া ভারতীয় ভারোত্তোলক মীরাবাঈ চানু মেয়েদের ৪৯ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন। অবশ্য তিনি ১০০ ফিট ছিলেন না। ফলে তিনি শেষ করেন চার নম্বরে। এশিয়াডে তাঁর থেকে পদকের আশা ছিল। থাই ইনজুরি নিয়ে পারফর্ম করে চানু অবশ্য দেশকে পদক দিতে পারলেন না। মোট ১৯১ কেজি তুলে চতুর্থ স্থানে শেষ করলেন তিনি।

রাতারাতি ডিগবাজি, সুর বদলে আপসের রাস্তায় পাকিস্তান বোর্ডের চেয়ারম্যান!

করাচি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ রাতারাতি ডিগবাজি পাকিস্তানের। দিন কয়েক আগে 'দুশমন মুল্ক' বলে ব্যাপক বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান জাকা আশরফ। সেই তাঁরই ক্রিকেট বোর্ড বাধ্য হয়ে এ বার জারি করল বিবৃতি। তাতে কার্যত ক্ষমার সুরে বলা হয়েছে অনেক কিছু। ভারতের উদ্দেশে অহেতুক মন্তব্য যে চাপে ফেলে দিয়েছে আশরফকে, সন্দেহ নেই। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। গত বুধবার হায়দরাবাদে পা রেখেছেন বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানরা। হায়দরাবাদ পাকিস্তান টিমকে উষ্ণ অভ্যর্থনাও জানিয়েছেন। শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ার্মআপ ম্যাচও খেলেছেন তাঁরা। তারই মধ্যে আশরফের এমন মন্তব্য

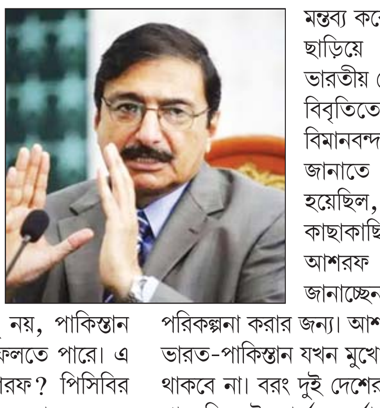

দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক শুধু নয়, পাকিস্তান টিমের বিশ্বকাপ যাত্রাও কঠিন করে ফেলতে পারে। এ কথা ভেবেই ডিগবাজি খেলেন আশরফ? পিসিবির তরফে বলা হয়েছে, 'বিশ্বকাপ খেলার জন্য ভারত সফরে গিয়ে পাকিস্তান টিম দারুণ অভ্যর্থনা পেয়েছে। জাকা আশরফ মনে করেন, এই উষ্ণ অভ্যর্থনাই প্রমাণ করে দুই দেশের জনতার মধ্যে কতটা ভালোবাসা রয়েছে।' আশরফ ডিগবাজি খেলেও বরফ গলবে, এমন মনে করছে না ক্রিকেট মহল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড পিসিবির শীর্ষ কর্তার এমন মন্তব্য কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছে না। রাজনৈতিক সম্পর্কের জেরে দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট আদানপ্রদান বন্ধ দীর্ঘদিন। আইসিসির টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হন ভারত-পাকিস্তান। এ দেশে বিশ্বকাপ খেলতে আসার ব্যাপারে নানা সময় নানা রকম মন্তব্য করেছে পাকিস্তান। তা যে সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে, ভাবেননি ভারতীয় বোর্ডের কর্তারা। পিসিবি ওই বিবৃতিতে বলেছে, 'হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে পাকিস্তান টিমকে স্বাগত জানাতে গিয়ে যে ছবি তুলে ধরা হয়েছিল, দুই দেশের মানুষ যে কাছাকাছি, প্রমাণ করে। জাকা আশরফ ব্যক্তিগত ভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ভারত এমন সেলিব্রেশনের পরিকল্পনা করার জন্য। আশরফ আরও মনে করেন যে, ভারত-পাকিস্তান যখন মুখোমুখি নামবে তখনও শত্রুতা থাকবে না। বরং দুই দেশের ঐতিহ্যই তুলে ধরা হবে।' পাক ক্রিকেট বোর্ডের কর্তা যাই বলুন না কেন, বাবর-শাহিনরা কিন্তু ভারতে পা রেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। এই টিমের অধিকাংশ ক্রিকেটার প্রথমবার ভারতে এসেছেন। তাঁরা এতদিন যা শুনে এসেছেন আর যা দেখেছেন, তা মেলাতে পারেননি।

খারাপ ফর্ম নিয়ে বললেন বিরাট

গুয়াহাটি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ এবারের বিশ্বকাপে বিরাটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। এই বিশ্বকাপে ভালো ফর্ম করতে বিরাট নিজেও মরিয়া। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের পর গত বছর এশিয়া কাপ পর্যন্ত শতরান পাননি তিনি। একটা সময় অফ ফর্মের মধ্যে যেতে হয়েছে তাঁকে। সেই পরিস্থিতিতে ঠিক কী হয়েছিল বিরাটের, এবার সেই নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। আইসিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিরাট বলেন, 'আমি আমার সেরা সময়ের ভিডিয়ো দেখতে থাকি। কোথায় ভুল হচ্ছে, সেইসব খুঁজতে থাকি, যাতে নিজের মন ভালো থাকে। আত্মবিশ্বাসের কোনও রকম ঘাটতি না হয়, সেই জন্য ভিডিয়ো দেখতে থাকি। সেই পরিস্থিতিতে আমার মাথায় ঠিক কি ঘুরছিল, তা কাউকে বলতে পারিনি। এতটাই মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েছিলাম। খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। কী অবস্থায় ছিলাম সেটা একমাত্র আমি জানি।''

নেইমারের পেনাল্টি মিসের পরও আল হিলালের জয়

রিয়াধ, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ রিয়াদের বিপক্ষে আল হিলালের হয়ে সেটি ছিল নেইমারের অভিষেক ম্যাচ। ব্রাজিলিয়ান তারকা বদলি হয়ে মাঠে নামার পর পেনাল্টি পেয়েছিল আল হিলাল। কিন্তু নেইমারের বদলে সৌদি আরব তারকা সালেম আল-দাওসারি পেনাল্টি নেওয়ায় তাঁকে দুয়ো দিয়েছিলেন আল হিলালের সমর্থকেরা। প্রায় দুই সপ্তাহ পর গতকাল রাতে এই সৌদি প্রো লিগের ম্যাচেই আল শাবাবের বিপক্ষে পেনাল্টি পেয়েছিল আল হিলাল আর মাঠেও ছিলেন গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে গোল করা সৌদি উইঙ্গার সালেম আল-দাওসিরি। কিন্তু পেনাল্টিটা নিয়েছেন নেইমার। ম্যাচটি না দেখে থাকলে কিংবা ম্যাচের ফল না জানা থাকলে

পেনাল্টি থেকে নেইমার গোল করেছেন-এটা ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক। ভুল। মিস করছেন! আল শাবাবের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে সৌদি প্রো লিগে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছে আল হিলাল। এই ম্যাচে শুধু পেনাল্টিটাই মিস করেছেন নেইমার। এ ছাড়া তাঁর পারফরম্যান্স ছিল বেশ ভালো। কর্নার থেকে ৬৮ মিনিটে কালিদু কুলিবালিকে দিয়ে গোল করিয়েছেন। গোলের আরও ৩টি ভালো সুযোগও তৈরি করেছিলেন। ৮ মিনিট পর আল হিলালের হয়ে দ্বিতীয় গোল করা মিত্রোভিচের লক্ষ্যভেদের কারিগরও নেইমার। ব্রাজিলিয়ান তারকা ব্যক্তিগত দক্ষতায় আল শাবাবের বক্সে ঢুকে সার্বিয়ান স্ট্রাইকারকে গোলের সুযোগ করে দেন। তার আগে প্রথমার্ধে ৩৭ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি থেকে বল পোস্টে মারেন নেইমার। আল হিলালের হয়ে এখনো গোলের মুখ দেখেননি ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

সব খবর সবার আগে, বাংলায়

Download The App Now

GET IT ON Google Play

ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501